প্রেম-প্রদীপ

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)
নবদ্বীপ (নদীয়া) পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রেম-প্রদীপ

(পারমার্থিক উপন্যাস)

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদানুকম্পিত

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যভাস্কর

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুগৃহীত

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

[সেবানুকূল্য—

শ্রীসত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন-কর্ত্তৃক

শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন
কলিকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর শুভাবির্ভাব-তিথি

৩ গোবিন্দ, ৫০৮ শ্রীগৌরাব্দ
৫ই ফাল্গুন, ১৪০১ ; ইং ১৮।২।১৯৯৫

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।
২। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ২৮, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেলা মথুরা (উঃ প্রঃ)।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ, স্বর্গদ্বার, পোঃ ও জেলা পুরী (উড়িষ্যা)।
৫। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ, মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।
৬। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, পোঃ তুরা (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
৭। শ্রীভক্তিবেদান্ত গৌড়ীয় মঠ, সন্ন্যাস রোড, পোঃ কঙ্খল (হরিদ্বার)।

মুদ্রাকর :—শ্রীজহরলাল ভট্টাচার্য্য
মোহন প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২/এ, কেদার দত্ত লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রদীপ-শিখা

'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, কি দুর্দ্দশা লাভ করিয়াছে, সাধারণ লোক তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে দৈনন্দিন জীবনে যে কয়েকটী দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক, তাহার প্রত্যেকটীরই অত্যন্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রধানতঃ আহারের অভাব, দ্বিতীয়তঃ পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, তৃতীয়তঃ স্বচ্ছন্দ-বাসগৃহের অভাব—সর্ব্বত্রই এইরূপ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইলে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত থাকিতে হইবে জানিতে পারিলে, লোকে এইরূপ স্বাধীনতা চাহিত কি না সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। এইরূপ দুর্দ্দিনে কেহই শান্তি খুঁজিয়া পাইতেছে না,—এমন সময়ে শান্তির সন্ধান দিবে কে ?

আমরা 'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থের লেখক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জীবনী হইতে জানিতে পারি, তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ও উড়িষ্যার সদ্য পরাধীনতার পর দেশের দুর্দ্দিনের মধ্যে যে দেশ-শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ তাঁহার রচিত গ্রন্থ **'প্রেম-প্রদীপ'** ৬৫ বৎসর পরে পুনঃ প্রজ্জ্বালিত হইল। তৎকালে ব্রাহ্মগণ আরব্য ও পারস্য-শিক্ষা-প্রভাবে হিন্দু-হিংসা, বিগ্রহ-বিদ্বেষ, শুদ্ধকর্ম্ম-কদন, সমাজ-সংহার প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকায় দেশে ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে যোগিগণের শারীরিক 'কসরৎ' ও নিরীশ্বর চিন্তাস্রোত জগৎ-ধ্বংসের সহায়তা করে। এই 'প্রেম-প্রদীপ'-গ্রন্থখানি তদানীন্তনকালে উহাদের প্রতিবন্ধক-স্বরূপে সুদিন আনয়ন করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে কি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রাহ্ম-সমাজ ও নিরীশ্বর যোগী-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে ভারত রক্ষা

পাইয়াছে ; এমন কি, তাঁহারই অনুগ্রহে আজ ভারত হইতে ব্রাহ্ম ও যোগিগণ বিলুপ্তপ্রায়। তথাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে তত্তদ্ধর্ম্মযাজী স্বল্প সংখ্যক দুই চারিজন ব্যক্তি বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হওয়ায়, তাহাদের বুদ্ধি সংশোধনের জন্য ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় বিশ্বের পরাশান্তি কামনায় এই গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত হইল। জীব-হৃদয়ে 'প্রেম-প্রদীপের' শিখা প্রদীপ্ত হইলেই যাবতীয় ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে।

এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত্তা এই গ্রন্থের অন্তঃপ্রচ্ছদে (Inner title) শ্রীমদ্ভাগবতের যে আদর্শ শিক্ষা-শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য সমাপন করিতেছি।—

'তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং, তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং, যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে॥"

(ভাঃ ১২।১২।৫০)

শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, "ভগবৎ-কথাই জীবের নিত্যমঙ্গল উৎপন্ন করে। ভগবদ্-যশঃ-কীর্ত্তন মানবগণের অভাবজনিত দুঃখ-সমুদ্রের অগাধ জল শুষ্ক করিতে সমর্থ। ভগবানের কথাই জীবের মনোবৃত্তির নিত্য-মহোৎসব-সাধনে সমর্থ, ঐকথা নব-নবায়মান হইয়া পরম-রুচিপ্রদ ও রমণীয়। কৃষ্ণের কথা জীবের চিত্তবৃত্তিকে শোক-সমুদ্রে ডুবাইয়া দেয়। ভগবৎ-কীর্ত্তি-কথা অভাবের পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক বৈচিত্র্যে জীবের স্বাস্থ্য প্রদান করে।"

গ্রন্থ-পরিচয়

চারিশত চৈতন্যাব্দ, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গ্রন্থখানি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করিয়া তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, —"(ইহা) পবিত্র হরিভক্তির উৎকর্ষ, যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা, শুষ্ক যোগ-চেষ্টার নৈষ্ফল্য ও ব্রাহ্মাদি-ধর্ম্মের অপকর্ষ-প্রদর্শক **উপন্যাস**। তাঁহার উক্ত সংস্করণে কোন ভূমিকা লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, তিনি স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ মহামান্য বীরচন্দ্র মাণিক্য মহারাজ বাহাদুরের উদ্দেশ্যে যে উৎসর্গ-পত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও আমরা এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি। যথা—

"পবিত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিবার মানসে আমি এই **'প্রেম-প্রদীপ'** গ্রন্থ রচনা করিয়া আমার **সজ্জনতোষণীতে** খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার দ্বারা অনেক কৃতবিদ্য যুবকের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। অধুনা তাঁহাদের ইছামতে এই গ্রন্থখানি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। মহারাজের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও তৎপ্রচারার্থে অসীম ব্যয়শীলতা দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা-সহকারে ইহাকে মহারাজের নিরন্তর হরিসেবা-রত কর-কমলে অর্পণ করিলাম। এই গ্রন্থের বিষয়টী কোন সময় আপনকার বিদ্বৎসভায় আলোচিত হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে।" ইত্যাদি—

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। মৎ-সঙ্কলিত **'শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী'**-গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনামুখে উক্ত গ্রন্থসমূহের একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই যাবতীয় শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন। 'প্রেম-প্রদীপ' গ্রন্থখানিও তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

উপন্যাসিকতা

সাধারণ উপন্যাস যে প্রকার ভোগপর চিন্তাস্রোত লইয়া গ্রথিত হইয়া থাকে, 'প্রেম-প্রদীপ' তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উপন্যাসে স্ত্রী-চরিত্র যেরূপভাবে বর্ণিত হয়, তাহাতে পাঠকবর্গের চিত্ত স্বভাবতঃই ভোগপর ধারণার ইন্ধন যোগায়। এই গ্রন্থে কিঞ্চিৎ স্ত্রী-চরিত্রের বর্ণনা থাকিলেও তাহাতে পূজ্য ও গৌরব-ভাব-বর্জ্জিত কোন অসৎ-চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। তজ্জন্যই আমি ইহাকে কেবল উপন্যাস না বলিয়া ইহাকে 'পারমার্থিক' শব্দের দ্বারা বিশেষিত করত **'পারমার্থিক উপন্যাস'** আখ্যা প্রদান করিয়াছি। আজকাল অনেকেরই উপন্যাস-পাঠে রুচি দৃষ্ট হইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদের রুচির অনুকূলে পারমার্থিক শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য এই উপন্যাস-গ্রন্থখানি বিশেষ আবশ্যক-বোধে পুনঃ প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা বর্ত্তমান সংস্করণে অনেক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষেপ শিরোনামা দিয়া বক্তব্য-বিষয়ের পরিচয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিবিধ সূচীপত্রদ্বারা গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী** প্রভুপাদ-প্রবর্ত্তিত সম্ভোগবাদ-নিরসনপর বিপ্রলম্ভভজনানুকূল-ধারা অবলম্বনপূর্ব্বক ইহা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাও এই গ্রন্থ সম্পাদনের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বিবিধ মতবাদ-নিরসনপর বিচার লিপিবদ্ধ করিলেও, পূর্ব্ব-উল্লিখিত '**গ্রন্থ-পরিচয়**'-প্রসঙ্গের চারিটী বিষয়ই এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য-বিষয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। (প্রথমতঃ) **'হরিভক্তির উৎকর্ষ'** সম্বন্ধে এই গ্রন্থের ৮, ১০, ৩০, ৫০, ৭৪, ৮০, ৮৬, প্রভৃতি পৃষ্ঠা, (দ্বিতীয়তঃ) কেবল **'যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা'** সম্বন্ধে ৪৩, ৮০ প্রভৃতি পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (তৃতীয়তঃ) **'শুষ্কযোগ-চেষ্টার নৈষ্ফল্য'** সম্বন্ধে ৭-৮ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় এবং (চতুর্থতঃ) **'ব্রাহ্মাদি ধর্ম্মের অপকর্ষ-প্রদর্শক'** বিচার ৫২, ৬৮, ৭১ প্রভৃতি পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে। আমি সংক্ষেপতঃ গ্রন্থের কোন্ কোন্ স্থলে কি-কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে জানাইলাম। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এই সমস্ত বিষয়ের সুষ্ঠু আলোচনা আছে। নিম্নে যোগ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার দুই একটী বক্তব্য নিবেদন করিয়া 'প্রদীপ-শিখা' নির্ব্বাপিত করিব।

যোগ-ধিক্কার

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র পাতঞ্জল-যোগ-দর্শনেরই হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিরীশ্বর সাংখ্য

সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত বলিয়া উহার কথা আলোচিত হয় নাই। সাংখ্যকার প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে 'নিষ্ক্রিয়', শব্দমাত্র ও সংখ্যা-পূরণ জন্য স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্যই সাংখ্যকার চতুর্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসংখ্যা বিচারাভিনয় করিয়াছেন। সাংখ্যকার বলেন—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসমূহের বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমুদয় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—প্রাকৃত জ্ঞানে অপ্রাকৃত মোক্ষলাভের সম্ভাবনা অসম্ভব। সুতরাং সাংখ্য-যোগকে বেদান্ত-দর্শন ধিক্কার করিয়াছেন। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগেও পরমব্রহ্ম-জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, অধিকন্তু অষ্টাঙ্গ-যোগ ঈশ্বর মানিলেও সাংখ্য-যোগেরই প্রতীক। সুতরাং তাহাও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্রাহ্মের নির্ব্বাণ

নবীন ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া তাঁহার আদরের ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের নির্ব্বাণ-সাধন করিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণবগণকে আক্রমণ করিতে গিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে গরুড়-পুরাণের "ভাষ্যোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রানাম্" এই শ্রীব্যাসবাণীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য' বলিয়া গ্রহণ করিবার মত শিক্ষালাভ করেন নাই। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি মুসলমানী আরবী ও পার্সী পড়িতে গিয়া মুসলমানের চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ ও ব্রাহ্ম-সমাজ বিদ্যা ও অবিদ্যার ন্যায় পৃথক্, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের সেবা-কর্ম্ম আর অবিদ্যোৎপন্ন জ্ঞান কখনই এক নহে। ব্রাহ্মাচার্য্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন-- শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণলীলার গ্রন্থ, উহা যদি বেদান্তের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বেদান্তের সার্দ্ধপঞ্চশত সূত্রে কোন না কোন ক্ষেত্রে কৃষ্ণনামের উল্লেখ থাকিত। এরূপস্থলে আমার বক্তব্য এই যে কৃষ্ণনামের উল্লেখ নাই বলিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তের ভাষ্য নহে'—এরূপ বিচার অত্যন্ত অসমীচীন।

কোন তত্ত্ব-বিষয় উপাখ্যানের দ্বারা বুঝান হইলে সেই উপাখ্যানের সহিত তত্ত্বের কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ বিচার করা অনভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আধুনিক শিক্ষা-জগতে ইহাই রীতি—উপাখ্যান হইতে উপদেশ এবং উপদেশ হইতে উপাখ্যান সংগ্রহ করা। অধিকন্তু আমি বলিতে চাই, বেদান্ত-দর্শন প্রত্যক্ষভাবে 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করেন নাই বলিয়া বেদান্তের সহিত কৃষ্ণলীলার কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা ভ্রান্ত বিচার। সতী-সাধ্বী স্ত্রীর নিকট তাহার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনই তাহা বলে না। এখন, প্রশ্নকর্ত্তা স্বামীর নাম পাইলেন না বলিয়া তাহার স্বামী নাই অথবা স্বামীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এইরূপ বিচার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। অত্যন্ত প্রিয় ও প্রচুর গৌরবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তির নাম অনেকেই উল্লেখ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন। এমন কি, আমরা ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায়ের আচরণে ও লেখনীতে ইহা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার পরম প্রিয় ও গৌরবের পাত্র আচার্য্য শ্রীল শঙ্করের নাম তিনি উল্লেখ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া সর্ব্বত্রই 'ভগবান্ ভাষ্যকার,'—এরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং গৌরব-হেতু আচার্য্য শঙ্করের নাম উচ্চারণে যদি দ্বিধা বোধ করেন, বেদান্ত দর্শনকার শ্রীব্যাসদেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও গৌরবময় পুরুষের নাম উল্লেখে কুণ্ঠবোধ করিয়াছেন, এইরূপ বিচার করিলেও অসঙ্গত হইবে কি? এতদ্ব্যতীত আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া **জ্ঞানই** শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মই **জ্ঞান-স্বরূপ** বিচার করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মাচার্য্যও উহা ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এই 'জ্ঞান' শব্দটি ব্রহ্মসূত্রের কোন্ সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে? বেদান্ত-দর্শনের সার্দ্ধপঞ্চশত সূত্রের মধ্যে কুত্রাপি 'জ্ঞান'-শব্দের উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মাচার্য্যের উক্ত তর্ক স্বীকার করিয়া লইলে, ব্রহ্মসূত্রের জ্ঞানপর ভাষ্যও তাহার প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। * * *

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর
১৫ চৈত্র, ১৩৫১ ; ইং ২১।৩।৪৫

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির (রেজিষ্টার্ড) প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি মদীশ্বর পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবর-কর্ত্তৃক বিগত ৯ই চৈত্র ১৩৫৭, ইং ২১।৩।১৯৫১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিবাসরে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, চৌমাথা, চুঁচুঁড়া (হুগলী) হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত "**প্রেম-প্রদীপ**" (পারমার্থিক উপন্যাস) গ্রন্থ আদি সংস্করণ রূপে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-সম্বন্ধে অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম "**প্রদীপ-শিখা**"-নামে পূর্ব্বে যে ভূমিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতেই সকল বিষয় পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানাইয়াছেন,—"ব্রাহ্মগণ আরব্য ও পারস্যশিক্ষা-প্রভাবে হিন্দু-হিংসা, বিগ্রহ-বিদ্বেষ, শুদ্ধকর্ম্ম-কদন, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত থাকায় দেশে ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। * * সৌভাগ্যের বিষয়, বলিতে কি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অক্লান্ত চেষ্টায় ব্রাহ্ম-সমাজ ও নিরীশ্বর যোগি-সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে ভারত রক্ষা পাইয়াছে; এমন কি, তাঁহারই অনুগ্রহে আজ ভারত হইতে ব্রাহ্ম ও যোগিগণ বিলুপ্তপ্রায়।"

শ্রীল ঠাকুর-কর্ত্তৃক "প্রেম-প্রদীপ গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী" মাসিক পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়। পরে ইহা গ্রন্থাকারে ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দে প্রথম সংস্করণরূপে তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট (কলিকাতা) "শ্রীচৈতন্য প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত সংস্করণে তিনি গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—ইহা পবিত্র হরিভক্তির উৎকর্ষ, যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা, শুষ্ক যোগ-চেষ্টার নৈষ্ফল্য ও ব্রাহ্মাদি-ধর্ম্মের-অপকর্ষ-প্রদর্শক উপন্যাস।" উক্ত সংস্করণে তিনি কোন "ভূমিকা" না লিখিয়া স্বাধীন ত্রিপুরাধীশ মহামান্য বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের উদ্দেশ্যে সেবানুকূল্যের

আশায় একটী উৎসর্গ-পত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার "সমাবেদনে" জানাইয়াছেন, "বিরল ভক্তিগ্রন্থ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিবার মানসে "শ্রীচৈতন্য যন্ত্র" সংস্থাপন করত এক এক করিয়া গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ঐ সকল কার্য্য অত্যন্ত গুরুতর এবং অর্থ-সাপেক্ষ। * * এইরূপ উত্তম কার্য্য বন্ধ হইয়া গেলে সহৃদয় বৈষ্ণব-জগতের অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই। * * শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবমতের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমদ্‌গোবিন্দ-ভাষ্য, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত" সহস্রনাম-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য ও দশোপনিষৎ-ভাষ্য প্রচার না করিতে পারিলে বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্যক্ বলপ্রকাশ হয় না। যদি উপযুক্ত সাহায্য পাই, তাহা হইলে গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে পারিব।

শ্রীল ঠাকুর তাঁহার সঙ্কল্পিত অধিকাংশ দার্শনিক ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরহরি ও গৌড়ীয়-গোস্বামী ও আচার্য্যবর্গের মনোভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থাদি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থই যাবতীয় শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন। "প্রেম-প্রদীপ"-গ্রন্থখানিও তাহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। তিনি ১২৯৩ বঙ্গাব্দ, ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে "প্রেম-প্রদীপ" উপন্যাসখানি গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (শ্রীল চক্রবর্ত্তী-টীকা), শ্রীশিক্ষাষ্টকম্, দশোপনিষদ্-চূর্ণিকা, শ্রীল বলদেব ভাষ্যসহ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রম্ একই সময়ে প্রকাশিত হয়। শ্রীগুণরাজ-খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় কবিতা-কাব্য, তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত), শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্ গ্রন্থের বাংলা ব্যাখ্যা, সংক্রিয়াসার-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ পর পর প্রকাশিত হয়।

যে-সময়ে পাশ্চাত্ত্য রীতি-নীতি, ভাবধারা বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মোহজাল সৃষ্টি করিয়া সামাজিক ও ধর্ম্মবিপ্লব সৃষ্টি করিতেছিল এবং সেই বিপ্লবের পতাকা বহনপূর্ব্বক নব্য শিক্ষিত-সম্প্রদায় সনাতন বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিকৃত-মূর্ত্তিকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার চক্ষে দর্শন করিয়া নব্য ভোগবাদ-ধর্ম্মের দোহাই দিতেছিল, সেই

সময়েই শ্রীল ঠাকুর তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ অতিমর্ত্ত্য প্রতিভার ভাণ্ডার হইতে **"প্রেম-প্রদীপে"র** দশটী প্রভা বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রোজ্জ্বল আলোক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের স্রোত বর্ত্তমান যুগে পুনঃপ্রবাহিত করিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজ ও শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছেন। তিনি তদানীন্তন প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক সমস্যার অমীমাংসিত স্রোতকে তুলনামূলক বৈজ্ঞানিক ও বৈদিক শাস্ত্র-তত্ত্বসিদ্ধান্তমূলে মীমাংসার খাতে প্রবাহিত করায়, কেবল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নহে, সমসাময়িক ও ভাবী সমগ্র মানবজাতি তাঁহার নিকট চিরঋণী আছেন ও থাকিবেন। পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণের মোহ ও প্রাচ্যের প্রাচীনতার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের গতি বিপরীতমুখী হওয়ায় তিনি তাঁহার কর্ণধারত্ব তাঁহারই অভিন্নমূর্ত্তি মহাপুরুষ-সিংহের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক ব্রজ-বিজয় করেন। অনাদিবহির্ম্মুখতাক্রমে আমরা আমাদের একান্ত সুহৃদ্ ভুবনমঙ্গল মহাপুরুষগণকে অনেক সময়ে চিনিয়া লইতে পারি না। তাই আজ বঙ্গদেশ কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রাকৃত কবি, শিল্পী, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাময়িক সুবিধাদানকারী রাজনৈতিক ব্যক্তিগণের পূজায়, স্মরণে যতটা আগ্রহাতিশয্য দেখা যায়, ভুবনমঙ্গল মহাপুরুষগণের প্রতি সামান্য প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায় না। তাঁহাদের অবদান-বৈশিষ্ট্য ও মানব-জাতির প্রতি অকৃত্রিম অহৈতুকী করুণা আমাদের আজ আলোচ্য বিষয় হউক।

নবীন-ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া ব্রাহ্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায় বৈষ্ণব-বিদ্বেষের ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মৃত্যু ঘটাইয়াছেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকে 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য' বলিয়া মানিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি অহিন্দু যবন-ভাষা—আরবী, পার্সী শিক্ষা করিতে গিয়া ম্লেচ্ছ চিন্তাধারায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ব্রহ্মই জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। আমরা শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত 'রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা" (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, ২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে ভাদ্র ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয় সংস্করণরূপে মুদ্রিত ও প্রকাশিত) পুস্তকে দেখিতে পাই,—ব্রাহ্মবাদিগণ সনাতন ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ বেদ ও বেদান্তকে "নিরাকার চৈতন্য-

স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা-প্রতিপাদক গ্রন্থ" বলিয়া জানাইয়াছেন। তাঁহারা ঐরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনার পরিবর্ত্তে মূর্ত্তি বা প্রতিমা পূজার প্রচলনে যুগপৎ উষ্মা ও দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয়ের লিখিত "ভূমিকা"য়ও একইপ্রকার ধারণা প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। মাননীয় সতীশ বাবু লিখিয়াছেন,—"বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মচিন্তা শিথিল। * এখন নীতির বন্ধনও শিথিল। * এখন সমাজে, পরিবারে, এমন কি শিক্ষায়তনগুলিতে পর্য্যন্ত আনুগত্যের কোন স্থান রাখা হইতেছে না; এ সকলও গণমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হউক,—ইহাই যেন এ যুগের বুলি!" তাঁহার কথিত 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা'ই কি বাস্তব ধর্ম্মচিন্তা? তিনি কোন্ 'নীতির বন্ধনও শিথিল' বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন? সমাজ, পরিবার ও শিক্ষায়তনগুলি কি নিরাকারবাদিগণের আনুগত্য করিবে? বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির মৌলিক তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত বাদ দিয়া তাঁহারা নিজেরাই গণমতের প্রাধান্য দিয়াছেন। প্রামাণিক শাস্ত্র-গ্রন্থাদি হইতে একদেশিক বিচার প্রচার করিলে তাহা কি বিশ্বের বিশিষ্ট্য চিন্তাশীল মনীষী ও বিদ্বজ্জনগণের সর্ব্বজনগ্রাহ্য মত বলিয়া প্রমাণিত হইবে? সতীশ বাবুর বক্তব্যে দেখা যায়,—মূর্ত্তিপূজা ও পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতারূপ জুজু তাঁহাকে ও তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রতিষ্ঠাতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ শত্রুরূপে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তজ্জন্য সনাতন ধর্ম্ম উৎসাদনের নিমিত্ত তাঁহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। ব্রাহ্মাচার্য্যের স্কন্ধে 'সমাজ-সংস্কারের' ও 'ধর্ম্ম-সংস্কারের' অশরীরী প্রেত-পিশাচ ভর করিয়াছিল।

সম্প্রদায়ে দোষ বুদ্ধি, জানি' তুমি আত্মশুদ্ধি, করিবারে হৈলে সাবধান।
না নিলে তিলক-মালা, ত্যজিলে দীক্ষার জ্বালা, নিজে কৈলে নবীন বিধান॥
পূর্ব্বমতে তালি দিয়া, নিজমত প্রচারিয়া, নিজে অবতার বুদ্ধি ধরি'।
ব্রতাচার না মানিলে, পূর্ব্বপথ জলে দিলে, মহাজন ভ্রমদৃষ্টি করি॥
ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ।

(কল্যাণকল্পতরু)

সনাতন শাস্ত্রসমূহে নিরীশ্বর-নির্নৈতিক, নিরীশ্বর-নৈতিককে পরিহারপূর্ব্বক সেশ্বর-নৈতিকের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত-গণের মধ্যে নিরীশ্বর-নৈতিক শিক্ষার প্রতিই অধিকতর সমাদর লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের ধারণা,—প্রাকৃত নীতির গণ্ডীর বাহিরের কোন ধর্ম্ম শিক্ষাক্ষেত্রে আনিতে গেলে তাহা সাম্প্রদায়িকতা-দোষে দুষ্ট হইবার আশঙ্কা। দুঃখের বিষয়, শিক্ষকগণকেও বুঝাইয়া দিতে হয় যে, নীতিহীন শিক্ষা এবং ধর্ম্মহীন নীতি উভয়ই অচল। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাই মানব-জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। জড়শিক্ষা বা জড়বিদ্যাদ্বারা কখনই কোন জাতি বা সমাজ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে পরাশান্তির অধিকারী হইতে পারে না। আমাদের ভারত-ভূমিতে তাই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আত্মধর্ম্ম বা চেতনধর্ম্মের অনুশীলনের শিক্ষা প্রচারিত ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যশিক্ষায় শিক্ষিত সুধী সমাজ! আপনারা সাধারণ নাটক-নভেলের ন্যায় এই গ্রন্থখানি সাময়িক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পাঠ না করিয়া, বিশেষ মনোযোগ ও ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-সহকারে পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও অনুশীলন করিলে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের চরম প্রয়োজন-বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞান লাভ করিবেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌর-বাণীর বিজয়-পতাকা উড্ডীন হউক্।

বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য

বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে বহু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে প্রত্যেক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ব্যতীত বিবিধ বিষয়-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। আরও সুখের বিষয় এই যে, মূলগ্রন্থ সমাপ্তির পর "পরিশিষ্ট"রূপে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের লিখিত 'নবীন ব্রহ্মবাদের পরিণতি" এবং শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'আধুনিকবাদ', 'সমালোচনা' ও 'প্রাকৃতাপ্রকৃত জ্ঞান' প্রবন্ধাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

বর্ত্তমান সংস্করণ প্রকাশে ডায়মণ্ডহারবার-নিবাসী শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও চুঁচুঁড়া-হুগলী-নিবাসী শ্রীরাধামাধব দাসাধিকারীর সেবানুকূল্য বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান্ সত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন এবং শ্রীমান্ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, সেবারত্ন প্রুফ্ সংশোধন ও প্রবন্ধাদির নূতন পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করায় শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হ। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় তাঁহাদের উত্তরোত্তর রুচি ও যত্নাগ্রহ বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর নিকট একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামীর
শুভাবির্ভাব-তিথি
৫ই ফাল্গুন, ১৪০১ ; ইং ১৮।২।১৯৯৫

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবেদান্ত বামন

বিষয়-সূচী

বিষয় পত্রাঙ্ক

প্রথম প্রভা :— ১—৪

হরিদাস-বাবাজীর সহিত প্রেমদাস-বাবাজীর মিলন ১ ; হরিদাস ও প্রেমদাস-বাবাজীর-কথোপকথন ২ ; পণ্ডিত-বাবাজীর প্রসঙ্গ, এবং ভক্তদিগের কর্ম্ম-জ্ঞানের আলোচনা ও হরিকথা ৩ ; হরিদাস ও প্রেমদাসের কীর্ত্তনমুখে গোবর্দ্ধন-যাত্রা ৪ ।

দ্বিতীয় প্রভা :— ৫—১১

হরিদাস ও প্রেমদাস-বাবাজীর গোবর্দ্ধনে পণ্ডিত-বাবাজীর গুহায় প্রবেশ ও তাঁহার সহিত সভামণ্ডপে আগমন এবং বীরভূমের বাবাজীর কীর্ত্তন ৫ ; কৃষ্ণ-সেবাদ্বারাই শান্তিলাভ হয়, যম-নিয়মাদি যোগের দ্বারা হয় না ৬ ; সভাস্থ জনৈক বাবাজী-কর্ত্তৃক অর্চ্চন অপেক্ষা যোগের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনের পর তদ্বিষয়ে মীমাংসা-প্রার্থনা ৭ ; পণ্ডিত-বাবাজীকর্ত্তৃক যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্বমূলক বিচার প্রদর্শন ৭ ; যোগমার্গের হেয়তা প্রদর্শন ৮ ; যোগী-বাবাজী সন্তুষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-জন্য তাঁহার নবধা-ভক্তি অপেক্ষা যোগের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন ৯ ; শুষ্ক-চিন্তা বা অভ্যাসদ্বারা ভক্তি-অঙ্গসমূহ কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় ভোগের জন্য গৃহীত হইলে সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী ১০ ।

তৃতীয় প্রভা :— ১২—২৫

মল্লিক-মহাশয়, নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর যোগী-বাবাজীর কুঞ্জে আগমন ১২; মল্লিক-বাবুর আত্মপরিচয় জ্ঞাপন ১৩ ; নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর পরিচয় ১৪ ; যোগী-বাবাজীর সংসারী-সঙ্গে পতনের ভয় ১৪ ; মল্লিক-মহাশয়ের সঙ্কল্প, বেশ-পরিবর্ত্তন ও শ্রীনাম গ্রহণ এবং নরেন ও আনন্দ-বাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধাহেতু স্বতন্ত্রতা ১৫ ; যোগী-বাবাজীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মাচার্য্য নরেন-বাবু-কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের কতিপয় দোষ প্রদর্শন ১৬, বাবাজী-কর্ত্তৃক মূলকথা জিজ্ঞাসিত হইলে আনন্দ-বাবুর তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিচার প্রদর্শন ১৮ ; মল্লিকের প্রশ্নে যোগী-বাবাজীর রাজযোগ

বিষয় পত্রাঙ্ক

ব্যাখ্যামুখে হঠযোগ তারতম্য বর্ণন ১৯ ; হঠযোগের তত্ত্ব বিশ্লেষণ ২০ ; (গ) ঘটশোধন, সপ্তবিধ ২০ ; (গ)(১) ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শোধন ২০ ; (গ)(২) আসনদ্বারা দৃঢ়ীকরণ ২১ ; (গ)(৩) মুদ্রাদ্বারা স্থিরীকরণ ২২ ; (গ)(৪) প্রত্যাহারদ্বারা ধৈর্য্য ২২ ; (গ)(৫) প্রাণায়ামদ্বারা লাঘব নাড়ী-শুদ্ধি, কুম্ভক প্রভৃতি ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ২২ ; হঠযোগ সম্বন্ধে উপসংহার ২৩ ; যোগী-বাবাজীর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভৃতির শ্রদ্ধার উদ্রেক ২৩ ।

চতুর্থ প্রভা :— ২৬—৩২

যোগী-বাবাজীর সহিত মল্লিক-মহাশয় ও বাবুদ্বয়ের গোবর্দ্ধন-গুহায় গমন, পথে সঙ্গীত শ্রবণ ২৬ ; পণ্ডিত-বাবাজীর আশ্রমে বৈষ্ণবদ্বয় ও বাবুদ্বয় ২৭ ; পণ্ডিত-বাবাজীর নিকট যোগী-বাবাজীর যোগাভ্যাস ব্যতীত 'রস-সমাধি' ও 'রাগ-সাধন' কিরূপে সম্ভব তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন ২৮ ; পণ্ডিত-বাবাজীর উত্তর :—(ক) বিষয়-রাগ ও বৈকুণ্ঠ-রাগের পার্থক্য, এবং বৈষ্ণব-সাধন ব্যতীত বৈরাগ্য বা যোগের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-রাগ-লাভ অসম্ভব ২৯ ; (খ) যোগ-সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন অপেক্ষা বৈষ্ণব-সাধনে রাগ-মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ ৩০ ; পণ্ডিত-বাবাজীর আলোচনায় একদিকে সকলেই মুগ্ধ, অপরদিকে নরেন ও আনন্দ-বাবু রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সন্দিহান ৩১ ; কৌশলময় কীর্ত্তনমুখে সঙ্গীতত্রয়কে লইয়া যোগী-বাবাজীর কুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন ৩২ ।

পঞ্চম প্রভা :— ৩৩—৪৪

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-সম্প্রদায়ের ধারণা—বৈষ্ণবগণ লম্পট এবং "লাম্পট্য"ই ভক্তিধর্ম্ম ৩৩ ; শ্রীবিগ্রহ-পূজা পৌত্তলিকতা বলিয়া নরেন-বাবুর সন্দেহ ও তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা ৩৪ ; শ্রীবিগ্রহ-পূজা সম্বন্ধে আনন্দ-বাবুর অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ধারণা ৩৪ ; পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আশ্বাস দিয়া বাবাজী-কর্ত্তৃক সকলকে নিদ্রাগত হওয়ায় উপদেশ ৩৫ ; রাজযোগ-ব্যাখ্যায়

বিষয় পত্রাঙ্ক

যোগী-বাবাজী—রাজ-যোগের আটপ্রকার অঙ্গ ৩৫ ; (১) যম—অহিংসা-সত্যাদি পাঁচ প্রকার ৩৬ ; (২) নিয়ম—শৌচ-সন্তোষাদি পাঁচ প্রকার ৩৭ ; (৩) আসন—দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মধ্যে পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন ৩৭ ; (৪) প্রাণায়াম—রেচক, পূরক, কুম্ভকদ্বারা সিদ্ধ ৩৭ ; (৪) প্রাণায়াম-কার্য্যে (ক) দেশঘটিত, (খ) কাল-ঘটিত এবং (গ) সংখ্যা-ঘটিত বিধিত্রয় ৩৮ ; 'মাত্রা'দ্বারা নাড়ী-শুদ্ধিক্রমে প্রাণায়ামের কুম্ভক সাধিত হয় ৩৯ ; (৫) প্রত্যাহার ৪০ ; (৬) ধারণা ৪০ ; (৭) ধ্যান ৪০ ; (৮) সমাধি—রাজযোগে সমাধি অবস্থায় প্রেমের আস্বাদন সম্ভব ৪১ ; মল্লিক-মহাশয়ের রাজযোগ-শিক্ষায় আগ্রহ ৪১ ; বাবাজীর নিকট শিক্ষার জন্য আনন্দ ও নরেন-বাবুর প্রস্তাব ৪১ ; বৈষ্ণবগণ নির্দ্দোষ অথচ পৌত্তলিক বলিয়া সন্দেহ হওয়ায় বাবাজীর নিকট প্রশ্ন ৪২ ; বাবাজী-কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনা ৪২ ; শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে বাবাজীর সহিত বাবুত্রয়ের নৃত্য-কীর্ত্তন ৪৩ ।

ষষ্ঠ প্রভা :— ৪৫—৫৭

নরেন-বাবুর নিকট ব্রাহ্মাচার্য্যের পত্র ও তাহার ফল ৪৫ ; মল্লিক-মহাশয়ের নিকট নিত্যানন্দ-বাবাজীর পত্র ৪৬ ; পত্র-শ্রবণে বাবুদ্বয়ের জীবনে ধিক্কার ৪৭ ; বাউল-বাবাজীদ্বয়ের কীর্ত্তনমুখে প্রবেশ ৪৭ ; বাউল-সম্প্রদায় বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদী ৪৮ ; চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারি আচার্য্য ও তাঁহাদের মতের ঐক্য ও সাম্য ৪৮ ; শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্ব-সম্প্রদায়ী, নেড়া-দরবেশ সাঁই প্রভৃতি ধর্ম্মধ্বজী অবৈষ্ণব ৪৯ ; গোস্বামীবর্গের গ্রন্থেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ ৫০ ; যাবতীয় বিষয় ও তত্ত্বেরই বিজ্ঞান বর্ত্তমান, তন্মধ্যে ভক্তি-বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ৫০ ; ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ ও তর্কদ্বারা ভক্তির উদয় হয় না ৫১ ; কৃষ্ণকে মনুষ্য-জ্ঞানে ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন ৫২ ; কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত-ভেদে একই ভগবৎ-তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ ৫২ ; পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবৎ-তত্ত্বের পার্থক্য আলোচনা ৫৩ ; ভগবান্ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-ময়, নরেন ও আনন্দ-বাবুর মাধুর্য্যে স্বাভাবিক রুচি ৫৪ ; বাবাজীর উপদেশে

বিষয় পত্রাঙ্ক

বাবুদ্বয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা ৫৫ ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠের স্বাভাবিক ফল—প্রেমাশ্রু ও নৃত্য-গীত ৫৫ ; নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর শ্রীনামাশ্রয় ৫৬ ; বৈষ্ণব-সঙ্গে বাবুদ্বয়ের বৈষ্ণব-বেশ গ্রহণ ৫৭ ; বাবুদ্বয়ের জীবে দয়ার উদয় ৫৭ ।

সপ্তম প্রভা :— ৫৮—৬৭

ব্রাহ্মাচার্য্যের নিকট পত্রদ্বারা নরেন-বাবুর প্রশ্নের সংবাদ ৫৮ ; প্রেম-কুঞ্জ ও তথাকার উৎসবে সকলের যোগদান ৫৮ ; প্রেম-কুঞ্জে স্ত্রী-প্রকোষ্ঠ, এবং তথায় প্রেমভাবিনীর চরিতামৃত পাঠ ৫৯ ; রতি কাহাকে বলে ? এবং তাহার স্থান ও পাত্র নির্দ্দেশ ৬০ ; প্রেমকুঞ্জের উৎসবে প্রসাদ-সেবা ৬১ ; অধরামৃতের মাহাত্ম্য শ্রবণে বাবুদ্বয় ও মল্লিক-মহাশয়ের তাহা সেবা ৬১ ; মানব-জাতির সমতা আনয়নে একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সমর্থ ৬২ ; নরেন-বাবুর "পিসীমা" বলিয়া প্রেমভাবিনীর পরিচয় প্রদান এবং পূর্ব্বকথা আলোচনায় প্রীতির আধিক্য ৬২ ; প্রেমকুঞ্জ হইতে সকলের প্রস্থান এবং পথে রাখাল-বালকগণের বসন্তোৎসব দর্শন ৬৪ ; ব্রজ-ভাব অনুভব করিতে করিতে সকলের যোগী-বাবাজীর কুঞ্জে প্রবেশ ৬৬ ; তর্ক পরিহার-পূর্ব্বক বৈষ্ণব-সঙ্গে বাবুদের ভক্ত্যঙ্গ যাজন ৬৭ ।

অষ্টম প্রভা :— ৬৮ - ৭৭

নরেন-বাবুর প্রশ্নের উত্তরে-ব্রাহ্মাচার্য্যের পত্র ৬৮ ; পত্রে উল্লিখিত—ভক্তি-বৃত্তি সম্বন্ধে ব্রাহ্মের মত ৬৯ ; ব্রাহ্ম-মতে পর-তত্ত্বের সৌন্দর্য্য অস্বীকার ৬৯ ; নিরাকার-বাদে ভাব অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ৬৯ ; ব্রাহ্ম-মতে নিরাকার একেশ্বর-বাদীতাই ভক্তিবাদ ৭০ ; নরেন-বাবুকে চাকুরীর প্রলোভন প্রদর্শন ৭০ ; যোগী-বাবাজী-কর্ত্তৃক ব্রাহ্ম-মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন এবং সকলের পণ্ডিত-বাবাজীর মণ্ডপে গমন ৭১ ; পণ্ডিত-বাবাজী-কর্ত্তৃক রস-তত্ত্বালোচনায় সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত-রস-পানের উপদেশ ৭২ ; প্রকৃত 'রস' কাহাকে বলে ? ৭৩ ;

বিষয় পত্রাঙ্ক

বিষয়-রস ভক্তি-রসের প্রতিফলিত ভাবমাত্র কিন্তু পৃথক্ নহে ৭৩ ; ভাব ও রসের পার্থক্য—ভাব-সমষ্টির নাম রস ৭৪ ; পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-ভেদে রসের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা ৭৫ ; পার্থিব রস ৭৫ ; স্বর্গীয় রস এবং তাহা বৈকুণ্ঠ-রস অপেক্ষা হেয় ৭৬ ; বৈকুণ্ঠ-রস যুক্তির অধীন নহে ৭৭ ।

নবম প্রভা :— ৭৮—৮৫

পণ্ডিত-বাবাজীর রস-শিক্ষা-সম্বন্ধে বাবুদ্বয়ের সিদ্ধান্ত ৭৮ ; স্বর্গীয় প্রেম সম্বন্ধে নরেন-বাবুর সৎসিদ্ধান্ত ৭৮ ; বৈকুণ্ঠ-প্রেম সম্বন্ধে নরেন-বাবুর সৎসিদ্ধান্ত ৭৯ ; নরেন-বাবু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মমত-খণ্ডন—(১) ভাব যুক্তির অধীন নহে ৮০ ; (২) পিতৃভক্তি ভক্তি-বৃত্তি নহে ৮০ ; ব্রাহ্মাচার্য্যের শান্ত-রসমাত্র দর্শনে দুঃখপ্রকাশ ৮০ ; বাবুদ্বয়ের শৃঙ্গার-রসে রুচি ৮১ ; পণ্ডিত-বাবাজীকর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠ-রসতত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ ৮১ ; বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব ও পরব্রহ্ম সৎহেতু সবিশেষ—নির্ব্বিশেষ হইলে নাস্তিত্ব বুঝায় ৮২ ; ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠের সীমা ও আবরণ ৮২ ; নিত্য 'বিশেষ'ই ভগবান্ ও বিভিন্ন জীবে ভেদ-সংস্থাপক ৮২ ; 'বিশেষ'ই শক্তির বিক্রম, উহা ত্রিবিধ, যথা—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ৮৩ ; জগৎ ভূতময় ও অপবিত্র—বৈকুণ্ঠ চিন্ময় ও পবিত্র ৮৩ ; চিৎ-শব্দের অর্থ—সমাধিলব্ধ জ্ঞান, আত্মা ও আত্মার কলেবর ৮৩ ; চিৎ বা চৈতন্য প্রত্যক্ বা পরাগ্-ভেদে দ্বিবিধ ৮৪ ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের পরিচয় ৮৪ ; বৈকুণ্ঠের বিবিধ প্রকোষ্ঠ, এবং কোন্ রস কোন্ কোন্ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত ৮৫ ।

দশম প্রভা :— ৮৬—৯৩

রস-বিচার—রতিই রস-মূল ৮৬ ; রতি-বিচার—(১) তাহার ত্রিবিধ লক্ষণ, যথা—ভাবময়ী, আগ্রহময়ী ও বাসনাময়ী ৮৬ ; রতি-বিচার—(২) রস-চেষ্টার অঙ্কুরের নাম রতি, রুচি নহে ৮৭ ; বিভাবান্তর্গত বিষয়-আশ্রয়-ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ ৮৭ ; বিভাবান্তর্গত উদ্দীপন ৮৮ ; শৃঙ্গার রস—স্বকীয়-পারকীয় দ্বিবিধ, উহা

বিষয় পত্রাঙ্ক

সভায় আলোচ্য নহে ৮৮ ; যাঁর যেই রস, সেই রস ব্যতীত অন্য রসে অধিকার নাই ৮৮ ; অনুভাব (ক) আঙ্গিক ও (খ) সাত্বিক ৮৯ ; (ক) আঙ্গিক অনুভাব ত্রিবিধ ৮৯ ; (১) অঙ্গজ অনুভাব তিন প্রকার ৮৯ ; (২) অযত্নজ অনুভাব সপ্ত প্রকার ৮৯ ; (৩) স্বভাবজ অনুভাব দশ প্রকার ৮৯ ; (২) উদ্ভাস্বর পঞ্চ প্রকার ৮৯ ; (৩) বাচিক-অনুভাব দ্বাদশ প্রকার ৯০ ; (খ) সাত্বিক অনুভাব ৯০ ; আঙ্গিক ও সাত্বিক অনুভাবের পার্থক্য বিচার ৯০ ; সঞ্চারী-ভাব তেত্রিশটী ৯০ ; ব্যভিচারী-ভাব ৯১ ; সঞ্চারী-ভাবসমূহ রতির পুষ্টিকারক ৯১ ; রতি সম্বন্ধাশ্রিত হইলেই প্রেম হয় ৯১ ; তটস্থ-বিচারে রসের তারতম্য এবং শান্ত-রস-বিচার ৯২ ; দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রস-বিচার ৯২ ; রসতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে আস্বাদন দ্বারা জ্ঞাতব্য ৯৩ ; আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবুর বৈষ্ণবতা লাভ ৯৩ ।

———

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্রায় নমঃ

প্রেম-প্রদীপ

প্রথম প্রভা

হরিদাস-বাবাজীর সহিত প্রেমদাস-বাবাজীর মিলন

একদা মধুমাসের প্রারম্ভে প্রচণ্ড কিরণ-মালী অদিতিনন্দন অস্তগত হইলে সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করত সাত্বতগণ-শিরোমণি শ্রীহরিদাস-বাবাজীর স্বীয় কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া তপন-কুমারীর তটস্থিত বন্য-পথে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে প্রেমানন্দময় বাবাজীর কত-কত অনির্ব্বচনীয় ভাব উঠিতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। কোথাও বাবাজী হরিলীলা-স্মারক রজঃপুঞ্জ দর্শন করত তথায় গড়াগড়ি দিয়া, 'হা ব্রজেন্দ্রনন্দন! হে গোপীজনবল্লভ!' বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন বাবাজীর নয়নযুগল হইতে আনন্দ-বারি অনবরত গলিত হইয়া গণ্ডদেশের অঙ্কিত হরিনাম-নিচয় ধৌত হইতে লাগিল। বাবাজীর অঙ্গ-সমুদয় পুলকপূর্ণ হইয়া কদম্ব পুষ্পের ন্যায় সুশোভিত হইল। হস্ত এরূপ অবশ হইল যে, জপমালা আর ধৃত থাকিতে পারিল না। ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া বাবাজী উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বরভঙ্গ, কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবসকল উদিত হইয়া বাবাজীকে একেবারে প্রকৃতির অতীত রাজ্যে নীত করিল। তখন বাবাজী এক একবার নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, 'হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ!' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যে-সময়ে হরিদাস-বাবাজী এবম্বিধ বৈকুণ্ঠানন্দ ভোগ করিতেছিলেন, তখন কেশীঘাট উত্তীর্ণ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রেমদাস-বাবাজী তথায় উপস্থিত হইলেন।

অকস্মাৎ বৈষ্ণব দর্শনে বৈষ্ণবের যে অপ্রাকৃত সখ্যভাবের উদয় হয়, তখন উভয়ের দর্শনে উভয়ের মুখশ্রীতে সেই ভাব নৃত্য করিতে লাগিল। পরস্পরের প্রতি কোনপ্রকার বাক্-সম্বোধন হইবার পূর্ব্বেই নৈসর্গিক প্রেমদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উভয়ের পবিত্র শরীর পরস্পর আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইল। উভয়ের নয়ন-বারিতে উভয়েই স্নাত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে উভয়েই উভয়কে দর্শন করত আনন্দময় বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হরিদাস ও প্রেমদাস-বাবাজীর কথোপকথন

প্রেমদাস কহিলেন,—বাবাজী! আপনাকে কয়েকদিন সাক্ষাৎ না করিয়া আমার চিত্ত বিকলিত হইয়াছিল, এজন্য অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইবার মানসে আপনকার কুঞ্জে যাইতেছিলাম। আমি কয়েক দিবস হইল যাবট, নন্দগ্রাম প্রভৃতি জনপদে ভ্রমণ করিতেছিলাম।

হরিদাস বাবাজী প্রত্যুত্তর করিলেন,—বাবাজী! আপনকার দর্শন পাওয়া কি স্বল্প সৌভাগ্যের কর্ম্ম! আমি কয়েক দিবস শ্রীপণ্ডিত-বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গোবর্দ্ধন-প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলাম। অদ্য প্রাতে আসিয়াছি। **আপনকার চরণ দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রার ফল লাভ করিলাম।**

পণ্ডিত-বাবাজীর নাম শ্রবণ করিবামাত্র প্রেমদাস-বাবাজীর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শোভিত মুখমণ্ডল প্রেমে পরিপ্লুত হইল। যে-সময়ে বাবাজী ভেক-ধারণপূর্ব্বক পণ্ডিত-বাবাজীর নিকট শ্রীশ্রীহরিভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু ও শ্রীশ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রথমকাল স্মরণ করিয়া একটী অপূর্ব্ব ভাবদ্বারা পণ্ডিত-বাবাজীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির একটী পরিচয় দিলেন। কিয়ৎকাল তুষ্ণীম্ভূত হইয়া প্রেমদাস কহিলেন,—বাবাজী! পণ্ডিত-বাবাজীর বিদ্বৎ-সভায় আজকাল কি কি বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, আমার নিতান্ত বাসনা যে, আপনকার সহিত একবার তাঁহার নিকটস্থ হই।

পণ্ডিত-বাবাজীর প্রসঙ্গ এবং ভক্তদিগের কর্ম্ম-জ্ঞানের আলোচনা ও হরিকথা

এই কথা শুনিবামাত্র হরিদাস-বাবাজী প্রেমদাস বাবাজীকে প্রেমালিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,—বাবাজী! পণ্ডিত-বাবাজীর সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক। আমি এক দিবসের জন্য নিকটস্থ হইয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার পবিত্র গুহায় আজকাল অনেক মহানুভব ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। বোধ করি আগামী কুম্ভক-মেলা পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থান করিবেন। প্রতিদিন তথায় নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। জ্ঞান সম্বন্ধীয় ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয়, শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হইতেছে।

এ-পর্য্যন্ত কথিত হইলে প্রেমদাস-বাবাজী সহসা কহিলেন,—বাবাজী! আমরা শুনিয়াছি যে, পরম ভাগবতগণ কেবল হরি-রসাস্বাদনেই প্রমত্ত থাকেন, কর্ম্ম-জ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে প্রবৃত্ত হন না। তবে কেন আমাদের পরমারাধ্য পণ্ডিত-বাবাজী মহোদয় তদ্রূপ প্রশ্নোত্তরে সময় অতিবাহিত করেন?

হরিদাস-বাবাজী কহিলেন,—বাবাজী! আমারও পাষণ্ড-মনে সে-প্রকার সংশয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন পণ্ডিত-বাবাজীর পবিত্র সভায় ঐ সকল প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে, **কৃষ্ণভক্তদিগের কর্ম্ম-জ্ঞান সম্বন্ধীয় কথাসকল হরিকথা-বিশেষ**, বহির্ম্মুখদিগের বহির্ম্মুখ কথার ন্যায় চিত্ত-বিক্ষেপক নয়। বরং বৈষ্ণব-সভায় ঐ সকল কথা অনবরত শ্রবণ করিলে জীবের কর্ম্ম-বন্ধ ও জ্ঞান-বন্ধ দূরীভূত হয়।

প্রেমদাস-বাবাজী তাহা শ্রবণ করিবামাত্র রোদন করিয়া কহিলেন,—বাবাজী মহাশয়! আপনকার সিদ্ধান্ত কি অমৃত-স্বরূপ। হবেই না কেন? আপনি শ্রীনবদ্বীপধামস্থ **সিদ্ধ গোবর্দ্ধনদাস-বাবাজীর** অতি প্রিয়শিষ্য বলিয়া মণ্ডলত্রয়ে* পরিচিত আছেন; আপনকার কৃপা হইলে কাহারই বা সংশয় থাকে? আপনকার চরণ-প্রসাদে সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ

---

* ব্রজমণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল।

ন্যায়ভূষণ নামধেয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকূপ হইতে উদ্ধৃত হইয়া 'শ্রীগোবিন্দদাস ক্ষেত্রবাসী' নাম গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বক্লেশঘ্ন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন, তখন সংশয়-নিবৃত্তি-কার্য্যে আপনকার অসাধ্য কি আছে? চলুন, অদ্যই আমরা হরিগুণ-গান করিতে করিতে গিরি-গোবর্দ্ধনের উপত্যকা-প্রদেশে প্রবেশ করি।

হরিদাস ও প্রেমদাসের কীর্ত্তনমুখে গোবর্দ্ধন-যাত্রা

এই কথোপকথন সমাপ্ত হইতে না হইতেই উভয়ে হরিগুণ-গানে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে গোবর্দ্ধন-প্রদেশে যাত্রা করিলেন।**

বাবাজীদ্বয়** গাইতে গাইতে যখন চলিতেছিলেন, তখন প্রকৃতি দেবী যেন ঐ গীত শ্রবণে প্রফুল্ল হইয়া হাস্য-বদনে জগতের শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। বসন্তাবসান, কালীয় মলয় বায়ু অত্যন্ত কোমলভাবে বহিতে লাগিল। দ্বিজরাজ কুমুদপতি অতি স্বচ্ছ কিরণচ্ছলে বাবাজীদ্বয়ের বৈষ্ণব-কলেবরে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কলিন্দনন্দিনী যমুনাদেবী হরিগুণ-গানে মোহিত হইয়া কলকল-স্বরে বাবাজীদিগের গানে তাল দিতে লাগিলেন। দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ বৃক্ষসকল সন্‌সন্ শব্দে উড্ডীয়মান হইয়া হরিকীর্ত্তনের পতাকার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। বাবাজীদ্বয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। হরিগুণ-গানে এতদূর মত্ত হইয়াছিলেন যে, সুখময়ী রজনী কখন কিরূপে প্রভাত হইল তাহা জানিতে পারেন নাই। যখন তাঁহাদের নৃত্যগীত ভঙ্গ হইল, তখন বাবাজী মহাশয়েরা দেখিলেন যে, অংশুমালী পূর্ব্বদিক্ প্রফুল্ল করিয়া গোবর্দ্ধনের এক প্রান্তে উদিত হইয়াছেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের কিয়দ্দূরে প্রাতঃক্রিয়া সমস্ত সমাপ্ত করত চারিদণ্ড দিবস না হইতেই পণ্ডিত-বাবাজীর গুহায় প্রবেশ করিলেন।

প্রথম প্রভা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় প্রভা

হরিদাস ও প্রেমদাস-বাবাজীর গোবর্দ্ধনে পণ্ডিত-বাবাজীর গুহায় প্রবেশ ও তাঁহার সহিত সভা-মণ্ডপে আগমন এবং বীরভূমের বাবাজীর কীর্ত্তন

হরিদাস ও প্রেমদাস সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত হইয়া পণ্ডিত-বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গোপীচন্দন-নির্ম্মিত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তাঁহাদের ললাটে দীপ্তি লাভ করিয়াছিল। ত্রিকণ্ঠী তুলসীমালা তাঁহাদের গলদেশে লক্ষিত হইতেছিল। দক্ষিণ করে ঝুলিকার মধ্যে হরিনামের মালা নিরন্তর নাম-সংখ্যা রাখিতেছিল। কৌপীন ও বহির্ব্বাসদ্বারা অধোদেশ আচ্ছাদিত, মস্তকের উপর শিখা শোভমানা, এবং সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত। "হরেকৃষ্ণ" হরেকৃষ্ণ" এই শব্দ-যুগল তাঁহাদের ওষ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই, প্রায় দ্বিযোজন পথ চলিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগকে শ্রান্ত বা ক্লান্ত বোধ হইতেছিল না। বৈষ্ণব দর্শনের জন্য তাঁহাদের উৎসাহ এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, গুহার দ্বারস্থিত অনেকগুলি লোককে তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।

পণ্ডিত-বাবাজী যদিও গুহার মধ্যে ভজন করিতেন, তথাপি অন্যান্য সাধুগণের সহিত আলাপ করিবার জন্য গুহার বাহিরে কয়েকখানি কুটির ও মধ্যস্থলে একটী মাধবীলতার মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বাবাজীদ্বয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত-বাবাজীকে দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্ব্বক দর্শন করিলেন। পণ্ডিত-বাবাজী তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্যান্য সাধুসমাগম হইতেছে শ্রবণ করত বাবাজীদ্বয়কে লইয়া মণ্ডপে বসিলেন। সেইকালে বীরভূম-নিবাসী জনৈক কীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব সম্মুখীন হইয়া, অনুমতি লাভ করত গীতাবলী হইতে একটী পদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।—

(ললিত রাগেন)

নাকর্ণয়তি সুহৃদুপদেশম্ ।
মাধব চাটু পঠনমপি লেশম্ ॥ ১ ॥
সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরম্ ।
যদভজমিহ নহি গোকুল-বীরম্ ॥ ২ ॥
নালোকয়মর্পিতমুরু হারম্ ।
প্রণমন্তঞ্চ দয়িতমনুবারম্ ॥ ৩ ॥
হন্ত সনাতন-গুণমভিযান্তম্ ।
কিমধারয়মহমুরসিন-কান্তম্ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ-সেবাদ্বারাই শান্তি লাভ হয়, যম-নিয়মাদি যোগের দ্বারা হয় না

কীর্ত্তন শ্রবণে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গায়ক-বাবাজীকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে ক্রমশঃ অনেক সাধুগণ তথায় আসিয়া বসিতে লাগিলেন। নানাবিধ কথা হইতে লাগিল।

হরিদাস-বাবাজী এমত সময় কহিলেন,—কৃষ্ণ-সেবকেরাই ধন্য। তাঁহারা যেখানেই থাকুন, তাঁহাদের মার্গ সমীচীন। আমরা তাঁহাদের দাসানুদাস।

প্রেমদাস-বাবাজী ঐ কথার পোষকতাপূর্ব্বক কহিলেন,—বাবাজী সত্য কহিয়াছেন, শ্রীভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কাম-লোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দ-সেবয়া যদ্বত্তথাত্মাত্মা ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ। ইহা অভ্যাস করিলে আত্মা শান্তি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু ঐসকল প্রক্রিয়াক্রমে কোন কোন অবস্থায় সাধক, কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া চরমফল **'শান্তি'** পর্য্যন্ত না গিয়া, অবান্তর ফল **'বিভূতি'** ভোগ করিতে

করিতে পতিত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবাক্রমে কোন অবান্তর ফলের আশঙ্কা না থাকায় কৃষ্ণ-সেবকের পক্ষে **'শান্তি'** নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়।

সভাস্থ জনৈক যোগী-কর্ত্তৃক অর্চ্চন অপেক্ষা যোগের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনের পর তদ্বিষয়ে মীমাংসা-প্রার্থনা

পণ্ডিত-বাবাজীর সভায় ঐ সময় একজন অষ্টাঙ্গ-যোগী উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদিও বৈষ্ণব বটে, তথাপি বহুকাল প্রাণায়াম অভ্যাস করত সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ নবধা ভক্তি অপেক্ষা তিনি অষ্টাঙ্গ-যোগের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন। তিনি প্রেমদাস-বাবাজীর কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—বাবাজী! যোগ-শাস্ত্রকে অবহেলা করিও না। যোগিগণ চিরজীবী হইয়াও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহারা যেরূপ গাঢ়রূপে কৃষ্ণ-ভজন করিবেন, তুমি কি সেরূপ পারিবে? অতএব অর্চ্চন-মার্গ অপেক্ষা যোগ-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জান।

বৈষ্ণবেরা স্বভাবতঃ তর্ক ভালবাসেন না, তাহাতে আবার ভক্তির অঙ্গসকলকে যোগের অঙ্গ অপেক্ষা সামান্য বলিয়া কথিত হওয়ায়, যোগী-বৈষ্ণবের কথায় কাহারও রুচি হইল না। সকলেই নিস্তব্ধ রহিলেন। যোগী তাহাতে অপমানিত-প্রায় হইয়া পণ্ডিত-বাবাজীর সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করিলেন।

পণ্ডিত-বাবাজী-কর্ত্তৃক যোগমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্বমূলক বিচার প্রদর্শন

পণ্ডিত-বাবাজী প্রথমে তর্কে প্রবেশ করিতে অস্বীকার হন, পরে যোগী তাঁহার সিদ্ধান্ত অবশ্য গ্রহণ করিবেন, এরূপ বারম্বার বলায় বাবাজী কহিতে লাগিলেন।—

সমস্ত যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের একমাত্র উদ্দেশ্য যে ভগবান্, তাঁহাকেই জীবমাত্র উপাসনা করে। জীব স্থূল-বিচারে দুই প্রকার অর্থাৎ শুদ্ধজীব ও

বদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধ-রহিত আত্মার নাম শুদ্ধজীব। জড়ীয় সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মার নাম বদ্ধজীব। বদ্ধজীবই সাধক, শুদ্ধজীবের সাধনা নাই। বদ্ধ ও শুদ্ধের মূল ভেদ এই যে, শুদ্ধজীব বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্মে অবস্থিত, আত্মধর্ম্ম চালনাই তাঁহার কার্য্য এবং নিরুপাধিক আনন্দই তাঁহার স্বভাব। বদ্ধজীব জড়ীয় সম্বন্ধে জড়ীভূত হইয়া জড় ও আত্মধর্ম্ম-মিশ্রিত একটী ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। ঔপাধিক ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক **স্বীয় নিরুপাধিক ধর্ম্ম-প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। বিশুদ্ধ প্রেমই আত্মার নিরুপাধিক ধর্ম্ম**। বিশুদ্ধ প্রেমলাভ ও মোক্ষ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হইতে পারে না। যোগমার্গে যে মোক্ষের অনুসন্ধান আছে তাহাই ভক্তিমার্গের ফলরূপ প্রেম। অতএব উভয় সাধনেরই চরম ফল এক। এইজন্য ভক্তপ্রধান শুকদেবকে মহাযোগী ও যোগী-প্রধান মহাদেবকে পরম ভক্ত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যোগ ও ভক্তি-মার্গের প্রভেদ এই যে, যোগমার্গে কষায় অর্থাৎ আত্মার উপাধি-নিবৃত্তিপূর্ব্বক সমাধিকালে আত্মার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ প্রেমকে উদ্দীপ্ত করায়। তাহাতে আশঙ্কা এই যে, উপাধি-নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে করিতে অনেককাল যায় এবং স্থলবিশেষে চরম ফল হইবার পূর্ব্বেই কোন-না-কোন ক্ষুদ্র ফলে আবদ্ধ হইয়া সাধক ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভক্তিমার্গে প্রেমেরই সাক্ষাৎ আলোচনা আছে। ভক্তি প্রেমতত্ত্বের অনুশীলন মাত্র। **যে-স্থলে সকল কার্য্যই চরম ফলের অনুশীলন, সে স্থলে অবান্তর ক্ষুদ্র ফলের আশঙ্কা নাই। সাধনই ফল এবং ফলই সাধন। অতএব ভক্তিমার্গ যোগমার্গ অপেক্ষা সহজ ও সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়।**

যোগমার্গের হেয়তা প্রদর্শন

যোগমার্গে যে ভৌতিক জগতের উপর আধিপত্য ঘটে, সেও ঔপাধিক ফল মাত্র। তাহাতে চরম ফলের সাধকতা দূরে থাকুক, কখন কখন বাধকতা লক্ষিত হয়। যোগমার্গে পদে পদে ব্যাঘাত আছে। **আদৌ** 'যম'-'নিয়ম'-সাধন-কালে ধার্ম্মিকতা-রূপ ফলের উদয় হয়, তাহাতে এবং তাহার ক্ষুদ্র ফলে অবস্থিত হইয়া অনেকেই ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হন, আর প্রেমরূপ ফল-সাধনে প্রবৃত্ত

হন না। **দ্বিতীয়তঃ** 'আসন' ও 'প্রাণায়াম'-কালে বহুক্ষণ কুম্ভক করিতে সমর্থ হইয়া দীর্ঘজীবন ও রোগশূন্যতা লাভ করেন। তাহাতে যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে সে দীর্ঘ-জীবন ও রোগশূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়। **(তৃতীয়তঃ)** 'প্রত্যাহার'-ক্রমে ইন্দ্রিয়-সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকে শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি। যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ উভয়েই তুল্য ফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ, কেবল জীবকে পাষাণবৎ করিয়া ফেলে। **(চতুর্থতঃ)** 'ধ্যান', 'ধারণা' ও 'সমাধি'-কালে যদি জড়চিন্তা দূর হইয়া যায় অথচ প্রেমোদয় না হয়, তাহা হইলে **চৈতন্যরূপ জীবের নাস্তিত্ব সাধিত হয়।** 'আমি ব্রহ্ম' এই বোধটী যদি বিশুদ্ধ প্রেমকে উৎপন্ন না করে, তবে তাহা স্বীয় অস্তিত্বের বিনাশক হইয়া পড়ে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যোগের চরম উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট হইলেও পথটী অত্যন্ত কণ্টকময়। ভক্তিমার্গে এরূপ কণ্টক নাই। আপনি বৈষ্ণব অথচ যোগী, অতএব আপনি আমার কথা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া বুঝিতে পারিবেন।

পণ্ডিত-বাবাজী বাক্য সমাপ্ত না করিতে করিতেই সমস্ত বৈষ্ণবগণ "সাধু সাধু" বলিয়া উত্তর করিলেন।

যোগী-বাবাজী সন্তুষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-জন্য তাঁহার নবধা-ভক্তি অপেক্ষা যোগের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন

যোগী-বাবাজী বলিলেন,—বাবাজী আপনকার সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার আর একটী কথা আছে, তাহা বলি। আমি যোগ শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয় প্রকার ভক্তির অঙ্গ সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বলিতে কি আমার ইন্দ্রিয়-চেষ্টাসকল এরূপ প্রবল ছিল যে, সকল কার্য্যেই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুসন্ধান করিতাম। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে যেরূপ শৃঙ্গার প্রেমের উপদেশ আছে, তাহাতে আমার চিত্ত নিরুপাধিক হইতে পারিত না। আমি 'প্রত্যাহার'-সাধন করিয়া শৃঙ্গার-রস আস্বাদন করিয়াছি, এখন আর ইন্দ্রিয়-তর্পণ করিতে কিছুমাত্র বাসনা হয় না। আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত

হইয়াছে। অর্চ্চন-মার্গে যে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহা বোধ হয় বৈষ্ণবসকলের প্রত্যাহার-সাধক-রূপে ভক্তিমার্গে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায় যোগমার্গের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শুষ্ক-চিন্তা বা অভ্যাসদ্বারা ভক্তি-অঙ্গসমূহ কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় ভোগের জন্য গৃহীত হইলে সাধকের পতন অবশ্যম্ভাবী

পণ্ডিত-বাবাজী যোগী-বাবাজীর কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে কহিতে লাগিলেন,—বাবাজী! আপনি ধন্য, যেহেতু প্রত্যাহার' অভ্যাস করিতে গিয়া রসতত্ত্ব বিস্মৃত হন নাই। শুষ্ক চিন্তা ও শুষ্ক অভ্যাসক্রমে আত্মার অনেক স্থলে পতন হয়; যেহেতু আত্মা রসময়, কখনই শুষ্কতা সহ্য করিতে পারেন না। আত্মা অনুরাগী, তজ্জন্যই বদ্ধ আত্মা উপযুক্ত বিষয় হইতে চ্যুত হইয়া ইতর বিষয়ে অনুরাগ করে; তজ্জন্যই আত্ম-তর্পণ সুদূরবর্ত্তী হওয়ায় সুতরাং ইন্দ্রিয়-তর্পণই প্রবল হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র আত্মা যখন স্বীয় উপযুক্ত রস দর্শন করে, তখন তাহাতে স্বভাবসিদ্ধ রতির উদয় হয়, জড়ীয় রতি সুতরাং খর্ব্ব হইয়া থাকে। **পরতত্ত্বে প্রেমের আলোচনাই ভক্তিমার্গ**. তাহাতে অনুরাগ যত গাঢ় হয় ইন্দ্রিয়-চেষ্টা স্বভাবতঃ ততই খর্ব্বিত হইয়া পড়ে। বোধ হয় আপনি যে-কালে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন, তখন আপনকার প্রকৃত সাধু-সঙ্গ হয় নাই। তজ্জন্যই আপনি ভক্তিরস লাভ করেন নাই। ভক্তির অঙ্গসকলকে কর্ম্মাঙ্গের ন্যায় শুষ্করূপে ও স্বার্থপরতার সহিত সাধন করিতেন, তাহাতে পরানন্দ রসের কিছুমাত্র উদয় হয় নাই। তজ্জন্যই বোধ হয় আপনকার ইন্দ্রিয়-লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। সে-স্থলে যোগমার্গে কিছু উপকার পাইবারই সম্ভাবনা। ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে, ভক্ত-সঙ্গে ভক্তি-রসাস্বাদন করাই প্রয়োজন। সমস্ত জড়ীয় বিষয়-ভোগ করিয়াও ভোগের ফল যে ভোগবাঞ্ছা, তাহা উদিত হয় না। **ভক্তদিগের বিষয়-ভোগই বিষয়বাঞ্ছা-ত্যাগের প্রধান হেতু।**

এই কথা বলিতে বলিতে বৈষ্ণব-যোগী কহিলেন,—বাবাজী! আমার এ-বিষয়ে অবগতি ছিল না। আমি সন্ধ্যাকালে আসিয়া যে-কিছু সংশয় আছে তাহা নিবৃত্তি করিবার যত্ন পাইব। কলিকাতা হইতে অদ্য একটী ভদ্রলোক আসিবেন, কথা আছে, আমি বিদায় হইলাম। আপনি কৃপা রাখিবেন।

যোগী-বাবাজী বাহির হইয়া গেলে বাবাজীর সভা ভঙ্গ হইল।

দ্বিতীয় প্রভা সমাপ্ত।

তৃতীয় প্রভা

মল্লিক-মহাশয়, নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর যোগী-বাবাজীর কুঞ্জে আগমন

যোগী-বাবাজী পণ্ডিত-বাবাজীর আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পথ-মধ্যে সূর্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করত জানিলেন যে, বেলা প্রায় ১৷৷০ প্রহর হইয়াছে। কিঞ্চিৎ দ্রুতপদে নিজ কুঞ্জাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। তমাল-বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন, তিনটী বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক আসিতেছেন। তখন বিবেচনা করিলেন—ইহাঁদের মধ্যেই 'মল্লিক মহাশয়' আসিতেছেন। বাবাজী পূর্ব্বেই তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়া কুঞ্জ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনটী ভদ্রলোক যখন নিকটস্থ হইলেন, তখন বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনাদের নিবাস কোথা? কোথায় যাইবেন? তিনজনের মধ্যে একটী বয়সে বিজ্ঞ, এমন কি ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম। গোঁফ ও চুল প্রায় সকলই শুভ্র হইয়াছে। গায়ে একটী মলমলের পিরাণ, পরণে ধুতি-চাদর, হাতে ব্যাগ ও পায়ে চিনের বাড়ীর জুতা। অপর দুটীরও বয়স ৩০।৩২ বৎসর হইবে, দাড়ী ছিল। নাকে চশমা, হাতে ছড়ি ও ব্যাগ। পায়ে বিলাতী জুতা। সকলেরই মাথায় ছোট ছোট ছাতি। বিজ্ঞ বাবুটী অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—আমরা কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। যোগী-বাবাজীর আশ্রমে যাইব। তাঁহাকে অগ্রেই নিতাইদাস বাবাজীর দ্বারা পত্র লেখা হইয়াছে।

যোগী-বাবাজী শুনিবামাত্র কহিলেন,—"তবে আপনি আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন, আপনি কি মল্লিক মহাশয়?" বাবু কহিলেন,—আজ্ঞা, হাঁ। বাবাজী যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিজ কুঞ্জে লইয়া গেলেন।

কুঞ্জটী অতিশয় পবিত্র। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষের বেড়া, মধ্যে তিন চারিখানি কুটীর। একটী ঠাকুর ঘর। বাবজী চেলাদিগকে অতিথি-সেবায় নিযুক্ত করিয়া

বাবুদিগের প্রসাদ-সেবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বাবুরা মানস-গঙ্গায় স্নানাদি সমাপ্ত করিয়া প্রসাদ পাইলেন। ভোজনান্তে একটী পঞ্চবটীর তলে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মল্লিক-মহাশয় কহিলেন,—"বাবাজী-মহাশয়! আপনকার যশ কলিকাতায় সকলেই গান করেন। আমরা কিছু জ্ঞানোপদেশ পাইবার প্রত্যাশায় আপনকার শ্রীচরণে আসিয়াছি।"

বাবাজী হর্ষচিত্তে কহিলেন,—"মহাশয়, আপনি মহাত্মা লোক। নিত্যানন্দ-দাস বাবাজী আমাকে লিখিয়াছেন যে, আপনকার ন্যায় বিদ্যানুরাগী হিন্দু কলিকাতায় পাওয়া যায় না। আপনি অনেক যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যোগাভ্যাস করিয়াছেন।"

মল্লিক-বাবুর আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপন

মল্লিক-বাবু কিঞ্চিৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন,—"অদ্য আমার সুপ্রভাত। আপনার ন্যায় যোগীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল।"

বলিতে বলিতে মল্লিক-বাবু যোগী বাবাজীর চরণে পড়িয়া কহিলেন,—বাবাজী! আমার একটী অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করিবেন। আপনার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইলে আমি আপনাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করি নাই। বাবাজী কলিকাতায় আজ-কাল পুরাতন ব্যবহার এতদূর লুপ্ত হইয়াছে যে, আমাদেরও গুরুজন-দর্শনে দণ্ডবন্নতি ঘটিয়া উঠে না। এখন নির্জ্জনে আপনকার চরণরেণু স্পর্শ-সুখ অনুভব করি। **আমার ইতিবৃত্ত এই যে**—প্রথম বয়সে আমি সন্দিহান ছিলাম। পরে খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম আমাদের ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম। কতদিন গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিতাম। পরে রাজা রামমোহন রায়-প্রচারিত অভিনব ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিছুদিন হইল বিলাতী ভূতবিদ্যা ও 'ক্লেয়ার ভয়েন্স্' ও 'মেসমেরিসম্' নামক সমাধি-বিশেষ অভ্যাস করি। গত বৎসর ঐ বিদ্যা উত্তমরূপে সাধন করিবার জন্য মাদ্রাজ-দেশে 'মেডেম্ লোরেন্সের' নিকট

গিয়াছিলাম। তাহাতে আমি মৃত মহাত্মাদিগকে মনে করিলেই আবির্ভাব করিতে পারি। অনেক সুদূরবর্ত্তী সমাচার অতি অল্প-চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারি। আমার এইসমস্ত ক্ষমতা দেখিয়া নিত্যানন্দ-দাস বাবাজী একদিন বলিলেন,—বাবু! যদি গোবর্দ্ধনস্থ যোগী-বাবাজীর নিকট আপনি যাইতে পারেন, তবে অনেক অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। সেই সময় হইতে আমি হিন্দু-শাস্ত্রে গাঢ় বিশ্বাস লাভ করিয়াছি। আমি আর জীব-মাংস ভক্ষণ করি না এবং সর্ব্বদা পবিত্র থাকি। এবম্বিধ চরিত্র-ক্রমে আমার অধিকতর সামর্থ্য জন্মিয়াছে। আমি এখন অনেক হিন্দু-ব্রত করিয়া থাকি। গঙ্গা-জল পান করি। বিজাতীয় লোকের স্পর্শিত কোন খাদ্যদ্রব্য স্বীকার করি না। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করি।

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর পরিচয়

আমার সহিত **নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু** আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধা করেন, তথাপি যোগশাস্ত্রে যে কিছু সত্য আছে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নন। আমি ইহাঁদিগকে অনেকটা যোগ-ফল দেখাইয়াছি। ইহাঁরাও এখন যেমন ইহাঁদের ধর্ম্মাচার্য্যকে বিশ্বাস করেন, আমাকেও তদ্রূপ বিশ্বাস করেন। হিন্দু-তীর্থ-প্রদেশে আসিতে ইহাঁদের ইচ্ছা ছিল না, কেননা এখানে আসিলে অনেক পৌত্তলিক বিষয়ে প্রশ্রয় দিতে হয়। অন্ন প্রসাদ পাইবার সময় নরেন-বাবুর কিছু মনে কষ্ট হইতেছিল, তাহা তাঁহার মুখভঙ্গিতে বোধ হইল। যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি, ইহাঁরাও আমার ন্যায় অনতি-বিলম্বে হিন্দুশাস্ত্রে আস্থা করিবেন। আমি আপনার চরণে শরণ লইলাম, আপনি আমাকে কিছু রাজযোগ শিক্ষা দিবেন।

যোগী-বাবাজীর সংসারী-সঙ্গে পতনের ভয়

যোগী-বাবাজী মল্লিক-বাবুর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ হর্ষ ও বিষাদযুক্ত একটী অভিনব ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—"বাবুজী! আমি উদাসীন,

আমার সংসারের সহিত ততদূর সম্বন্ধ নাই। কুম্ভক-বলে আমি প্রায় বৎসরাবধি অনাহারে বদরিকাশ্রমের একটী পর্ব্বত-গুহায় বসিয়াছিলাম; হঠাৎ শুকদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, পরমভাগবত ব্যাসকুমার আমাকে ব্রজধামে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি করেন। আমি তদবধি ব্রজবাসীদিগের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে সংসারী হইয়াছি। তথাপি নিতান্ত সংসার-প্রিয় লোকদিগের সহিত বাস করি না। আপনকার পরিচ্ছদ, আহার ও সঙ্গ এপর্য্যন্ত নিতান্ত সংসারীর ন্যায় আছে। ভয় হয়, আমি এতদূর সংসার-সঙ্গ করিলে যোগ-ভ্রষ্ট হইব।"

মল্লিক মহাশয়ের সঙ্কল্প, বেশ পরিবর্ত্তন ও শ্রীনাম-গ্রহণ এবং নরেন ও আনন্দবাবুর ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধাহেতু স্বতন্ত্রতা

বাবাজীর ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া মল্লিক-বাবু কহিলেন,—আমি আপনার আদেশানুরূপ বেশ ও আহারাদি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার সঙ্গীদ্বয়কে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারি? আমি এইরূপ যুক্তি করিতেছি,—"নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু দুই-একদিন এখানে থাকিয়া বৃন্দাবনে 'বঙ্গীয় সমাজে' গমন করুন, আমি আপনকার চরণে ছয়মাস থাকিয়া যোগাভ্যাস করিব।"

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, দুই দিবসের মধ্যে আমরা বৃন্দাবনে যাইব, তথায় ভৃত্যসকল আমাদের অপেক্ষায় আছে। এই কথাই অবশেষে স্থির হইল।

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু প্রাকৃত শোভা দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে গেলেন। মল্লিকবাবু বাবাজীকে একক দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবাজী! উহাদিগকে আনা আমার ভাল হয় নাই, যেহেতু উহাঁদের পরিচ্ছদ দেখিলে সকলেই অবহেলা করেন। আপনি যদি কৃপা করেন তবে আমি শীঘ্রই অনার্য্য-সংসর্গ-সমুদায় পরিত্যাগ করিব।"

বাবাজী কহিলেন,—"অনেকে বৈষ্ণব-পরিচ্ছদ ও সংসর্গ দেখিয়াই সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। আমার সেরূপ রীতি নয়। আমি যবনাদির সহিত এক অবস্থান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হই না। **বৈষ্ণবদিগের জাতি-বিদ্বেষ**

নাই, তথাপি সুবিধার জন্য বৈষ্ণব পরিচ্ছদ ও ব্যবহার স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধ হয়।"

এক দিবসের উপদেশে কখনই কেহ বৈষ্ণব-বেশ স্বীকার করে না, তথাপি পূর্ব্ব সংস্কারক্রমেই হউক অথবা যোগী-বাবাজীর শ্রদ্ধা সংগ্রহের জন্যই হউক, মল্লিক-বাবু তৎক্ষণাৎ ৫ টাকার চর্ম্মপাদুকা-যুগল পরিত্যাগ করিলেন। গলদেশে তুলসী ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করত বাবাজীকে দণ্ডবৎ করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে **হরিনাম মন্ত্র জপ করিতে অনুমতি** করিলেন। মল্লিক-মহাশয় তাহাই করিতে লাগিলেন।

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু ভ্রমণ করিয়া আসিবার সময় মল্লিক-মহাশয়ের ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ আবার কি ভাব! আমাদের এখানে থাকা কোন প্রকারে ভাল বোধ হয় না। যদিও অনেক পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধান আছে বটে, তথাপি মল্লিক-বাবু অস্থির-চিত্ত, আজ এ কি রূপ ধারণ করিলেন। একদিনেই এতদূর কেন? দেখা যাউক, কি হয়। আমরা পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অবমাননা করিব না। আমরা প্রকৃতি দর্শন করিব ও মানব-স্বভাব পরীক্ষা করিতে থাকিব।"

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু নিকটস্থ হইলেন দেখিয়া মল্লিক মহাশয় একটু অস্থির হইয়া কহিলেন,—"নরেন! দেখ আমি কি হইয়া উঠি। আনন্দ! তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ?"

নরেন ও আনন্দ উভয়েই কহিলেন,—"আপনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, আপনকার কোন কার্য্যে আমরা অসুখী নই।"

যোগী-বাবাজীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় ব্রাহ্মাচার্য্য নরেন-বাবু-কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের কতিপয় দোষ প্রদর্শন

বাবাজী কহিলেন,— আপনারা বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক। কিন্তু তত্ত্ব-বিষয়ে কি আলোচনা করিয়াছেন?

নরেন-বাবু একজন ব্রাহ্মাচার্য্য, অনেক সময় তিনি উপাচার্য্য হইয়া

ব্রাহ্মদিগকে শিক্ষা দিতেন। বাবাজীর প্রশ্ন শুনিবামাত্র তিনি চশমাটী নাকে দিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ভারত বহুদিন হইতে কয়েকটী দোষে দূষিত আছে। **আদৌ**—(১) **জাতি-ভেদ**। মানব মাত্রই এক পিতার সন্তান। সকলেই ভ্রাতা। জাতিভেদ-ক্রমে ভারতবাসীরা আরও উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ পতিত হইতেছে। বিশেষতঃ ইউরোপদেশীয় উন্নত জাতি-সমূহের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়তঃ**—(২) নিরাকার-ব্রহ্মকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অনেকগুলি **কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা** করিয়া পরমেশ্বর হইতে সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। (৩) **পৌত্তলিক-পূজা,** (৪) নিরর্থক **উপবাসাদি ব্রত-ধারণ,** (৫) ধূর্ত্ত **ব্রাহ্মণজাতির** নিরর্থক **সম্মান** এবং (৬) অনেকগুলি **কদাচার-ক্রমে** আমাদের ভ্রাতাগণ ক্রমশঃ নিরয়গামী হইতেছেন। (৭) **জন্ম-জন্মান্তর বিশ্বাস** করত ক্ষুদ্র জন্তুগণকে জীব বলিয়া (৮) তাহাদের **মাংসাদি ভোজন করিতে বিরত**। তাহাতে উপযুক্ত আহার-অভাবে শরীর দুর্ব্বল ও রাজ্য-শাসনে অক্ষম হইয়া পড়িতেছে। (৯) **পতিহীনা অবলাদিগকে বৈধব্য-যন্ত্রণা**দ্বারা হীন-সত্ত্বা করিতেছে। এইসমস্ত কু-ব্যবহার হইতে ভারত-ভূমিকে উত্তোলন করিবার জন্য, দেশ-হিতৈষী **রাজা রামমোহন রায়** যে পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ বপন করেন, আজকাল সেই বীজ বৃক্ষ হইয়া ফলদান করিতেছে। আমরা সেই নিরাকার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি,—যেন সমস্ত ভারতবাসী মোহান্ধকার হইতে উঠিয়া উপনিষৎ-প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম স্বীকার করেন। বাবাজী মহাশয়! এমন দিন কবে হইবে যে, আপনি ও আমরা সকলে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিব!"

নরেন-বাবু গদ্গদভাবে বলিতে বলিতে নিস্তব্ধ হইলে, আর কেহ কিছু বলিলেন না।

বাবাজী একটু স্থির হইয়া বলিলেন,—"হাঁ, সন্দেহ অপেক্ষা যৎকিঞ্চিৎ ঈশ্বর-ভাব উদিত হওয়াও ভাল। আমি বাল্মীকি-মুনির আশ্রম অতিক্রম করিয়া কাণপুরে

আসি। সেখানে প্রকাশ্য স্থানে একটী **'শ্বেত'-পুরুষ** ঐ সমস্ত বলিতেছিল, শুনিয়াছিলাম। আর ঐ সকল বক্তৃতা কখনও শুনি নাই।"

বাবাজী-কর্ত্তৃক মূলকথা জিজ্ঞাসিত হইলে আনন্দ-বাবুর তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বিচার প্রদর্শন

বাবাজী আরও বলিলেন—"ভাল, একটী মূল কথা জিজ্ঞাসা করি। (১) ঈশ্বরের স্বরূপ কি? (২) জীবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি? (৩) কি করিলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায়? (৪) তিনি সন্তুষ্ট হইলেই বা জীবের কি হয়? (৫) তাঁহাকে কেন উপাসনা করেন?"

আনন্দ-বাবু একজন ভদ্র-বংশজাত নব্য পুরুষ। তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত-প্রচারক হইয়াছেন। তিনি বাবাজীর বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন শ্রবণ করিবামাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"হে মহাত্মন্! শ্রবণ করুন্। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভাণ্ডারে সকল প্রশ্নেরই উত্তর আছে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পুস্তক নাই বলিয়া ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে ক্ষুদ্র বোধ করিবেন না। যে-সকল ধর্ম্মে কোন বিশেষ পুস্তকের সম্মান আছে, সে-সকল ধর্ম্মে অবশ্যই পুরাতন ভ্রম দৃষ্ট হয়। আপনাদের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম-সমুদ্রের সহিত তুলনা করিলে, একটী ক্ষেত্রস্থিত জলাশয়ের মত বোধ হয়। তাহাতে মুক্তা থাকে না, মুক্তা সমুদ্রেই পাওয়া যায়। আমাদের যদিও বৃহৎ পুস্তক নাই, তথাপি 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' বলিয়া যে একখানি পুস্তিকা হইয়াছে, তাহাতেই আপনকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নখ-দর্পণের ন্যায় লিখিত হইয়াছে।

আনন্দ-বাবু ব্যাগ খুলিয়া আপনার চশমাটী নাকে দিলেন। ব্যাগের মধ্য হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া পড়িতে লাগিলেন।—

(১) "ঈশ্বর **নিরাকার-স্বরূপ**। (২) জীবের সহিত তাঁহার **পিতা-পুত্র সম্বন্ধ**। (৩) তাঁহার **প্রিয়কার্য্য সাধন** করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইলে (৪) আমরা **ভূমানন্দ লাভ** করি। (৫) তিনি **মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ, ক্ষেত্রে শস্য ও জলাশয়ে মৎস্য** আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, **অতএব আমরা**

কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে বাধ্য আছি। দেখুন দেখি, কত অল্প অক্ষরে আমাদের ধর্ম্মাচার্য্য আসল কথাগুলি লিখিয়াছেন। এই পাঁচটী কথা লিখিতে হইলে আপনারা একখানা মহাভারত লিখিতেন। ধন্য রাজা রামমোহন রায়! তাঁহার জয় হউক! ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিশান পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত উড্ডীয়মান হউক।"

বাবাজী সহাস্য-বদনে আনন্দ-বাবুর তীব্র নয়ন ও শ্মশ্রু দর্শন করিয়া বলিলেন,—"আপনাদিগের মঙ্গল হউক। পরাৎপর প্রভু আপনাদিগকে একবার আকর্ষণ করুন। অদ্য আপনারা আমার অতিথি হইয়াছেন, কোন বাক্যের দ্বারা আপনাদিগের উদ্বেগ জন্মান আমার কর্ত্তব্য হয় না। গৌরাঙ্গের ইচ্ছা হইলে অনতিবিলম্বে সমুদায় বিষয়ের আলোচনা করিব।"

বাবাজীর বিনয় বাক্য শ্রবণমাত্রেই নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু চশমা রাখিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন,—যে আজ্ঞা! আপনকার সিদ্ধান্তগুলি ক্রমশঃ শ্রবণ করিব।

মল্লিকের প্রশ্নে যোগী-বাবাজীর রাজযোগ ব্যাখ্যামুখে হঠযোগ তারতম্য বর্ণন

সকলে নিস্তব্ধ হইলে **মল্লিক-মহাশয়** পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন,—বাবাজী-মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক **রাজযোগ ব্যাখ্যা** করুন।

যোগী-বাবাজী তথাস্তু বলিয়া আরম্ভ করিলেন,—

দার্শনিক ও পৌরাণিক পণ্ডিতেরা যে যোগ অভ্যাস করেন, তাহার নাম **রাজযোগ**। তান্ত্রিক পণ্ডিতেরা যে যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার নাম **হঠযোগ**। হঠযোগে আমার অধিক রুচি নাই, যেহেতু তদ্দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষ ব্যাঘাত হয়। শাক্ত ও শৈব-তন্ত্রসকলে এবং ঐ সকল তন্ত্র হইতে যে-সকল 'হঠযোগ-দীপিকা,' 'যোগ-চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ হইয়াছে, ঐ সমস্ত গ্রন্থে হঠযোগ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে 'শিব-সংহিতা' ও 'ঘেরণ্ড-সংহিতা' গ্রন্থদ্বয় আমার বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাশীধামে অবস্থান-কালে আমি ঐসকল গ্রন্থ পাঠ

করিয়া হঠযোগীদের ন্যায় কিছু কিছু অভ্যাস করিয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে দেখিলাম যে, ঐ যোগ-মার্গে কেবল শারীরিক সামান্য ফলের উদয় হয়। সমাধি তাহাতে সহজ নয়।

হঠযোগের তত্ত্ব বিশ্লেষণ

সংক্ষেপতঃ হঠযোগের তত্ত্ব এই :—

(ক) সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্মদ্বারা জীবের শরীর-রূপ ঘট উৎপন্ন হইয়াছে। ঘটস্থ জীবের কর্ম্মবশে জন্ম-মৃত্যু হয়।

(খ) ঐ ঘট আমকুম্ভ-স্বরূপ অর্থাৎ দগ্ধীভূত হইয়া পক্ক হয় নাই। সংসার-সমুদ্র সর্ব্বদা বিপদপ্রবণ আছে। হঠযোগদ্বারা ঐ ঘট দগ্ধ হইয়া শোধিত হয়।

(গ) ঘট-শোধন, সপ্তবিধ :—

(১) শোধন—ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শোধন,
(২) দৃঢ়ীকরণ—আসনদ্বারা দৃঢ়ীকরণ,
(৩) স্থিরীকরণ—মুদ্রাদ্বারা স্থিরীকরণ,
(৪) ধৈর্য্য—প্রত্যাহারদ্বারা ধৈর্য্য,
(৫) লাঘব—প্রাণায়ামদ্বারা লাঘব,
(৬) প্রত্যক্ষ—ধ্যানদ্বারা প্রত্যক্ষ,
(৭) নির্লিপ্তীকরণ—সমাধিদ্বারা নির্লিপ্তীকরণ সাধিত হয়।

(গ) (১) ষট্‌কর্ম্মদ্বারা শোধন :—

(অ) ধৌতি, (আ) বস্তি, (ই) নেতি, (ঈ) লৌলিকী, (উ) ত্রাটক এবং (ঊ) কপালভাতি—এই ষট্‌কর্ম্মদ্বারা 'ঘট' শোধিত হয়।

(অ) **ধৌতি** চারি প্রকার :—

(১) অন্তর্ধৌতি—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার এবং বহিষ্কৃতি—এই চারি প্রকার অন্তর্ধৌতি।

(২) দন্তধৌতি—দন্ত-মূল, জিহ্বামূল, কর্ণরন্ধ্রদ্বয় ও কপালরন্ধ্র—এই পাঁচ প্রকার ধৌতির নাম দন্তধৌতি।

(৩) হৃদ্ধৌতি—দণ্ডদ্বারা, বমনদ্বারা ও বস্ত্রদ্বারা তিন প্রকার হৃদ্ধৌতি।

(৪) মলধৌতি :—দণ্ড, অঙ্গুলী ও জলদ্বারা মল শোধন করিবে।

(আ) **বস্তি** দুই প্রকার :—

(১) জলবস্তি—নাভিলগ্ন জলে বসিয়া আকুঞ্চন-প্রসারণদ্বারা জলবস্তি হয়।

(২) শুষ্কবস্তি।

(ই) **নেতি** :—এক বিতস্তি* পরিমাণ সূত্র নাক দিয়া প্রবেশ করাইয়া মুখের দ্বারা বাহির করার নাম নেতি।

(ঈ) **লৌলিকী** :—অমন্দ-বেগে মস্তককে উভয়-পার্শ্বে ভ্রমণ করানর নাম লৌলিকী।

(উ) **ত্রাটক** :—নিমীলন ও উন্মীলন ত্যাগ করিয়া অশ্রুপাত পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্য নিরীক্ষণ করার নাম ত্রাটক।

(ঊ) **কপালভাতি বা ভালভাতি** তিন প্রকার :—(১) অব্যুৎক্রম, (২) ব্যুৎক্রম এবং (৩) শীৎক্রমদ্বারা তিনপ্রকার ভালভাতি সাধিত হয়।

(গ) (২) আসনদ্বারা দৃঢ়ীকরণ

আসন দ্বাত্রিংশৎ প্রকার উপদিষ্ট আছে। ঘট শোধিত হইলেই তাহার দৃঢ়ীকরণের জন্য আসনের ব্যবস্থা। ইহাই হঠযোগের দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। সিদ্ধাসন, **পদ্মাসন**, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, **স্বস্তিকাসন**, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যাগ্রাসন, গোরক্ষাসন,

---

* বিতস্তি—১২ অঙ্গুলি পরিমাণ, এক বিগৎ বা অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী পরিমাণ।

পশ্চিমোত্তনাসন, উৎকটাসন, শকটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তান-কূর্ম্মাসন, মণ্ডুকাসন, উত্তান মণ্ডুকাসন, বৃক্ষাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন এবং যোগাসন। কোন একটী আসন অভ্যাস করিলেই হয়।

(গ) (৩) মুদ্রাদ্বারা স্থিরীকরণ

'আসন' অভ্যাসদ্বারা ঘট দৃঢ় হইলে **মুদ্রাসাধন**দ্বারা উহা 'স্থিরীকৃত' হয়। অনেকগুলি মুদ্রার মধ্যে **পঞ্চবিংশতি মুদ্রা** সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপদিষ্ট আছে। যথা—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জালন্দর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরণী, যোনিমুদ্রা, বজ্রনি, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডুকী, শাম্ভবী, অধোধারণা, উন্মনী, বৈশ্বানরী, বায়বী, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভুজঙ্গিনী। একটী একটী মুদ্রার একটী একটী বিশেষ ফল আছে।

(গ) (৪) প্রত্যাহারদ্বারা ধৈর্য্য

'মুদ্রার' দ্বারা ঘট স্থিরীকৃত হইলে 'প্রত্যাহার'দ্বারা ঘটের 'ধৈর্য্য' সাধিত হয়। মনকে বিষয় হইতে ক্রমশঃ আকর্ষণ করত স্বস্থ করার নাম প্রত্যাহার।

(গ) (৫) প্রাণায়ামদ্বারা লাঘব, নাড়ী-শুদ্ধি, কুম্ভক প্রভৃতি ধ্যান, ধারণা ও সমাধি

প্রত্যাহারদ্বারা মন নিয়মিত হইলে ঘটের **ধৈর্য্য** সাধিত হয়। তাহা হইলে **প্রাণায়াম**দ্বারা শরীরকে 'লাঘব' করিতে হয়, প্রাণায়াম করিতে হইলে তাহার দেশ ও কালের নিয়ম আছে। আহার-সম্বন্ধে কতকগুলি বিধি আছে। কার্য্যারম্ভ-কালে সে-সকল বিষয় জানিবেন। প্রথমে **নাড়ী-শুদ্ধির** আবশ্যক। নাড়ী-শুদ্ধির পর কুম্ভক করিতে হয়। নাড়ী-শুদ্ধিকার্য্যে প্রায় তিন মাস লাগে। **'কুম্ভক' অষ্ট প্রকার** অর্থাৎ সহিত, সূর্য্যভেদী, উদ্বায়ী, শীতলী, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা ও কেবলী। **'রেচক,' পূরক** ও **কুম্ভক**-রূপ অঙ্গত্রয় নিয়মিত রূপে সাধিত হইলে শেষে কেবল কুম্ভক হইতে পারে।

প্রাণায়ামদ্বারা 'লাঘব' হইলে সাধক **ধ্যান**, পরে **ধারণা** ও অবশেষে **সমাধি** করিতে পারেন। ইহার বিশেষ বিবরণ কার্য্যকালে-উপদেশ করিব।

হঠযোগ সম্বন্ধে উপসংহার

এবম্বিধ হঠযোগের সাধনা করিলে মনুষ্য অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারে। তাহা ফল-দৃষ্টে বিশ্বাস করা যায়। তান্ত্রিকেরা যোগাঙ্গ-বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা, নিরুত্তর-তন্ত্রে, চতুর্থ পটলে :—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই ছয়টী যোগের অঙ্গ। এবম্বিধ দত্তাত্রেয়াদির মত ভিন্ন প্রকার হইলেও হঠযোগ প্রায় সর্ব্বমতে মূলে একপ্রকার। আমি হঠযোগ সাধন করিয়া সন্তোষ লাভ করি নাই, যেহেতু মুদ্রা-সাধনে এতপ্রকার শক্তির উদয় হয় যে, সাধক আর অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষতঃ ধৌতি, নেতি প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম এতদূর দুরূহ যে, সদ্‌গুরু নিকটে না থাকিলে অনেক সময় প্রাণ-নাশের আশঙ্কা আছে। আমি কাশী হইতে বদরীনাথ গমন করিলে, একজন রাজযোগী আমাকে কৃপা করিয়া রাজযোগ শিক্ষা দেন। তদবধি আমি হঠযোগকে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া বাবাজী কহিলেন,—"অদ্য এই পর্য্যন্ত থাকুক, আর এক দিবস রাজযোগের বিষয় উপদেশ করিব। বেলা প্রায় অবসান হইল। একবার পূজ্যপাদ পণ্ডিত-বাবাজীর আশ্রমে যাইতে বাসনা হইতেছে।"

যোগী-বাবাজীর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি নরেন ও আনন্দ-বাবু প্রভৃতির শ্রদ্ধার উদ্রেক

যে-সময়ে যোগী-বাবাজী হঠযোগ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্য দর্শন করিয়া নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু অনেকটা শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহার কথা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন।

শুনিতে শুনিতে বাবাজীর প্রতি তাঁহাদের একটু বিশ্বাস ও স্বীয় ক্ষুদ্র জ্ঞানের প্রতি একটু তাচ্ছিল্য হইয়া উঠিল। উভয়েই বলিলেন,—"আপনকার সহিত তত্ত্বালোচনা করিলে বড়ই সুখী হই। অতএব এখানে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিব মানস করিয়াছি। আপনকার কথায় আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা হইয়াছে।"

বাবাজী কহিলেন,—"ভগবান্ কৃপা করিলে, অতি শীঘ্র আপনারা শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত হইবেন, সন্দেহ কি ?

নরেন-বাবু কহিলেন,—"পৌত্তলিক মত স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখন বোধ হইতেছে, বৈষ্ণবেরা নিতান্ত সারহীন নহেন, বরং ব্রাহ্মদিগের অপেক্ষা অধিকতর তত্ত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও পৌত্তলিক পূজা কেন পরিত্যক্ত হয় না, বুঝিতে পারি না। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অপৌত্তলিক হইলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সহিত ঐক্য হইবে, আমরাও অনায়াসে আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

বাবাজী নিতান্ত গম্ভীর। অল্প-বয়স্ক ব্যক্তিগণকে কিরূপে ভক্তি-পথ দেখাইতে হয়, তাহা জানেন। অতএব সে-সময় কহিলেন, আজ ও-সকল কথা থাকুক।

মল্লিক-মহাশয় বাবাজীর জ্ঞানে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নিস্তব্ধ ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি হঠযোগের বৃত্তান্তগুলি মনে মনে স্মরণ করিয়া এই চিন্তা করিতেছিলেন,—আহা! আমরা কি মূর্খ! সামান্য 'মেস্‌মেরিসম্,' কিঞ্চিৎ হঠযোগের বৃত্তান্ত ও 'ভূত'-বিদ্যার জন্য 'মেডেম্ লোরেন্সের' নিকট মাদ্রাজ গিয়াছিলাম। এতাদৃশ মহানুভব যোগীবরকে এ-পর্য্যন্ত দর্শন করি নাই। নিত্যানন্দ দাসের কৃপায় আমার শুভদিন ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই।

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু কয়েকদিন বাবাজীর সহিত অনেক তত্ত্ব-বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের অনেকটা শ্রদ্ধা হইল, শুদ্ধ-ভক্তির তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিলেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে যে এত ভাল কথা আছে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতেন না। 'থিয়ডোর পার্কার' যে শুদ্ধ-ভক্তির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নরেন-বাবুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের

ভিতর দেখিতে পাইল। আনন্দ-বাবু শুদ্ধ-ভক্তির বিষয় অনেক ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পুরাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মে তাহার অধিকতর আলোচনা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কিন্তু উভয়েই এবিষয় বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, যাহারা এতদূর শুদ্ধভক্তির তত্ত্বালোচনা করিতে পারে, তাহারা **কিরূপে 'রাম-কৃষ্ণাদি' মানবের পূজা ও পৌত্তলিক-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকে।**

একদিন যোগী-বাবাজী কহিলেন,—চলুন পণ্ডিত-বাবাজীকে দর্শন করি। বেলা অবসান হইলে সকলেই পণ্ডিত-বাবাজীর গুহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় প্রভা সমাপ্ত

———

চতুর্থ প্রভা

যোগী-বাবাজীর সহিত মল্লিক-মহাশয় ও বাবুদ্বয়ের গোবর্দ্ধন-গুহায় গমন ; পথে সঙ্গীত শ্রবণ

বেলা প্রায় অবসান। সূর্য্য-তেজ নরম পড়িয়াছে। মন্দ মন্দ পশ্চিম বায়ু বহিতেছিল। অনেকেই তীর্থ পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কতকগুলি যাত্রী-রমণী উচ্চৈঃস্বরে এই গানটী গাইতে গাইতে চলিতেছেন,—

ত্যাজ রে মন হরি-বিমুখ লোক-সঙ্গ।
জাক সঙ্গ হি, কুমতি উপজতহি,
ভজন হি পড়ত বিভঙ্গ ॥
সতত অসৎ পথ, লেই যো যায়ত,
উপযাত কামিনী-সঙ্গ।
শমন দূত, পরমায়ু পরখত,
দূর হি নেহারত রঙ্গ ॥
অতএব সে হরিনাম সার পরম মধু।
পান করহ ছোড়ি ঢঙ্গ, কহ মাধ-হরি-চরণ-
সরোরুহে মাতি রহু জনু-ভৃঙ্গ ॥

গানটী শুনিতে শুনিতে মল্লিক-মহাশয়, নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর প্রতি একটু কটাক্ষ দৃষ্টি করিলে তাঁহাদের মনে একটু বিকার উদয় হইল। নরেন-বাবু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"না, আজ হইতে আমরা আর বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে নিন্দা করিব না। দেখিতেছি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে কিছুই ভেদ নাই, কেবল পৌত্তলিকতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না।" সে-কথায় আর কেহ উত্তর করিলেন না। সকলেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যোগী-বাবাজী কহিলেন, আমরাও একটী গীত গাইতে গাইতে যাই। বাবাজী সুর ধরিয়া গান আরম্ভ করিলে সকলেই গাইতে লাগিলেন।—

হরি হরি! কবে হব বৃন্দাবনবাসী।
নিরখিব নয়নে যুগল-রূপরাশি॥
তেজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক।
কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ॥
ষড়্-রস-ভোজন দূরে পরিহরি'।
কবে যমুনার জল খাব কর পুরি'॥
নরোত্তম দাসে কয় করি' পরিহার।
কবে বা এমন দশা হইবে আমার॥

প্রার্থনা গান করিতে করিতে প্রায় সকলেরই নৃত্য করিতে ইচ্ছা হয়। নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু কলিকাতায় ব্রাহ্ম-'নগর-কীর্ত্তনে' অনেকদিন নৃত্য করিয়াছিলেন, অতএব যোগী-বাবাজীর সহিত ব্রাহ্ম-রসে নৃত্য করিতে কোন আপত্তি দেখিলেন না; কেবল যখন বাবাজী 'যুগল-রূপরাশি' বলেন, তখন উঁহারা 'অপরূপ-রূপরাশি' এই শব্দ গাইতে লাগিলেন। তাহাতে একটী অপূর্ব্ব শোভা হইল। একজন প্রকৃত বাবাজী, একজন সংসারী বৈষ্ণব—তাঁহার শিখা নাই, আর দুইজন জুতা পায়, চশমা নাকে। তাঁহারা যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন অনেকেই সতৃষ্ণ-নয়নে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বাবাজী কি জগাই-মাধাই উদ্ধার করিতেছেন?

পণ্ডিত-বাবাজীর আশ্রমে বৈষ্ণবদ্বয় ও বাবুদ্বয়

কীর্ত্তনানন্দ-সমুদ্রে সন্তরণ করিতে করিতে তাঁহারা পণ্ডিত-বাবাজীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তন শুনিয়া পণ্ডিত-বাবাজী সমস্ত বাবাজী-মণ্ডলীর সহিত অগ্রসর হইয়া কীর্ত্তনের সম্মুখে দণ্ডবৎ-প্রণাম করত ঐ কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার সময় দুই দণ্ড রাত্র হইয়াছে।

সকলে মণ্ডপে বসিলে মল্লিক-মহাশয় বাবাজীদিগের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার হস্তদ্বয় স্বীয় সঙ্গীদ্বয়ের দেহে ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন,—সমস্ত সংশয় দূর হউক। তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"সকল মনুষ্যই সকলের পদরেণু

লইতে পারে, কিন্তু অদ্য আমাদের হৃদয়ে একটী নবীন ভাবের উদয় হইল—যেন আমরা প্রাতঃস্নান করিয়া পবিত্র হইলাম। কিন্তু ভয় হয়, পাছে এইরূপ বিশ্বাস করিতে করিতে পৌত্তলিক হইয়া পড়ি। কিন্তু সত্য বলিতে কি, অনেক ব্রাহ্ম-কীর্ত্তন করিয়াছি ও দেখিয়াছি, কিন্তু বৈষ্ণব-কীর্ত্তনে যেরূপ প্রেম, সেরূপ প্রেম কোথাও পাই নাই। দেখি, নিরাকার হরি আমাদের শেষ কি করেন।"

তাঁহাদের কথা শুনিয়া প্রেমদাস-বাবাজী ও হরিদাস-বাবাজী কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাঁরা কোথা হইতে আসিয়াছেন? যোগী-বাবাজী তাঁহাদের সমস্ত কথা বলিলে প্রেমদাস কহিলেন,—"গৌরচন্দ্র আপনার দ্বারা এই দুই মহাত্মাকে আকর্ষণ করিলেন, সন্দেহ নাই।"

পণ্ডিত-বাবাজীর নিকট যোগী-বাবাজীর যোগাভ্যাস ব্যতীত 'রস-সমাধি' ও 'রাগ-সাধন' কিরূপে সম্ভব, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন

মণ্ডপে সকলেই সুখাসীন। একটী প্রদীপ এক প্রান্তে মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। অনেকেরই হস্ত পবিত্র ঝুলিকার ভিতর তুলসী-মালায় হরিনাম সংখ্যা রাখিতেছে। যোগী-বাবাজী পণ্ডিত-বাবাজীকে বলিলেন,—"বাবাজী! আপনকার উপদেশ আমার হৃদয়ের অন্ধকার অনেকটা নিবৃত্তি করিয়াছে। কিন্তু একটী সংশয় এই যে, যদি আমরা যোগাঙ্গের প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণা স্বীকার ও অভ্যাস না করি, তবে কিরূপে আমরা 'রস-সমাধি' লাভ করিতে পারিব? 'সিদ্ধ-বিষয়'কে হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইলেও সাধনার প্রয়োজন হয়। 'রাগ' উদ্ভাবনের সাধন কি?"

প্রশ্নটী শ্রবণ করিয়া সকলেই সতৃষ্ণ-নয়নে পণ্ডিত-বাবাজীর গম্ভীর মুখশ্রীতে চক্ষুপাত করিলেন। মল্লিক-মহাশয় একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বোধ হয় তিনি যোগী-বাবাজীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশ্নে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি পণ্ডিত-বাবাজীকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন। তখন পণ্ডিত-বাবাজীর প্রতি তাঁহার সশ্রদ্ধ লক্ষ্য পতিত হইল।

পণ্ডিত-বাবাজীর উত্তর :—(ক) বিষয়-রাগ ও বৈকুণ্ঠ-রাগের পার্থক্য, এবং বৈষ্ণব-সাধন ব্যতীত বৈরাগ্য বা যোগের দ্বারা বৈকুণ্ঠ রাগ-লাভ অসম্ভব

পণ্ডিত-বাবাজী বলিতে লাগিলেন :—

বদ্ধ আত্মার পক্ষে তাঁহার স্বধর্ম্ম-রূপ বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগ কিয়ৎপরিমাণে দুঃসাধ্য অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রাগই বিকৃত হইয়া জড়ীয় বিষয়-রাগরূপে পরিণত হইয়াছে। বিষয়-রাগ যতদূর বর্দ্ধিত হয়, বৈকুণ্ঠ-রাগ ততদূর খর্ব্বিত হইয়া পড়ে। বৈকুণ্ঠ-রাগ যতদূর পরিবর্দ্ধিত হয়, বিষয়-রাগ ততদূর খর্ব্বিত হয়। ইহাই জীবের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। বিষয়-রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেক লোক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া কেবল বিষয়-রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না। তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে।

ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা প্রভৃতি চিন্তা ও কার্য্যসকল যদিও রাগোদয় ফলোদ্দেশে উপদিষ্ট হইয়াছে ও বহুজন-কর্ত্তৃক সাধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট রাগের আলোচনা নাই। তজ্জন্যই যোগীরা প্রায়ই বিভূতি-প্রিয় হইয়া চরমে 'রাগ' লাভ করেন না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব-সাধনই উৎকৃষ্ট।

দেখুন, সাধন মাত্রই কর্ম্ম-বিশেষ। মনুষ্য-জীবনে যে-সকল কর্ম্ম আবশ্যক তাহাতে রাগের কার্য্য হউক, এবং পরমার্থের জন্য কার্য্যসকলে কেবল চিন্তা ও পরিশ্রম হউক, এরূপ যাঁহাদের চেষ্টা তাঁহারা কি বৈকুণ্ঠ-রাগোদয় করিতে শীঘ্র সমর্থ হইতে পারেন? জীবন হইতে বৈকুণ্ঠ-রাগের চেষ্টাসকলকে পৃথক্ রাখিতে গেলে সাধককে একদিকে বিষয়-রাগে টানিবে এবং অন্যদিকে বৈকুণ্ঠ-চিন্তা লইয়া যাইতে থাকিবে। সে-স্থলে যে-দিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে, কিন্তু যে-স্থলে জলের রাগরূপ স্রোত তাহাকে আকর্ষণ করে, সে-স্থলে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বারা

মানস-তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোত অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে।

(খ) যোগ-সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞান-সাধন অপেক্ষা বৈষ্ণব-সাধনে রাগ-মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ

বৈষ্ণব-সাধন রাগমার্গ-দ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠ-রাগ প্রাপ্ত হন। রাগের স্রোত কাহাকে বলে, ইহা জ্ঞাতব্য। বদ্ধ জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ যাহা ভালবাসে এবং শরীর পোষণের জন্য যাহা যাহা প্রিয় বলিয়া বৃত হইয়াছে, সে-সমুদয়ই মানব-জীবনের বিষয়-রাগ। তন্মধ্যে বিচারক্রমে দেখা গিয়াছে যে, পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধে পঞ্চ প্রকার রাগ আছে। চিত্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়-রাগক্রমে ধাবিত হয়। জিহ্বার দ্বারা আহার, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শন, চক্ষের দ্বারা দর্শন। বদ্ধজীবের চিত্ত অনবরতই কোন-না-কোন বিষয়ে সংলগ্ন আছে। বিষয় হইতে চিত্তকে কাহার বলে উঠাইতে পারা যায়? যদিও শুষ্ক ব্রহ্ম-চিন্তাদ্বারা তদ্বিষয়ের কিছু সাহায্য হইতে পারে, তথাপি **ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তা-প্রযুক্ত সাধক তদ্দ্বারা সম্যক্ বল প্রাপ্ত হন না।** অতএব যোগিগণের ও ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অনেক ক্লেশ হয়। **ভক্তি-মার্গে ক্লেশ নাই।** কৃষ্ণভক্তের জীবন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নয়। বিষয়-রাগ ও বৈকুণ্ঠ-রাগ ঐ সাধনে পৃথক্ নয়। মন চক্ষুদ্বারা বিষয়-দর্শন করিতে চায়,—উত্তম, শ্রীমূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করুক্। সেখানে বিষয়-ভোগ ও ব্রহ্ম-সম্ভোগ একই কার্য্য। শ্রবণ করিবে?—কৃষ্ণ-গুণ-গান ও কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করুক! উপাদেয় দ্রব্য আহার করিবে?—সর্ব্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া প্রসাদ পাউক! ঘ্রাণার্থে—অর্পিত তুলসী-চন্দন প্রভৃতি আছে! এবম্ভূত সমস্ত বিষয়ই কৃষ্ণসাধকের পক্ষে ব্রহ্ম-মিশ্রিত। কৃষ্ণ-সাধক সর্ব্বত্র ব্রহ্মময়। তাঁহার সকল কার্য্যেই বৈকুণ্ঠ-রাগের অনুশীলন, **তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয়পরতা বাধক নয়, বরং প্রেমফল-সাধক।** সংক্ষেপে রাগমার্গ ও অপর সাধন-মার্গের

সম্বন্ধ দেখাইলাম। আপনি মহানুভব বৈষ্ণব, আমি আর কিছু বলিব না, নিরস্ত হইলাম। যদি ভ্রান্ত হইয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন।

পণ্ডিত বাবাজীর আলোচনায় একদিকে সকলেই মুগ্ধ, অপরদিকে নরেন ও আনন্দ-বাবু রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি সন্দিহান

পণ্ডিত-বাবাজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। যোগী-বাবাজী যদিও যোগ-বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, তথাপি তাঁহার বৈষ্ণব-রসে সম্যক্ অধিকার ছিল। তিনি এখন নিঃসংশয় হইয়া পণ্ডিত-বাবাজীর চরণ-রেণুর আস্বাদ লইলেন। পণ্ডিত-বাবাজী তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। মল্লিক-মহাশয় তখন কি বোধ করিলেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু কয়েকদিন হইতে শ্রীমূর্ত্তি পূজার মূল-তত্ত্ব বিচার করিতেছিলেন। যোগী-বাবাজী তাঁহাদিগকে 'শ্রীচৈতন্য-গীতা' গ্রন্থ পড়িতে দেন। তাহা পড়িয়া এবং নানাবিধ বিচার করিয়া বিগ্রহ-পূজার তাৎপর্য্য অনেকটা জানিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধা হয় নাই। পণ্ডিত-বাবাজীর গম্ভীর প্রেমগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—**"হায়! আমরা কেবল বিদেশীয় বিদ্যায় মুগ্ধ আছি! নিজ দেশে কি কি অমূল্য রত্ন আছে তাহা জানি না!"**

নরেন-বাবু কহিলেন,—"আনন্দ-বাবু! রাজা রামমোহন রায় তবে কি বুঝিয়া শ্রীবিগ্রহ-তত্ত্বের অবহেলা করিয়াছেন? বোধ হয় তাঁহার এ-বিষয়ে কিছু ভ্রম হইয়াছিল! রাজা রামমোহন রায়ের ভ্রম? এ-কথা বলিতে ভয় হয়! যে রামমোহন রায়ের কথায় আমরা ব্যাস-নারদকে ভ্রমাত্মক বলিয়া বিশ্বাস করি, আজ কোন্ মুখে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিব?"

আনন্দ-বাবু বলিলেন,—"ভয় কি? সত্যের জন্য আমরা রামমোহন রায়কেও ত্যাগ করিতে পারি।"

কৌশলময় কীর্ত্তনমুখে সঙ্গীত্রয়কে লইয়া যোগী-বাবাজীর কুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন

রাত্রি অনেক হইল। যোগী-বাবাজী স্বীয় সঙ্গীত্রয় লইয়া চলিলেন। পথে এই গানটী গাইতে গাইতে চারিজনে কুঞ্জে পৌঁছিলেন,—

কেন আর কর দ্বেষ, বিদেশী-জন-ভজনে।
ভজনের লিঙ্গ নানা, নানা দেশে নানা জনে ॥ ১ ॥
কেহ মুক্তকচ্ছে ভজে, কেহ হাঁটু গাড়ি' পূজে।
কেহ বা নয়ন মুদি', থাকে ব্রহ্ম-আরাধনে ॥ ২ ॥
কেহ যোগাসনে পূজে, কেহ সংকীর্ত্তনে মজে।
সকলে ভজিছে সেই, একমাত্র **কৃষ্ণধনে** ॥ ৩ ॥
অতএব ভ্রাতৃভাবে থাক সবে সুসদ্ভাবে।
হরিভক্তি সাধ সদা, এ-জীবনে বা মরণে ॥ ৪ ॥

গানের সময় আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু "কৃষ্ণধনে" বলিতে লজ্জা বোধ করিয়া "ভগবানে" শব্দ ব্যবহার করিয়া সুর দিতেছিলেন, তাহা যোগী-বাবাজী তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করেন। কিন্তু সে-রাত্রে কিছু বলিলেন না।

সকলে ভক্তিভাবে কিছু কিছু প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিলেন।

চতুর্থ প্রভা সমাপ্ত।

পঞ্চম প্রভা

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-সম্প্রদায়ের ধারণা—বৈষ্ণবগণ লম্পট এবং "লাম্পট্য"ই ভক্তিধর্ম্ম

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা চিন্তাক্রমে অনেকক্ষণ নিদ্রা হয় নাই। **নরেন-বাবু** কহিলেন,—"আনন্দ-বাবু! আপনকার কিরূপ বোধ হইতেছে? আমরা চিরকাল জানিতাম যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম নিতান্ত হেয়। কতকগুলি লম্পট, লম্পট-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে দেবতা করিয়া থাকে। সেদিনেও রেবরণ্ড্ চার্চ সাহেব এ-বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের প্রধান আচার্য্য-মহাশয় অনেকবার আমাদিগকে কৃষ্ণ-বিষয়ে বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণবেরা ভক্তি ভক্তি করেন, কিন্তু **স্ত্রী-পুরুষের লাম্পট্যকেই তাঁহারা ভক্তি বলেন।** 'ভক্তি' বলিয়া যে একটী বিশেষ বৃত্তি আছে, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান করেন না। কিন্তু বৈষ্ণবদের যে-সকল ভাব-ভঙ্গী দেখিতেছি এবং যে তত্ত্বগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে উহাঁদের প্রতি আমার আর ততদূর অশ্রদ্ধা হয় না, আপনি কি বলেন?"

আনন্দ-বাবু কহিলেন,—কি জানি, কি-কারণে আমার বৈষ্ণবদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা হইতেছে? পণ্ডিত-বাবাজী কি পবিত্র পুরুষ! তাঁহাকে দেখিলে ঈশ্বর-ভক্তি উদিত হয়। তাঁহার বাক্যগুলি অমৃত-স্বরূপ। তাঁহার নম্রতা সর্ব্বদা অনুকরণীয়। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সীমা নাই। দেখুন, যোগ-শাস্ত্রে কতদূর পারদর্শী ও পণ্ডিত, তথাপি তিনি পণ্ডিত-বাবাজীর নিকট কত কথা শিক্ষা করিলেন।"

শ্রীবিগ্রহ-পূজা পৌত্তলিকতা বলিয়া নরেন-বাবুর সন্দেহ ও তৎসম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা

নরেন-বাবু কহিলেন,—"আমি পণ্ডিত-বাবাজীর বক্তৃতায় একটী অপূর্ব্ব কথা সংগ্রহ করিয়াছি। বৈষ্ণবেরা যে শ্রীবিগ্রহ-পূজা করেন, সে ঈশ্বরাতিরিক্ত একটী পুত্তলিকা নয়, কিন্তু ঈশ্বর-ভক্তির উদ্দীপক নিদর্শন মাত্র। কিন্তু আমার সংশয় এই যে, ঈশ্বর-ভাবকে তদ্রূপ নিদর্শনদ্বারা লক্ষ্য করা উচিত কিনা? ঈশ্বর—সর্ব্বব্যাপী ভূমা পুরুষ। তাঁহাকে দেশ-কাল-ভাবে বশীভূত করিয়া তাঁহার আকার স্থাপন করিলে, তাঁহার গৌরবের লাঘব করা হয় কিনা? অপিচ 'এক'-বস্তুতে 'অন্য'-বস্তুর কল্পনা করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য হয়?"

শ্রীবিগ্রহ-পূজা সম্বন্ধে আনন্দ-বাবুর অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ধারণা

আনন্দ-বাবু একটু অধিক বুঝিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন,— নরেন-বাবু! আমি এরূপ সন্দেহ আর করিতে চাই না। পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পুরুষ, তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। সমস্তই তাঁহার অধীন। তাঁহার হিংসা উৎপন্ন করিতে পারে, এমত কিছুই নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি অর্জ্জন করিতে যে-কিছু কার্য্য করা যায়, তিনি হৃদয়-নিষ্ঠা লক্ষ্য করিয়া তাহার ফল দান করেন। বিশেষতঃ সমস্ত নিরাকার তত্ত্বেরই নিদর্শন আছে। নিদর্শন যদিও লক্ষিত বস্তু হইতে ভিন্ন বটে, তথাপি তদ্দ্বারা তদ্বস্তুর ভাব উপস্থিত হয়। ঘটিকাযন্ত্র-দ্বারা নিরাকার কাল, প্রবন্ধদ্বারা অতি সূক্ষ্ম-জ্ঞান, এবং প্রতিকৃতির দ্বারা দয়া-ধর্ম্মাদি নিরাকার বিষয়সকল যখন পরিজ্ঞাত হইতেছে, তখন ভক্তি-সাধনে আলোচ্যগত লিঙ্গরূপ শ্রীবিগ্রহদ্বারা যে উপকার হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। **শ্রীমূর্ত্তিকে পৌত্তলিক ব্যবস্থা বলিয়া ঘৃণা করা উচিত বোধ হয় না। বরং নিদর্শনের বিষয়-বিবেচনায় বিশেষ আদর করা যাইতে পারে। ঘটিকা ও পুস্তককে যদি যত্ন করিয়া রাখা যায়, তবে ঈশ্বর-**

ভাবোদ্দীপক শ্রীবিগ্রহকে পূজা করিলে দোষ কি? ঈশ্বর জানেন যে, তুমি তাঁহারই উদ্দেশ করিতেছ। তিনি তাহাতে অবশ্য তুষ্ট হইবেন।"

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আশ্বাস দিয়া বাবাজী-কর্ত্তৃক সকলকে নিদ্রাগত হওয়ার উপদেশ

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বাবাজী ও মল্লিক-মহাশয় নিদ্রিত হইয়াছেন। তজ্জন্যই তাঁহারা স্পষ্টরূপে ঐসকল বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। যোগী-বাবাজী সর্ব্বদাই উন্নিদ্র, অতএব ঐ সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া একটু ভঙ্গী করিয়া কহিলেন,—"রাত্রি অধিক হইয়াছে, অদ্য নিদ্রা যাউন। আগামীকল্য ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিব।"

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু এখন অনেকটা শ্রদ্ধালু হইয়াছেন। বাবাজীর অনুগ্রহ দেখিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন,—"বাবাজী! আমরাও শ্রীযুত মল্লিক মহাশয়ের ন্যায় আপনকার চরণ আশ্রয় করিলাম। আপনকার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।"

বাবাজী কহিলেন,— যথাসাধ্য কল্য যত্ন পাইব"।

কিছুকাল মধ্যে সকলেই নিদ্রিত হইলেন। বাবাজী তাঁহাদের নিদ্রা দেখিয়া কি কি যোগাঙ্গ সাধন করিলেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না।

রাজযোগ-ব্যাখ্যায় যোগী-বাবাজী—রাজ-যোগের আট প্রকার অঙ্গ

প্রাতে উঠিয়া বাবাজীর পঞ্চবটী-তলে প্রাতঃক্রিয়া সমাধাপূর্ব্বক সকলেই বসিলেন।

মল্লিক-মহাশয় রাজ-যোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী বলিতে লাগিলেন :—

"**সমাধিই রাজ-যোগের মূল অঙ্গ**। সমাধি-প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রথমে যম, পরে নিয়ম, পরে আসন, পরে প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার, পরে ধ্যান ও ধারণা,

এই কয়েক অঙ্গের সাধনা করিতে হয়। সাধক যদি সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও শুচিমান্ হন, তবে প্রথমেই আসন অভ্যাস করিবেন। **যদি তাঁহার চরিত্রের দোষ থাকে অথবা ম্লেচ্ছাদির অপবিত্র ব্যবহার তাঁহার স্বভাবে দেখা যায়, তবে যম ও নিয়মের নিতান্ত প্রয়োজন** হইয়া পড়ে। পাতঞ্জল-দর্শনই যোগ-শাস্ত্র। আমি পতঞ্জলিকে অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ-যোগের ব্যাখ্যা করিব। পতঞ্জলি কহিয়াছেন :—

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-
ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি ॥ ১ ॥ (পাঃ দঃ ২।২৯)

(১) **যম**, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান ও (৮) সমাধি,—এই আটটী রাজ-যোগের অঙ্গ।

(১) যম—অহিংসা-সত্যাদি পাঁচ প্রকার

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ২ ॥
(পাঃ দঃ ২।৩০)

(ক) অহিংসা, (খ) সত্য, (গ) অস্তেয়, (ঘ) ব্রহ্মচর্য্য, (ঙ) অপরিগ্রহ,—এই পাঁচটী **যম**। যাঁহারা হিংসা-বশ, তাঁহারা হিংসা পরিত্যাগের যত্ন পাইবেন।

(ক) অন্য জীবকে হনন করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। যবনেরা এবং তামসিক ও রাজসিক আর্য্যগণেরাও যোগশিক্ষা করিবার পূর্ব্বে **অহিংসা** অভ্যাস করিবেন।

(খ) যাঁহারা মিথ্যাবাদী, তাঁহারা **সত্য**-বচন ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিবেন।

(গ) যাঁহারা পরধন হরণ করেন, তাঁহারা **অস্তেয়** অভ্যাস করিবেন।

(ঘ) যাঁহারা মৈথুন-প্রিয়, তাঁহারা তাহা হইতে **নিরস্ত** হইতে অভ্যাস করিবেন।

(ঙ) যাঁহারা পরধনের আশা করেন, তাঁহারা সেই আশাকে দমন করিবেন।

(২) নিয়ম—শৌচ-সন্তোষাদি পাঁচ প্রকার

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি **নিয়মাঃ** ॥৩॥

(পাঃ দঃ ২।৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচটী **নিয়ম**। শরীর পরিষ্কার রাখিবেন। মনে সন্তোষ শিক্ষা করিবেন। সর্ব্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিতে শিক্ষা করিবেন। যদি অনেক পাপ করিয়া থাকেন, তজ্জন্য অনুতাপ শিক্ষা করিবেন। বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিবেন। ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা করিবেন।

(৩) আসন—দ্বাত্রিংশৎ প্রকার মধ্যে পদ্মাসন ও স্বস্তিকাসন

(তত্র) স্থির-সুখমাসনম্ ॥ ৪ ॥ (পাঃ দঃ ২।৪৬)

যে-সকল আসনের নাম আমি পূর্ব্বে হঠযোগ-বিবরণে বলিয়াছি, সেইসকল **আসন** রাজ-যোগেও গ্রাহ্য। পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসন রাজ-যোগে প্রসিদ্ধ। **পদ্মাসন যথা :—**

উর্ব্বোরু-পরিবিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্তথা ॥

উভয় পদতল উভয় উরুর উপর সুন্দররূপে রাখিয়া, দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গলি দুই হাতে ধারণ করিবে। পুনশ্চ **স্বস্তিকাসন যথা :—**

জানূর্ব্বোরন্তরে যোগী কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥

জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পদতল রাখিয়া ঋজুকায় সমাসীন হওয়ার নাম স্বস্তিকাসন।

(৪) প্রাণায়াম—রেচক, পূরক, কুম্ভকদ্বারা সিদ্ধ

তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতি-
বিচ্ছেদঃ **প্রাণায়ামঃ** ॥ ৫ ॥ (পাঃ দঃ ২।৪৯)

আসন জয় হইলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদ-লক্ষণ **প্রাণায়াম** অভ্যাস করিবে। যে বায়ু নাসারন্ধ্রদ্বারা বাহ্যে রেচিত হয়, তাহার নাম **রেচক** বা শ্বাস। যে বায়ু নাসারন্ধ্রদ্বারা অন্তঃপুরে গমন করে, তাহার নাম **পূরক** বা প্রশ্বাস। যে বায়ু অন্তঃপুরে স্তম্ভিত হয়, তাহা কুম্ভক। রেচক, পূরক ও **কুম্ভক**দ্বারা প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়।

যম-নিয়ম-সিদ্ধ ব্যক্তি আসন জয়পূর্ব্বক প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে।

(৪) প্রাণায়াম-কার্য্যে (ক) দেশ-ঘটিত, (খ) কাল-ঘটিত এবং (গ) সংখ্যা-ঘটিত বিধিত্রয়

(স তু) বাহ্যাভ্যন্তর-স্তম্ভবৃত্তির্দেশ-কাল-
সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ-সূক্ষ্মঃ ॥ ৬ ॥ (পাঃ দঃ ২।৫০)

বাহ্যাভ্যন্তর স্তম্ভ-বৃত্তিরূপ সেই প্রাণায়াম-কার্য্যে (ক) দেশ-ঘটিত, (খ) কাল-ঘটিত ও (গ) সংখ্যা-ঘটিত কয়েকটী বিধি আছে।

(ক) **দেশ-ঘটিত বিধি** এই যে,—পবিত্র, সমান ও নির্ব্বিরোধী স্থানে যেখানে সাধকের শরীর, মন ও বুদ্ধি নিশ্চল হইতে পারে, সাধক উত্তম চেলাজিন-কুশোত্তর আসনে আসীন হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। স্থানটীর নিকট স্বচ্ছ জলাশয় থাকে। গৃহটী পরিষ্কার হয় এবং সেই স্থানের বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়। লঘুপাক আহারাদি যাহা সাধকের প্রিয়, তাহা সে-স্থানে অক্লেশে পাওয়া যায়। অধিক গোলযোগ না থাকে। সরীসৃপ, জন্তু ইত্যাদি ও মশকাদির উৎপাত না থাকে। স্বদেশ হইতে দূর না হয়। নিজ গৃহ না হয়।

(খ) **কাল-ঘটিত বিধি** এই যে,—শীতের প্রারম্ভে বা শীতের শেষে প্রাণায়াম করিবার প্রশস্ত কাল। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও অধিক রাত্রে প্রাণায়াম অভ্যাস ভালরূপ হয়। অভুক্ত-কালে বা ভোজনান্তে প্রাণায়াম করিবে না। বিশেষ লঘু-ভোজন আবশ্যক। মাদক দ্রব্য এবং মাংস-মৎস্যাদি নিষিদ্ধ। অম্ল, রুক্ষ, লবণ, বিদাহী দ্রব্য নিষিদ্ধ। স্বল্পমিষ্ট দ্রব্য ও স্নিগ্ধ দ্রব্য, বিশেষতঃ

ক্ষীরান্ন মধ্যে মধ্যে সেবনীয়। প্রাতঃস্নানাদি এবং অধিক রাত্রে ভোজনাদি অনিয়মিত কার্য্য নিষিদ্ধ।

(গ) সংখ্যা-ঘটিত বিধি.—আদৌ আসীন হইয়া ষোড়শ সংখ্যক বীজ মননপূর্ব্বক ইড়া বা চন্দ্র নাসিকা-দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। সেই বায়ু চতুঃষষ্টি মাত্রা জপ-সংখ্যা পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবে। পরে ঐ বায়ু দ্বাত্রিংশৎ মাত্রা জপ-সংখ্যা পর্য্যন্ত রেচন করিবে। তদনন্তর সূর্য্য নাসিকা বা পিঙ্গলাদ্বারা ষোড়শ মাত্রা পূরণ করিয়া চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভকান্তে বত্রিশ মাত্রায় ইড়াদ্বারা রেচন করিবে। পুনরায় ইড়াদ্বারা পূরণ করত কুম্ভকান্তে পিঙ্গলাদ্বারা পূর্ব্ব মাত্রা-ক্রমে রেচন করিবে। এইপ্রকার তিনবার করিলে একটী মাত্র প্রাণায়াম হয়। বাম নাসিকা-রন্ধ্রের নাম ইড়া বা চন্দ্র। দক্ষিণ নাসিকা-রন্ধ্রের নাম পিঙ্গলা বা সূর্য্য। কুম্ভক-রন্ধ্রের নাম সুষুম্না। মতান্তরে প্রথমেই রেচক আরম্ভ হয়। ফল সর্ব্বত্র একই প্রকার।

'মাত্রা'দ্বারা নাড়ী-শুদ্ধিক্রমে প্রাণায়ামের কুম্ভক সাধিত হয়

একাদিক্রমে দ্বাদশ মাত্রা প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে **অধম-মাত্রা** সাধিত হয়। ষোড়শ মাত্রা অভ্যাস করিতে পারিলে **মধ্যম-মাত্রা** হয়। বিংশতি মাত্রা অভ্যস্ত হইলে **উত্তম-মাত্রা** হয়। সকল মাত্রাই প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, সন্ধ্যার পর ও মধ্য রাত্রে—এই পাঁচ বার করিতে হয়।

তিনমাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিলে নাড়ী শুদ্ধ হয়। নাড়ী শুদ্ধ হইলে কেবল কুম্ভক নামক প্রাণায়ামের চতুর্থাঙ্গ সাধিত হয়। যথা পতঞ্জলি :—

বাহ্যাভ্যন্তর-বিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৭ ॥ (পাঃ দঃ ২।৫১)

'কেবল'-নামক চতুর্থ কুম্ভকে রেচক-পূরক-শূন্য প্রাণায়াম হইয়া থাকে।

কুম্ভক উত্তমরূপ সাধিত হইলে দুইটী মহৎ ফল হয়। আদৌ মনের প্রকাশাবরণ ক্ষয় হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধারণাকার্য্যে মনের যোগ্যতার উদয় হয়।

(৫) প্রত্যাহার—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার
ইবেন্দ্রিয়াণাং **প্রত্যাহারঃ** ॥ ৮ ॥ (পাঃ দঃ ২।৫৪)

যে-ইন্দ্রিয়ের যে-বিষয়, তাহাতে 'সম্প্রয়োগ' না করিয়া চিত্তস্থ ইন্দ্রিয়-'মাত্রা' স্বরূপে ইন্দ্রিয়গণকে অবস্থিত করার নাম **প্রত্যাহার**। ক্রমশঃ দর্শন-বৃত্তিকে তদ্বৃত্তি-রূপে চিত্তস্থ করিয়া রাখার অভ্যাস করিলে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার হয়। তদ্বৎ সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহার করিতে পারিলে ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও বিষয়-লালসার অভাব হয়। এই প্রক্রিয়াটী কেবল সাধকই অনুভব করিতে পারেন। ইহাকে অভ্যাস করিয়া আমার বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে।

(৬) ধারণা—

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য **ধারণা** ॥ ৯ ॥ (পাঃ দঃ ৩।১)

নাভি, নাসিকা প্রভৃতি কোন কোন দেশ-বিশেষে চিত্তের বন্ধনের নাম **ধারণা**। ধ্যানের সাহায্যে ও সমাধির উদয়ই ধারণার চরম ফল। কিন্তু ধারণা-কালে অনেকানেক বিভূতির উদয় হয়, তাহা এস্থলে বলার প্রয়োজন দেখি না। ইহাই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, যাঁহারা পরমার্থ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা বিভূতি অন্বেষণ করেন না। ধারণাকালে অনেক বিভূতি উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন না। হঠযোগে যাহাকে মুদ্রা বলিয়াছেন, তাহাকেই দার্শনিক যোগীরা ধারণা বলেন।

(৭) ধ্যান—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা-**ধ্যানম্** ॥ ১০ ॥ (পাঃ দঃ ৩।২)

যে-দেশে ধারণা সাধিত হইয়াছে, সেই দেশে জ্ঞানের একতানতার নাম **ধ্যান**। যথা—শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যে-সময় ধারণা সাধিত হয়, সেই ধারণায় ভগবচ্চরণের যে একতান জ্ঞান বা প্রত্যয়, তাহাই ঐ চরণ-ধ্যান নাম প্রাপ্ত হয়। ধারণা স্থির না হইলে ধ্যানের স্থৈর্য্য সম্ভব হয় না।

(৮) সমাধি—রাজযোগে সমাধি-অবস্থায় প্রেমের আস্বাদন সম্ভব

তদেবার্থমাত্র-নির্ভাসং স্বরূপ-শূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ১১ ॥ (পাঃ দঃ ৩।৩)

ধ্যানেও ধারণাগত অর্থ-মাত্র প্রকাশ থাকে, কিন্তু স্বরূপ-শূন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, এমত অবস্থার নাম **সমাধি**। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী তাঁহারা সমাধি লাভ করিলে আর 'বিশেষ'-নামক ধর্ম্মকে লক্ষ্য করেন না। হঠযোগের চরমে তদ্রূপ সমাধিই উদিত হয়। **রাজযোগে সমাধি-অবস্থায় প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। সেই অবস্থায় বিশুদ্ধ প্রেমের আস্বাদন আছে।** সে-বিষয় বাক্যের দ্বারা বলা যায় না। যখন আপনি সে-সমাধি লাভ করিবেন, তাহার অবস্থাও তখন সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন। যাহা যাহা বলিলাম, তদতিরিক্ত বাক্যের দ্বারা উপদেশ করিতে পারি না।"

মল্লিক-মহাশয়ের রাজযোগ-শিক্ষায় আগ্রহ

যোগী-বাবাজী এতাবৎ বক্তৃতা করিয়া নিরস্ত হইলেন। **মল্লিক-মহাশয়** বক্তৃতাকালে একটু একটু সকল কথারই সঙ্কেত লিখিয়াছিলেন। সমাধি পর্য্যন্ত উপদিষ্ট হইলে, তিনি বাবাজীর চরণতলে পতিত হইয়া কহিলেন,—"প্রভো! এ-দাসের প্রতি কৃপা করিয়া যোগাভ্যাসের শিক্ষা প্রদান করুন। আমি আপনকার শ্রীচরণে আমার জীবন বিক্রয় করিলাম।"

বাবাজী মল্লিক-মহাশয়কে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক কহিলেন, —"একান্তে বসিয়া যোগাভ্যাস করিতে হইবে। অদ্য রাত্রে আপনি যোগাভ্যাস আরম্ভ করিতে পারিবেন।"

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু বাবাজীর পাণ্ডিত্যে ও গাম্ভীর্য্যে ক্রমশঃ প্রীত হইয়া শ্রদ্ধাবনত-মস্তক নম্র করিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন।

বাবাজীর নিকট শিক্ষার জন্য আনন্দ ও নরেন-বাবুর প্রস্তাব

আনন্দ-বাবু কহিলেন,—"বাবাজী-মহাশয়! আমরা সিংহের ন্যায় আসিয়া-

ছিলাম, এক্ষণে কুক্কুরের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। আসিবার সময় মনে করিয়াছিলাম যে, হিন্দু-সমাজ **পৌত্তলিক পূজা** ও **নিরর্থক ব্রতাদিতে ব্যস্ত** হইয়া সামাজিক জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সেই জীবন পুনরায় অর্পণ করিব। আমাদের মনে ছিল যে, বৈষ্ণবগণ তত্ত্বজ্ঞানে ক্ষমতাবিহীন হইয়া কেবল পর-বাক্যে নিরর্থক সংসার বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকেন। **বৈরাগ্য গ্রহণ—কেবল বৈষ্ণবী-লাভের উপায়-স্বরূপ**। আমরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আলোক প্রচার করিয়া বৈষ্ণবদিগের চিত্ত-তমঃ দূর করিব। আপনকার শ্রীচরণে কয়েক দিবস আসিয়াছি মাত্র। কিন্তু আপনকার আচার-ব্যবহার, পাণ্ডিত্য ও পারমার্থিক প্রেম দৃষ্টি করিয়া, আমাদের কুসংস্কার দূর হইয়াছে। বলিতে কি, এখন আমরা স্থির করিয়াছি যে, আপনকার শ্রীচরণে থাকিয়া অনেক তত্ত্ব-বিষয় শিক্ষা করিব।"

বৈষ্ণবগণ নির্দ্দোষ অথচ পৌত্তলিক বলিয়া সংশয় হওয়ায় বাবাজীর নিকট প্রশ্ন

নরেন-বাবু বাবাজীর চরণে দণ্ডবৎ করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন,—"যদি আমাদের প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তবে কয়েকটী সংশয় নিরসনপূর্ব্বক আমাদিগকে মানস-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করুন। আমি একথা নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অত্যন্ত দোষহীন। যে-যে বিষয়কে দোষ বলিয়া আমাদের তার্কিক অন্তঃকরণে কুতর্ক উঠিতেছে, সে-সকল বাস্তবিক দোষ নয় বা ভ্রম নয়, কিন্তু কোনপ্রকার ভঙ্গিবিশেষ। ভঙ্গি-ক্রমে কোন দূরবর্ত্তী তত্ত্ব লৌকিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আপনার ন্যায় মহানুভব পণ্ডিতগণ যে ভ্রমের পূজা করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।"

বাবাজী-কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-তত্ত্ব আলোচনা

বাবাজী সহাস্য-বদনে কহিলেন,—"বাবুজী! আপনি সত্যের নিকটস্থ হইয়াছেন। **বৈষ্ণব-তত্ত্ব বাস্তবিক 'অপরোক্ষবাদ'**। যাহা হঠাৎ শুনা যায়

বা দেখা যায়, তাহা নয়। **বৈষ্ণব-তত্ত্ব সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত-বিষয়ক** অর্থাৎ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সমস্ত ইতিহাস, বর্ণনা ও বিবরণই প্রকৃতির অতীত-জগৎ সম্পর্কীয়। সেই জগৎকে সাধারণের নিকটে 'বৈকুণ্ঠ' বলিয়া বলি। সেই জগতে যে বিচিত্রতা ও বিশেষত্ব আছে, তাহা কথায় বলা যায় না বা মনে ধ্যান করা যায় না; যেহেতু কথা ও মন সর্ব্বদাই ভৌতিক চেষ্টায় আবদ্ধ আছে। ভৌতিক জগতে তত্তদ্বিষয়ের যে-সকল 'সদৃশ'-তত্ত্ব আছে, তাহাদিগকে অবলম্বনপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব বৈষ্ণব-ধর্ম্মে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পরম সমাধিযোগে বিবেচিত এবং পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। এই জন্যই ইহাতে যুক্তিবাদ হইতে উৎপন্ন ধর্ম্মসকল অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও গূঢ় সত্যসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুক্তিদ্বারা যে-সমস্ত ধর্ম্ম নির্ণীত হয়, সে-সকল ধর্ম্ম ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সমাধি-যোগে যে-ধর্ম্মের উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম জানিবেন। প্রেমই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জীবন **প্রেম কদাপি যুক্ত্যনুগত ধর্ম্মে সাধিত হইতে পারে না**। পরম সৌভাগ্যক্রমে আপনারা বৈষ্ণব-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছেন। অদ্য প্রসাদ-সেবার পর আপনাদের সংশয়সকল শ্রবণ করিয়া যথাসাধ্য তন্নিরসনে যত্ন পাইব।"

শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে বাবাজীর সহিত বাবুত্রয়ের নৃত্য-কীর্ত্তন

ঠাকুর-ঘরে সেই সময় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। বাবাজী কহিলেন,—"পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। চলুন, আমরা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করি।"

সকলেই উঠিয়া করযোড়পূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন করিতে লাগিলেন। বাবাজীর চক্ষু হইতে দর দর প্রেম-বারি বহিতে লাগিল। বাবাজী এই পদটী বলিতে বলিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।—

"জয় রাধে কৃষ্ণ, জয় রাধে কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন-চন্দ্র।"

বাবাজীর নৃত্য ও প্রেম দেখিয়া মল্লিক-মহাশয়ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

নরেন-বাবু আনন্দ-বাবুকে কহিলেন,—"আমরাও নৃত্য করি, এখানে কেহ এমত নাই, যিনি আমাদিগকে উপহাস করিবেন। যদি অদ্য সংশয় দূর হয়, তবে

আর রাধাকৃষ্ণ বলিতে লজ্জা করিব না।” এই বলিয়া তাঁহারা দুইজনে হাত-তালি দিয়া বাবাজীর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। পূজারী মহাশয় চরণামৃত আনিয়া দিলে সকলেই পান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে অন্ন ভোগ হইয়া গেল।

বাবাজী ও বাবুত্রয় বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত প্রসাদ পাইলেন।

পঞ্চম প্রভা সমাপ্ত।

———

ষষ্ঠ প্রভা

নরেন-বাবুর নিকট ব্রাহ্মাচার্য্যের পত্র ও তাহার ফল

কয়েক দিবস বৃষ্টি না হওয়ায় রৌদ্রের উত্তাপ অধিক হইয়াছে। প্রসাদ পাইয়া যোগী-বাবাজী তাঁহাদিগকে লইয়া পঞ্চবটীর তলে বসিলেন। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে। অনেক প্রকার কথা হইতে লাগিল, এমত সময় ডাক-হরকরা দুই-খানি পত্র লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি পত্র নরেন-বাবু গ্রহণ করিলেন। আর একখানি মল্লিক-মহাশয় পড়িতে লাগিলেন।

নরেন-বাবুর পত্রখানি তিনি যত্ন-সহকারে সভায় পাঠ করিলেন। কলিকাতার ব্রাহ্মাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

নরেন-বাবু,

প্রায় ১০ দিবস হইল তোমার পত্র পাই নাই। পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম তোমার নিকট হইতে অনেক আশা করেন। বৃন্দাবন-প্রদেশের যুবকবৃন্দের মন পৌত্তলিক-ধর্ম্মের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল কীর্ত্তনের সুরই ভাল, আর কিছু ভাল নাই। স্বল্পকালের মধ্যে যদি পার কোন নূতন সুর শিক্ষা করিয়া আসিবে, এখানে হরেন্দ্র-বাবু সেই সুরে 'ব্রাহ্ম-সঙ্গীত' প্রস্তুত করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে তুমি যাহা করিতেছ, তাহার সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাইবে। তোমাদের আনুকূল্য গত মাস হইতে বাকী পড়িয়াছে, অবগত করিলাম।

তোমার হৃদয়ভ্রাতা—

—শ্রী———

নরেন-বাবু পত্রখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ ঈষৎ হাস্য করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—"কি হয় দেখা যাউক। বোধ হয়, ব্রাহ্ম-সমাজের আনুকূল্য আমার নিকট আর আশা করিতে হইবে না।"

মল্লিক-মহাশয়ের নিকট নিত্যানন্দ-বাবাজীর পত্র

নরেন-বাবুর পত্র পঠিত হইলে মল্লিক-মহাশয় প্রফুল্ল-বদনে তাঁহার পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। আহিরীটোলা হইতে নিত্যানন্দ-দাস বাবাজী লিখিয়াছেন,—

সকল-মঙ্গলালয়েষু,

আপনকার পারমার্থিক কুশল-সংবাদ প্রাপ্ত হইবার জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত আছি। গত রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আপনি বৈষ্ণব-বেশ ধারণ করত কীর্ত্তন-সমাজে নৃত্য করিতেছেন। যদি তাহাই বাস্তবিক হয়, তথাপি আমি তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হই না, যেহেতু আপনি যোগী-বাবাজীর সহিত সাধু-সঙ্গ লাভ করিয়াছেন। তাহাতে অবশ্যই হরিভক্তি-লতিকার বীজ লাভ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যথা, কৃষ্ণদাস-বাক্য,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তি-লতা-বীজ॥
সেই বীজ ইত্যাদি। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১)

যাহা হউক, আপনি যোগ অভ্যাস করিতে বিশেষ উৎসুক আছেন, তাহা আমি জানি। কিন্তু কেবল শুষ্ক যোগ অভ্যাস করিবেন না। বাবাজী যোগী হইয়াও পরম রসিক। তাঁহার নিকট কিছু রসতত্ত্ব শিক্ষা করিবেন। যদি পারেন, বাবাজীর অনুমতি লইয়া পরমারাধ্য পণ্ডিত-বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আপনকার সঙ্গ ভাল নয়। **ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টিয়ান্ বা মুসলমানেরা অত্যন্ত যুক্তিপ্রিয় ও তর্ক-রত।** তাঁহাদের সহিত সঙ্গ করিলে সরস চিত্তের রস-ভাণ্ডার শুষ্ক হইয়া যায়। একমাত্র পরমেশ্বরই সর্ব্বকর্ত্তা এবং তাঁহার উপাসনা সকলেরই কর্ত্তব্য—ইহা জানিলেই যথেষ্ট হয় না। উপাসনা দুই প্রকার অর্থাৎ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ উপাসনা যুক্তির অধীন। তাহা প্রার্থনা, বন্দনাদি, কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্যতা-বুদ্ধি হইতে উদিত হয়। অন্তরঙ্গ

উপাসনায় সে-সকল ভাব থাকে না, কিন্তু উপাসনা-কার্য্যসকল কোন অনির্ব্বচনীয় গূঢ় আত্মরতি হইতে স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

ভরসা করি, কাঙ্গাল বৈষ্ণবের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবেন। অন্ত এই পর্য্যন্ত।

অকিঞ্চন—

—শ্রীনিত্যানন্দ দাস।

পত্র-শ্রবণে বাবুদ্বয়ের জীবনে ধিক্কার

নরেন-বাবু বিশেষ মনোযোগের সহিত ঐ পত্রখানি শুনিলেন। নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন,—"শুষ্ক যুক্তিবাদকে ধিক্। বাবাজী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সত্য। আনন্দ-বাবু, হায়! আমরা এত দিবস নিত্যানন্দ-দাস বাবাজীর সহিত কেনই বা আলাপ করি নাই। বাবাজী মল্লিক-মহাশয়ের নিকট আসিতেন, আমরা কুসঙ্গ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে দেখিলেই চলিয়া যাইতাম। পরমেশ্বর হরি যদি আমাদিগকে পুনরায় কলিকাতায় লইয়া যান, তবে আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা যাচ্ঞা করিব।"

বাউল-বাবাজীদ্বয়ের কীর্ত্তনমুখে প্রবেশ

নরেন-বাবুর কথা সমাপ্ত না হইতে হইতে, দুইটী বাউল-বাবাজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের হাতে করঙ্গ ও গোপী-যন্ত্র, মুখে গোঁফ-দাড়ি, চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, পরিধানে কৌপীন ও বহির্ব্বাস। বাবাজীদ্বয় এই গানটী গাইতে গাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—

আরে! গুরু-তত্ত্ব জেনে কৃষ্ণ-ধন চিন্‌লে না।
ধ্রুব-প্রহ্লাদের মত এমন ভক্ত আর হবে না॥
দেখ চাতক-নামে এক পক্ষ, তারা কৃষ্ণনামে হয় দক্ষ,
কেবলমাত্র উপলক্ষ, বলে ফটিক জল দে' না।
তারা নবঘন বারি-বিনে, অন্য বারি পান করে না।

দেখ সর্ব্বঅঙ্গে ভস্ম মাখা, আর সর্ব্বদা শ্মশানে থাকা,
গাঁজা ভাং ধুতুরা ফাঁকা, ভাব-রসে হয় মগনা।
সে যে ত্রিপুরারি, প্রেম-ভিখারী, কৃষ্ণ-পদ বৈ জানে না।
জাতে অতি অপকৃষ্ট, মুচিরাম-দাস প্রেমীর শ্রেষ্ঠ,
মহা-ভাবেতে নিষ্ঠ, করে ইষ্ট-সাধনা।
তার মন যে চাঙ্গা, কাটুয়ায় গঙ্গা, গঙ্গাতে গঙ্গা থাকে না॥

বাউল-সম্প্রদায় বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদী

গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা একটু বিশ্রাম করত যোগী-বাবাজীর আজ্ঞা লইয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেন।

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহাঁরা কে?"

বাবাজী কহিলেন,— ইহাঁরা বাউল-সম্প্রদায়ের বাবাজী। ইহাঁদের মত ও আমাদের মত ভিন্ন। যদিও ইহাঁরা শ্রীচৈতন্য-প্রভুর নাম করিয়া বেড়ান, তথাপি ইহাঁদিগকে আমরা বৈষ্ণব-ভ্রাতা বলিব না। যেহেতু ইহাঁরা স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি কদর্য্য মত অবলম্বন করেন, **ইহাঁরা বস্তুতঃ অদ্বৈতবাদী**।

চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চারি আচার্য্য ও তাঁহাদের মতের ঐক্য ও সাম্য

নরেন-বাবু বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজী-মহাশয়! বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কয়টী প্রধান শাখা এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে সকল শাখার মত এক?"

বাবাজী কহিলেন,—"বৈষ্ণব-ধর্ম্মে প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটী সম্প্রদায় আছে। তাহাদের নাম **শ্রী**-সম্প্রদায়, **মাধ্বী** সম্প্রদায়, **বিষ্ণুস্বামী** সম্প্রদায় এবং **নিম্বাদিত্য** সম্প্রদায়। শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীমধ্বাচার্য্য স্বামী, শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীনিম্বাদিত্য স্বামী ঐ চারিটী মতের আদি প্রচারক। ইহাঁরা সকলেই দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সকল সম্প্রদায়-বৈষ্ণবের একই মত :—

১। পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সমস্ত বিধির বিধাতা।

২। পরমেশ্বরের একটী পরম সুন্দর সর্ব্বমঙ্গলময় অপ্রাকৃত স্বরূপ আছে। সেই স্বরূপ ভৌতিক জগতের সমস্ত বিধির অতীত। তাহাতে সমস্ত বিপরীত ধর্ম্মসমূহ অপূর্ব্বরূপে সামঞ্জস্যের সহিত ন্যস্ত আছে। **বিগ্রহ হইয়াও তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্ব আছে।** সুন্দর হইয়াও ভৌতিক ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নয়। **এক দেশস্থিত হইয়াও সর্ব্বদেশে একই সময়ে সম্পূর্ণরূপে অবস্থিতি করেন।**

৩। জড় ও জৈব-জগৎ উভয়ই তাঁহার শক্তিপ্রসূত। তিনি দেশ-কাল ও বিধিসমূহের কর্ত্তা, ধাতা ও সংহর্ত্তা।

৪। জীব স্বরূপতঃ অপ্রাকৃত। কিন্তু ভগবৎ-ইচ্ছাক্রমে জড়ে অনুযন্ত্রিত হইয়া জড়ের ধর্ম্মানুগত সুখ-দুঃখ ভোগ করে। ভগবদ্ভক্তি-ক্রমে জড়-মোক্ষ হইয়া থাকে।

৫। জ্ঞান বা কর্ম্ম-পথ প্রস্তরময়। ভক্তির অনুগত জ্ঞান ও কর্ম্মে দোষ নাই। কিন্তু **ভক্তি—জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে একটী স্বাধীন-তত্ত্ব।**

৬। সাধুসঙ্গ ও ভক্তির আলোচনাই জীবের কর্ত্তব্য।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকল সম্প্রদায় বৈষ্ণবের একমত। কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু কিছু মতভেদ আছে। সকল বৈষ্ণবই জীবকে তত্ত্বতঃ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া বিশ্বাস করেন। সকলেই ভক্তি-মার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্ব-সম্প্রদায়ী ; নেড়া-দরবেশ-সাঁই প্রভৃতি ধর্ম্মধ্বজী অবৈষ্ণব

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্বী-সম্প্রদায় মধ্যে আপনাকে গণনা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা সকলেই মাধ্ব-সম্প্রদায়ী। বাউল, সাঁই, নেড়া, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, অতিবাড়ী প্রভৃতি যে-সকল মত আছে, সে-সমুদায়ই অবৈষ্ণব মত।

তাঁহাদের উপদেশ ও কার্য্য অত্যন্ত অসংলগ্ন। অনেকেই তাঁহাদের মতের আলোচনা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করেন। বাস্তবিক বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ঐ সকল ধর্ম্ম-ধ্বজীদিগের দোষের জন্য দায়ী হইতে পারে না।

বঙ্গদেশে মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মই প্রবল। তথায় গোস্বামী মহাজনগণ যে-মত প্রচার করেন, তাহাই গ্রাহ্য। বাউলদিগের মত গ্রাহ্য নয়।

গোস্বামীবর্গের গ্রন্থেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত বিশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ

নরেন-বাবু এইস্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চৈতন্যমহাপ্রভুর মত কি তিনি কোন পুস্তক-বিশেষে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন?"

বাবাজী কহিলেন,—"না, মহাপ্রভু কোন পুস্তক লিখেন নাই। তাঁহার পার্ষদগণ যে-সমস্ত পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতটী বিশুদ্ধরূপে লিখিত আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী—এই চারিজন চৈতন্য-পার্ষদ মহাজন যে-সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় মান্য।"

নরেন-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজী! তাঁহারা কি কি পুস্তক লিখিয়াছেন? সেইসকল পুস্তক কোথায় পাওয়া যায়?"

বাবাজী কহিলেন,—"তাঁহারা অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন, সে-সকল পুস্তকের নাম বলিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। দুই একখানি গ্রন্থের নাম আমি বলিতেছি। শ্রীজীব গোস্বামী যে **ষট্‌সন্দর্ভ** গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সমুদায় ভক্তিতত্ত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ভক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, সে-সমুদায় কথাই সেই গ্রন্থে আছে।"

যাবতীয় বিষয় ও তত্ত্বেরই বিজ্ঞান বর্ত্তমান, তন্মধ্যে ভক্তি-বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ

"জগতের সমস্ত বিষয়েরই একটী একটী বিজ্ঞান আছে। তড়িৎ-তত্ত্ব, জল-তত্ত্ব, ধূম-তত্ত্ব, প্রাণী-তত্ত্ব, সঙ্গীত-তত্ত্ব—এ সমুদায় তত্ত্বেরই একটী একটী বিজ্ঞান

আছে। ঐ বিজ্ঞান উত্তমরূপে আলোচিত না হইলে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না। জগতে যত বিষয় আছে **সকল বিষয় অপেক্ষা ভক্তি-তত্ত্বই গুরুতর**। এমত বিষয়ের যদি একটী বিজ্ঞান না হয়, তবে ভক্তি-তত্ত্ব কিরূপে আলোচিত হইবে? আধুনিক ধর্ম্ম-নিচয়ে ভক্তির বিজ্ঞান দেখা যায় না। আর্য্য-বুদ্ধি হইতে সনাতন-ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। তাহাতে বৈষ্ণব-তত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই কেবল ভক্তি-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা। শ্রীজীব গোস্বামীর **সন্দর্ভে** এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর **ভক্তিরসামৃতসিন্ধু**-গ্রন্থে ভক্তি-বিজ্ঞান বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থ কোন কোন স্থলে ছাপা হইতেছে। আমার বিশেষ অনুরোধ যে, আপনারা ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ করেন।"

ভক্তিশাস্ত্র-পাঠ ও তর্কদ্বারা ভক্তির উদয় হয় না

নরেন-বাবু কহিলেন,—"আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, ভক্তির বিজ্ঞান-শাস্ত্র যে-সকল লোকেরা জানেন না, তাঁহাদের ভক্তি অতিশয় সঙ্কীর্ণ।"

বাবাজী বলিলেন,—"নরেন-বাবু! আমি সেরূপ বলি না। ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম, অতএব সহজ। **ভক্তি কোন পুস্তক হইতে জন্ম পায় নাই। ভক্তি-শাস্ত্রসকল ভক্তি হইতে জন্মিয়াছে। ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করিলেই যে ভক্তি হয়, তাহা দেখিতে পাই না। বরং মূর্খ-বিশ্বাস হইতে যতটা ভক্তির উদয় হয়, অনেক তর্কদ্বারা সেরূপ হয় না**। সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা, পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্ত-নিসেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণ-রূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে।"

কৃষ্ণকে মনুষ্য-জ্ঞানে ঈশ্বর-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন

নরেন-বাবু কহিলেন,—"বাবাজী-মহাশয়! আমার একটী বৃহৎ সংশয় আছে, তাহা দূরীকরণ করিতে আজ্ঞা হয়। জীবের ভক্তি পরমেশ্বরে অর্পিত হইলেই উত্তম হয়। কৃষ্ণে অর্পিত হইলে কিরূপে উত্তম হইতে পারে? কৃষ্ণ কি পরমেশ্বর? আমরা শুনিয়াছি যে, কৃষ্ণ কোনসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া কিছুদিন বহুবিধ কার্য্য করত অবশেষে একটী ব্যাধের হাতে প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাহা হয়, তবে কৃষ্ণে ভক্তি করিলে কি-প্রকারে ঈশ্বর-ভক্তি হইবে? যে-কোন মানুষকে ভক্তি করিলে কি পরমেশ্বরে ভক্তি করা হইতে পারে? আমার বিবেচনায় কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যকে ভক্তি করিলে অনেক মঙ্গল হয়, যেহেতু সাধু-চরিত্র অনেক গুণে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিয়া থাকে।"

কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভক্ত-ভেদে একই ভগবৎ-তত্ত্বের বিভিন্ন প্রকাশ

বাবাজী কহিলেন,—"নরেন-বাবু! যদি কৃষ্ণই পরিত্যক্ত হয়, তবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আর কি গৌরব থাকিল। **'একেশ্বরবাদ'**-ধর্ম্ম অনেক আছে; কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মে রস নাই, যেহেতু তাহাতে পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ নাই। সাধন-কার্য্যে তিনটী বিষয়—অর্থাৎ সাধক, সাধন ও সাধ্যবস্তু। ভক্তি-সাধন-কার্য্যে ভক্তির সাধক, সাধন ও সাধ্য—তিনেরই যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। পরমার্থ-চেষ্টায় সাধন-কার্য্যের তিনটী বিভাগ আছে। কর্ম্ম-সাধন, জ্ঞান-সাধন ও ভক্তি-সাধন। **কর্ম্ম-সাধনে** সাধক অত্যন্ত ফলকামী বা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ। ইহাতে কর্ম্মই সাধন। নিষ্কাম বা সকাম হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। ইহাতে সাধ্য পরমেশ্বর বা সর্ব্বফলদাতা পুরুষ। **জ্ঞান-সাধনে** সাধক চিন্তাময়, সাধনা চিন্তা, ও সাধ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ দুরূহ চিন্তার লক্ষ্যবস্তু। **ভক্তি-সাধনে** সাধক প্রীতিময় ও সাধ্য-বস্তু ভগবান্। যে সাধকের যে পথে রুচি, সেই পথেই তাহার অধিকার। আমরা ভক্তির সাধক, অতএব পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সহিত আমাদের কোন কার্য্য নাই। ভগবানের সহিতই আমাদের কার্য্য। ইহাতে এরূপ বুঝিবেন না যে পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও

ভগবান্, ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব। সাধ্য-বস্তু একই তত্ত্ব। কেবল সাধনা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পান। ইহাতে এরূপও বুঝিবেন না যে, ভগবানের নানা অবস্থা আছে। ভগবৎ-তত্ত্ব একই পদার্থ ও স্বতঃ অবস্থাশূন্য। কিন্তু পরতঃ অর্থাৎ সাধকের অধিকার-ভেদে ভিন্ন প্রকাশ-বিশিষ্ট। আপনি বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিলেই এই কথাটী বুঝিতে পারিবেন।"

নরেন-বাবু কহিলেন,—"বাবাজী-মহাশয়, এই কথাটী আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলুন। আমি কিছু কিছু বুঝিতেছি বটে, কিন্তু শেষে গোলযোগ হইতেছে।"

পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবৎ-তত্ত্বের পার্থক্য আলোচনা

বাবাজী কহিলেন,—"পরমাত্মা, ব্রহ্ম ও ভগবান্—ইহাঁরা একই বস্তুর ত্রিবিধ ভাবমাত্র। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার-কর্ত্তা, সমস্ত জীবের নিয়ন্তা, শক্তিরূপা পরাৎপর ভাবকে **পরমাত্মা** বলা যায়। পরমাত্মা ও পরমেশ্বর একই ভাব। জীবের উচ্চ দৃষ্টি হইলেই পরমাত্মার আবির্ভাব হয়। সমস্ত জগতের অতীত কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবকে **ব্রহ্ম** বলা যায়। ব্রহ্ম বিকারহীন এবং অবস্থাবিহীন। অথচ সমস্তই ব্রহ্মান্তর্গত। ইহাই জীবের দ্বিতীয় অধিকারের ভাব। জীব ও জড় হইতে পৃথক্ স্বরূপবিশিষ্ট সর্ব্ব-শক্তিমান্ অচিন্ত্য কার্য্য-সম্পাদক কোন ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা-রূপ পুরুষকে **ভগবান্** বলা যায়। তাঁহার শক্তিই পরমাত্মারূপে জগৎ-প্রবিষ্ট ও ব্রহ্মরূপে সর্ব্বাতীত হইয়াও তিনি সর্ব্বদা বিগ্রহবান্ ও লীলাবিশিষ্ট।"

নরেন-বাবু বিশেষ গাঢ়রূপে চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আমি আপনকার মতটী এক্ষণে উত্তমরূপে অনুভব করিয়াছি। দেখিতেছি যে, এটী একটী সত্য—কেবল তর্কের সন্তান নহে। আমি অদ্য পরমানন্দ লাভ করিলাম। বৈষ্ণব-তত্ত্ব বড়ই উদার। সকল সম্প্রদায়ের মতকে ক্রোড়ে করিয়া স্বয়ং অধিকতর জ্ঞানালোকে শোভা পাইতেছে।"

আনন্দ-বাবু কহিলেন,—"নরেন-বাবু! বাবাজীর অমৃত নিঃসৃত হইতে

থাকুক। আমি তাহা কর্ণ-কুহরে যত পান করিতেছি, ততই যেন কি একটী আনন্দ আসিয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছে।"

নরেন-বাবু কহিলেন,—"অদ্য হইতে পরমাত্মা ও ব্রহ্মের নিকট বিদায় লইলাম। ভগবানই আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব হইলেন। ভাল, ভগবান্ লইয়া সন্তুষ্ট হই।"

ভগবান্ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় ; নরেন ও আনন্দ-বাবুর মাধুর্য্যে স্বাভাবিক রুচি

বাবাজী কহিলেন,—"আরও কথা আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভগবান্ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়। অতএব ভগবৎ-সাধকেরা দ্বিবিধ। কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যবান্ ভগবানকে ভজনা করেন, কেহ কেহ মাধুর্য্যময় ভগবানকে প্রীতি করেন। নরেন-বাবু! আপনি কি-প্রকার সাধক হইতে ভালবাসেন?"

নরেন বাবু কহিলেন,—"আমার এস্থলে কিছু সন্দেহ আছে। ভগবানকে ঐশ্বর্য্য-চ্যুত করিলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিবে? কিন্তু 'মাধুর্য্য' শব্দ শুনিলেই যেন আমার চিত্তকে পাগল করিতেছে, আমি কিছু বুঝিতে পারি না।"

বাবাজী কহিলেন,—"ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য উভয় স্বভাবেই ভগবত্তা আছে। মাধুর্য্য উৎকট হইলে সমস্ত জগৎকে উন্মত্ত করে।"

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু উভয়েই কহিলেন,—"আমরা মাধুর্য্যই ভালবাসি।"

বাবাজী কহিলেন,—"তবে তোমরা স্বাভাবিক কৃষ্ণভক্ত। ভগবানের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিলেই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের উদয় হয়। এ-সমুদায় বিশেষরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে বিচারিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বকলা-বিশিষ্ট মাধুর্য্য-চন্দ্রমা। তোমাদের হৃৎ-পদ্মে তিনি সম্যক্ উদিত হউন।"

যোগী-বাবাজীর বাক্য নিষ্ফল হইতে পারে না। নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু উভয়-তত্ত্ব একটু গাঢ়রূপে আলোচনা করিয়া বলিলেন,—"অদ্য হইতে আমরা কৃষ্ণদাস হইলাম। মুরলীধারী নবঘন কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের হৃদয়ে সুখাসীন হইলেন।"

বাবাজী কহিলেন,—"দেখ, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আর মাধুর্য্য-ভক্তের গতি কোথা? ঐশ্বর্য্য-ভক্তগণ কি নির্ভয়ে নারায়ণচন্দ্রের প্রতি প্রীতি-চেষ্টা সমুদায় দেখাইতে পারে? ভগবান্ যদি কৃষ্ণ না হইতেন, তবে কি আমাদের সখ্য-রস, বাৎসল্য-রস ও চরম রসরূপ মধুর-রস আমরা তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিতাম?"

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু বাবাজীর চরণরেণু মস্তকে লইয়া কৃতকৃত্য হইলেন। বলিলেন,—"অদ্য হইতে আপনি আমাদিগকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শিক্ষা দেন।"

মল্লিক-মহাশয় সঙ্গীদ্বয়ের রকম দেখিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়া ভাবিলেন,—"মহানুভব গুরুদেবের পক্ষে ইহা কিছু অসম্ভব নয়।"

বাবাজীর উপদেশে বাবুদ্বয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা

বাবাজী কহিলেন,—"তোমরা যদিও ইংরাজী-বিদ্যা অনেক অর্জ্জন করিয়াছ বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন কর নাই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সংস্কৃত গ্রন্থ তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারিবে না। আপাততঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা।"

বাবাজীর অনুমতি-মতে বাবাজীর একজন চেলা একখানি চৈতন্যচরিতামৃত আনিয়া দিলেন। ঐ গ্রন্থ লইয়া আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু একটী কুটীরে বসিয়া গাঢ়রূপে পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন যে সন্দেহ হয়, বাবাজীর নিকট বুঝিয়া লন। আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে-পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত না হয় সে-পর্য্যন্ত ঐ কুঞ্জের বাহিরে যাইবেন না।

আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু একটী কুটীরে বসিয়া পড়েন। দ্বিতীয় কুটীরে মল্লিক-মহাশয় কুম্ভক অভ্যাস করেন। অনেক শ্রোতা আসিয়া আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবুর নিকট বসিতেন। অনেকে মিলিয়া একতানে সুর করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত পড়িতেন, তাহা শুনিতে অত্যন্ত মধুর বোধ হইত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠের স্বাভাবিক ফল — প্রেমাশ্রু ও নৃত্য-গীত

এইরূপে প্রায় দশ দিবস বিগত হইলে তাঁহাদের ঐ গ্রন্থ শেষ হইল। কয়েক

স্থান পাঠ করিবার সময় তাঁহাদের প্রেমাশ্রু গলিত হইতেছিল। কোন কোন সময় পুলকিত অঙ্গে তাঁহারা পুস্তক রাখিয়া এই প্রার্থনাটী গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেন,—

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥
আর কবে নিতাই-চাঁদ করুণা করিবে।
বিষয়-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
সংসার-বাসনা ছাড়ি' শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম্ হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ ব'লে করিব আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে সদা মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম-দাস॥

অনেকগুলি বৈষ্ণব বসিয়া নরেন-বাবুর সুমিষ্ট পাঠ শ্রবণ করিতেন। সনাতন ও রূপের শিক্ষা এবং রামানন্দের সহিত মহাপ্রভুর কথোপকথনে যে-সকল নিগূঢ় তত্ত্বকথা আছে, তদ্বিষয়ে অনেক আলোচনা হইতে লাগিল। চৈতন্যচরিতামৃত দুইবার পঠিত হইলে ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পাঠ হইতে লাগিল। বাবাজী অনেক স্থলে উপদেশ দিয়া সুখী হইলেন।

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর শ্রীনামাশ্রয়

একদিন নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু বাবাজীর চরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া কহিলেন,—"প্রভো! যদি কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীহরিনাম অর্পণ করেন, তবে কৃতার্থ হই।" বাবাজী বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে স্নাত ও ভক্তিদ্বারা আর্দ্র দেখিয়া তাঁহাদিগকে হরিনাম-মহামন্ত্র অর্পণ করিলেন। তাঁহারা নিরন্তর তুলসী-মালায় নাম জপ করিতে লাগিলেন। একদিবস তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আমরা কি তিলক-মালা ধারণ করিব?" তাহাতে বাবাজী কহিলেন,—"যেমন রুচি হয় তাহা কর, আমি বাহ্য-বিষয়ে কোন বিধান করি না।"

বৈষ্ণব-সঙ্গে বাবুদ্বয়ের বৈষ্ণব-বেশ গ্রহণ

যদিও বাবাজী তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন, তথাপি বৈষ্ণব-সংসর্গে তাঁহাদের মনে বৈষ্ণব-বেশ ধারণের স্পৃহা জন্মিল। পরদিন প্রাতে মল্লিক-মহাশয় নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুকে সমাল সতিলক দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—"কৃষ্ণ কি না করিতে পারেন!"

সেই দিবস অবধি আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবুর দাড়ী-গোঁফ দূর হইল। বিলাতি জুতা লুক্কাইত হইল। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে গৃহী-বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিলেন।

বাবুদ্বয়ের জীবে দয়ার উদয়

সন্ধ্যাকালে নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু, নরেন-বাবুর স্ব-রচিত একটী গান করিতেছিলেন শুনিয়া বাবাজী আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছিলেন। গানটী—

কবে বৈষ্ণবের দয়া আমা প্রতি হ'বে।
আমার বান্ধববর্গ কৃষ্ণনাম ল'বে॥
শুষ্ক যুক্তিবাদ হ'তে হইবে উদ্ধার।
ব্রহ্ম ছাড়ি' কৃষ্ণে মতি হইবে সবার॥
সকলের মুখে গুরু-কৃষ্ণ-নাম শুনি'।
আনন্দে নাচিব আমি ক'রে হরিধ্বনি॥
প্রভু গুরুদেব-পদে প্রার্থনা আমার।
মম সঙ্গীগণে প্রভু করহ উদ্ধার॥

ষষ্ঠ প্রভা সমাপ্ত।

সপ্তম প্রভা

ব্রাহ্মাচার্য্যের নিকট পত্রদ্বারা নরেন-বাবুর প্রশ্নের সংবাদ

নরেন-বাবু গত রাত্রে যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রাতে ডাকঘরে পাঠাইলেন। ঐ পত্রখানি প্রধান ব্রাহ্মাচার্য্যকে লিখেন; তাহাতে ভক্তির উৎকর্ষ ও যুক্তিবাদের ধিক্কার বর্ণিত হয়। বিশেষতঃ তাঁহার স্বীয় মনের অবস্থা অত্যন্ত বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। আচার্য্য-মহাশয়কে কয়েকটী প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

প্রেম-কুঞ্জ ও তথাকার উৎসবে সকলের যোগদান

পত্র প্রেরিত হইবার অব্যবহিত পরেই একজন বৈষ্ণব আসিয়া প্রেম-কুঞ্জের মহোৎসবে সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। আনন্দ-বাবু, বাবাজী, মল্লিক-মহাশয় ও নরেন-বাবু—সকলেই যাইবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

বেলা দশ ঘটিকার সময় সকলে পূজা-আহ্নিক ও ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রেমকুঞ্জে যাত্রা করিলেন। প্রেমকুঞ্জ অতিশয় পবিত্র স্থান। অনেকগুলি মাধবী-লতার কুঞ্জ—চারিদিকে প্রাচীর। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ সম্মুখেই শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তিদ্বয় বিরাজমান। বহুতর বৈষ্ণবগণ তথায় কীর্ত্তন করিতেছেন।

অভ্যাগত বৈষ্ণবগণ ক্রমশঃ আসিতে লাগিলেন। সকলেই প্রাঙ্গণে বসিয়া নানাবিধ বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কুঞ্জের এক প্রকোষ্ঠে বৈষ্ণবীগণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেখানে প্রেমভাবিনী নামা জনৈকা বৈষ্ণবী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছিলেন। যদিও বৈষ্ণবীদিগের প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ছিল, তথাপি পুরুষ-বৈষ্ণবদিগের তথায় গমনাগমনের কোন নিষেধ ছিল না।

প্রেমকুঞ্জে স্ত্রী-প্রকোষ্ঠ এবং তথায় প্রেমভাবিনীর চরিতামৃত পাঠ

নরেন-বাবু আনন্দ-বাবুকে কহিলেন,—"দেখুন, ব্রাহ্মগণের আশ্রম ও বৈষ্ণবদিগের আশ্রমের ভেদ কিছু দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মিকাগণ যেরূপ গ্রন্থ পাঠ এবং গীত গান করেন, তদ্রূপ এখানকার বৈষ্ণবীগণও করিতেছেন। বৈষ্ণবদিগের এবম্প্রকার ব্যবস্থা নূতন নহে, অতএব ব্রাহ্মাচার্য্যেরা বৈষ্ণব-ব্যবস্থা দেখিয়াই ব্রাহ্মাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।"

নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে স্ত্রী-প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কৃষ্ণ-কিঙ্করীগণ সকলে ধূলির উপর উপবিষ্ট। প্রেমভাবিনী একটী ছোট আসনে তাঁহাদের মধ্যে আসীন হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। তাঁহার পরিধানে একখানি সাদা ধুতি। ললাটে দীর্ঘ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র। গলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলসীর মালা। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। নিকটে একটী পঞ্চপাত্র। চতুর্দ্দিকে যে-সমস্ত ভক্তমণ্ডলী বসিয়াছেন তাঁহাদেরও সেই প্রকার বেশ এবং হস্তে হরিনামের মালা। সকলেই চাতকের ন্যায় প্রেমভাবিনীর মুখ-পানে চাহিয়া আছেন, প্রেমভাবিনী মধুর স্বরে পড়িতেছেন, যথা,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের **শ্রদ্ধা** যদি হয়।
তবে সেই জীব **সাধুসঙ্গ** করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় **শ্রবণ-কীর্ত্তন**।
সাধন-ভক্ত্যে হয় **সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন**॥
অনর্থ-নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি-**নিষ্ঠা** হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে **রুচি** উপজয়॥
রুচি ভক্তি হৈতে হয় **আসক্তি** প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে **রতির** অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে **প্রেম**-নাম।
সেই প্রেমা—**প্রয়োজন** সর্ব্বানন্দধাম॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৯-১৩.)

রতি কাহাকে বলে ? এবং তাহার স্থান ও পাত্র নির্দ্দেশ

রসভাবিনী নামা একটী শ্রোতা—অল্পবয়স্কা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সখি, রতি কি বস্তু ?"

পাঠকর্ত্রী (প্রেমভাবিনী) তাহাতে কহিলেন,—"রতিই প্রেমের অঙ্কুর।"

রসভাবিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রতি কোথায় থাকে এবং রতি কাহার প্রতি কর্ত্তব্য ?"

প্রেমভাবিনী পুরাতন বৈষ্ণবী। তিনি অনেকবার ঐ সব বিষয়ের আলোচনা করিয়া সমুদায় তত্ত্বের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রসভাবিনীর প্রশ্নে গলিত-চিত্তে প্রেমানন্দে তাঁহার নয়নযুগল হইতে বারি অনবরত বহিতে লাগিল এবং তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"সখি, তোমাদের সাংসারিক বুদ্ধিকে পারমার্থিক বিষয়ে স্থান দিও না। লম্পটদিগের নিকট বিষয়-ব্যবহারে যে রতির কথা শুনিয়াছ, তাহা এ রতি নয়। জড় দেহেতে যে-রতি আছে, সে-রতি চিতানলে দগ্ধ হয়। তোমার সহিত নিত্য-রূপে থাকে না। পৃথিবীতে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহার আছে, তাহা অতি তুচ্ছ; কেন-না দেহের সুখ, দেহের সহিত শেষ হয়। **জীব যিনি—তিনি আত্মা, তাঁহার একটী নিত্য-দেহ আছে। সেই নিত্য-দেহে সকল জীবই 'স্ত্রী' এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র 'পুরুষ'।** জড়দেহের চেষ্টা-সকলকে ক্রমশঃ খর্ব্বিত করিয়া নিত্য-দেহের চেষ্টাকে বৃদ্ধি কর। যেমত জড়ীয় স্ত্রী-দেহের রতি উৎকটভাবে পুরুষের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিত্য স্ত্রী-দেহের অপ্রাকৃত রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত কর। **বিষয়ের প্রতি চিত্তের যে লালসা, তাহাকেই রতি বলি। অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহের যে স্বাভাবিক কৃষ্ণ-লালসা, তাহাই জীবের নিত্য-রতি।** সখি, সেই রতি যদি অনুদিত থাকিত, তাহা হইলে তুমি কেন সর্ব্বস্ব, মান, সম্ভ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রজ-বাস স্বীকার করিবে। **রতি একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। তাহার হেতু নাই।** বিষয় দেখিলেই উত্তেজিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রতি প্রেমের বীজ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সেই বীজকে অঙ্কুরিত কর।"

বলিতে বলিতে প্রেমভাবিনীর ভাবের উদয় হইল। তিনি অস্থিরা হইয়া, "কোথা প্রাণবল্লভ!" বলিয়া পড়িয়া গেলেন! সকলে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাঁহাকে 'হরিনাম' শুনাইতে লাগিলেন।

নরেন-বাবু আনন্দ-বাবুকে বলিলেন,—"দেখ, কি বিশুদ্ধ প্রেম। যে মূর্খগণ বৈষ্ণবগণকে স্ত্রী-লম্পট বলে, তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগা। বৈষ্ণব-প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা বুঝিতে পারে না।

প্রেম-কুঞ্জের উৎসবে প্রসাদ-সেবা

এদিকে একটী শিঙ্গা বাজিয়া উঠিলে সকল বৈষ্ণবগণ প্রাঙ্গণে একত্রিত হইলেন। অভ্যাগত বৈষ্ণবসকল একত্রে মহোৎসবের প্রসাদ সেবায় বসিয়া গেলেন। গৃহী বৈষ্ণবসমূহ অগৃহিগণের সম্মানার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দাদি নামে একটী উচ্চ-ধ্বনি উঠিল। 'প্রেম সুখে'—বলিয়া সকলে প্রসাদ সেবা আরম্ভ করিলেন। শাকান্ন ভোজন-কালে একজন বৈষ্ণব দু'গাছি শাক মুখে দিয়া রোদন করিয়া কহিলেন,—"আহা! কৃষ্ণচন্দ্র কত সুখে এই শাক ভোজন করেন। আমাকে এ শাকের ন্যায় মধুর দ্রব্য আর কিছুই বোধ হয় না।" সকলে কৃষ্ণ-প্রসাদ ভোজন-কালে গদগদ-চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সুখ-চিন্তা করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। সেবা সমাপ্ত হইলে 'প্রেম-সুখে' হরিধ্বনি করিয়া সকলে উঠিলেন।

অধরামৃতের মাহাত্ম্য শ্রবণে বাবুদ্বয় ও মল্লিক-মহাশয়ের তাহা সেবা

মহোৎসব-কর্ত্তা বৈষ্ণবদিগের পত্রাবশিষ্ট কিছু কিছু একত্র করিয়া রাখিলেন। আনন্দ-বাবু যোগী-বাবাজীকে তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায়, বাবাজী কহিলেন,—"ঐ একত্রিত প্রসাদের নাম **'অধরামৃত'**। যিনি জাতি-বুদ্ধি করিয়া ঐ অধরামৃত সেবনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি সমবুদ্ধিরহিত কপট ব্যক্তি। তাঁহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে গণনা করা যায় না। **যে-সকল লোকেরা জাত্যভিমান করে,**

মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল। বিশেষতঃ অভ্যাগত বৈষ্ণবসকল সর্ব্ব জাতি পবিত্র করিয়াছেন। তাঁহাদের অধরামৃত বৈষ্ণব-প্রেমের সহিত সেবন করিতে পারিলে জাতি-মদ দূর হয়। **জাতি-মদ দূর হইলে কৃষ্ণভক্তি হয়।** আনন্দ-বাবু, মল্লিক-মহাশয় ও নরেন-বাবু অতিশয় ভক্তি-সহকারে অধরামৃত সেবন করিলেন।

মানব-জাতির সমতা আনয়নে একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মই সমর্থ

নরেন-বাবু কহিলেন,—"মানবদিগের সমতা প্রচার করিতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মই একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম্ম দেখিতেছি। ব্রাহ্মেরা সমবুদ্ধির অহঙ্কার করেন বটে, কিন্তু কার্য্যে তাঁহাদের উদারতা নাই। এখন বুঝিতেছি যে, ধর্ম্ম-চিন্তায় সর্ব্বজীবকে সমান জ্ঞান করা আবশ্যক। সাংসারিক বিষয়ে আচার ও জন্ম-ক্রমে কিছু তারতম্য রাখা আর্য্যদিগের অভিমত। যখন দেখা যাইতেছে যে, 'জাতি' কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন 'জাতি'-বিচারে যে দোষ ব্রাহ্মেরা দেখাইয়া থাকেন, সে কেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র।" আনন্দ-বাবু ও মল্লিক-মহাশয় উক্ত সিদ্ধান্তের অনুমোদন করিলেন।

সকলের প্রসাদ সেবা হইয়া গেল। বৈষ্ণবসকল 'হরি-বোল' বলিতে বলিতে নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন। কুঞ্জের অধিকারী একজন বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। তিনি অনেক স্নেহ প্রকাশ করিয়া আনন্দ-বাবু, নরেন-বাবু ও মল্লিক-মহাশয়কে স্ত্রী-প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইলেন। তাঁহার মাতৃবৎ স্নেহে মুগ্ধ হইয়া সকলেই প্রীত হইলেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের নিবাস কোথায়? বোধ হয় কলিকাতায়, কেন-না তোমাদের কথা কলিকাতার মত।"

মল্লিক-মহাশয়, আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু আপন আপন পরিচয় দিলেন।

নরেন-বাবুর "পিসীমা" বলিয়া প্রেমভাবিনীর পরিচয় প্রদান এবং পূর্ব্ব কথা আলোচনায় প্রীতির আধিক্য

প্রেমভাবিনী নরেন-বাবুর পরিচয় শুনিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"আমাকে কি চিনিতে পার?"

নরেন-বাবু কহিলেন,—"না।"

প্রেমভাবিনী কহিলেন,—"বল দেখি, তোমার পিসী কোথায় ?"

নরেন-বাবু কহিলেন,—"আমি যখন নিতান্ত শিশু তখন আমার পিসী কাশীধামে যাত্রা করেন, আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহার আকৃতি আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। তিনি আমাকে ডাকাতের গল্প বলিয়া ঘুম পাড়াইতেন।"

প্রেমভাবিনী কহিলেন,—"আমি তোমার সেই পিসী! আমি তোমাকে ছাড়িয়া যখন কাশীধামে যাই, তখন আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। কাশীতে আমি কিছুদিন ছিলাম, কিন্তু কাশীর সংসর্গ ভাল নয় দেখিয়া আমি বৃন্দাবনে আসি। আজ বিশ বৎসর হইল এই কুঞ্জে বাস করিতেছি। এখানে আসা পর্য্যন্ত আমার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে মতি হইয়াছে। আমি বৈষ্ণব-গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া এবং সাধুগণের উপদেশসকল শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ একান্তভাবে হরি-চরণাশ্রয় করিয়াছি। এখানে আসা পর্য্যন্ত আমি আর তোমাদের সমাচার লই নাই অথবা কোন পত্র লিখি নাই। সমাচার লইতে হইলে পাছে সংসার-গর্ত্তে পুনরায় পতিত হই, এই আশঙ্কায় এতাবৎ নিস্তব্ধ ছিলাম। অদ্য তোমাকে দেখা পর্য্যন্ত আমার মনে যেন একপ্রকার প্রফুল্লতা হইতেছে। তোমার তিলক-মালা দেখিয়া আমি তোমাকে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। আমার পিতৃ-কুলের সকলেই শক্তি-মন্ত্রোপাসক। তোমার কিরূপে বৈষ্ণব-চিহ্ন হইল, তাহা বল।"

নরেন-বাবু নিজ বৃত্তান্ত সমুদায় বলিলেন। **প্রেমভাবিনী** তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া আর কথা বলিতে পারিলেন না। "হে নন্দ-তনয়! হে গোপীজনবল্লভ! তুমি যাহাকে কৃপা কর তাহাকে তুমি কি-ছলে গ্রহণ কর, তাহা কে বলিতে পারে ?"—এই কথা বলিয়া প্রেমভাবিনী ভূমে পতিতা হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলক ও ঘর্ম্ম দৃষ্ট হইল। শরীরে কি এক-প্রকার কম্প হইতে লাগিল।

নরেন-বাবু তখন মাতৃস্নেহ-সহকারে পিতৃ-স্বসাকে দুই হস্তে ধরিয়া উত্তোলন করিলেন। আনন্দ-বাবু ও মল্লিক-মহাশয় তাহা দেখিয়া বুদ্ধিহীন-প্রায় হইলেন। রসভাবিনী, কৃষ্ণ-কাঙ্গালিনী, হরি-রঙ্গিণী প্রভৃতি বৈষ্ণবীগণ তখন মধুরস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমভাবিনীর পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বৈষ্ণবী বলিলেন,—"প্রেমভাবিনীর জীবন সার্থক, আহা! ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম উহাতে প্রদীপ্ত হইয়াছে।"

অনেকক্ষণ পরে প্রেমভাবিনীর জ্ঞান হইল। পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া রোদন করিতে করিতে **প্রেমভাবিনী** বলিতে লাগিলেন :—

"নরেন! তুমি যে কয়েক দিবস থাক, এক একবার আমাকে দেখা দিও। তোমার গুরুদেবের চরণে তোমার ভক্তি দৃঢ়া হউক। **গুরু-কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপা হয় না।** তুমি যখন বাটী যাইবে, ব্রজের কিছু রজঃ তোমার জননীর জন্য লইয়া যাইবে।"

নরেন-বাবু কহিলেন,—পিসীমা! তুমি যদি বাটী যাইতে ইচ্ছা কর, আমি বিশেষ যত্ন-সহকারে লইয়া যাইব।"

প্রেমভাবিনী কহিলেন,—"বাবা! আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়াছি। আমার সুখাদ্য, সুবস্ত্র, সুগৃহ ও সুমিষ্ট আত্মীয়বর্গে আর স্পৃহা নাই। একান্ত-চিত্তে কৃষ্ণ-সেবাই আমার লালসা। তুমি যদি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আশ্রয় না লইতে, তোমার নিকটেও আমি পরিচয় দিতাম না। কৃষ্ণভক্ত-জনই আমার মাতা-পিতা, কৃষ্ণভক্ত-জনই আমার বন্ধু-ভ্রাতা। কৃষ্ণই আমার একমাত্র পতি। আমি কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। তোমরা ভাল থাক ও কৃষ্ণভজন কর।"

প্রেমকুঞ্জ হইতে সকলের প্রস্থান এবং পথে রাখাল বালকগণের বসন্তোৎসব দর্শন

যোগী-বাবাজী এমত সময়ে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। মল্লিক-মহাশয়, নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু বৃদ্ধা বৈষ্ণবী ও প্রেমভাবিনীকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে গেলেন।

বাবাজী কহিলেন,—"দিবাবসান হইতেছে ; চল, আমরা স্বীয় কুঞ্জে গমন করি। এই বলিয়া চারি জনে চলিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে দেখিলেন,—একটী কদম্ব-কানন। তথায় কয়েকটী ব্রজ-বালক বৃক্ষতলে রাখাল-বেশে নৃত্য করিতেছে। নৃত্য করিতে করিতে 'বসন্ত'-রাগে নিম্নলিখিত পদটী মৃদুস্বরে গান করিতেছিল,—

অভিনব কুটনল, গুচ্ছ সমুজ্জ্বল,
কুঞ্চিত কুন্তল-ভার।
প্রণয়ী-জনে রত, চন্দন-সহকৃত,
চূর্ণিত বর-ঘন-সার ॥ ১ ॥
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার।
সৌরভ সঙ্কট, বৃন্দাবন-তট,
বিহিত-বসন্ত-বিহার ॥ ২ ॥
অধর-বিরাজিত, মন্দতর স্মিত,
লোচিত নিজ-পরিবার।
চটুল দৃগঞ্চল, রচিত রসোচ্চল,
রাধা-মদন-বিকার ॥ ৩ ॥
ভুবন-বিমোহন, মঞ্জুল নর্ত্তন,
গতি বল্গিত মণি-হার।
নিজ-বল্লব-জন, সুহৃৎ-সনাতন,
চিত্ত বিহরদবতার ॥ ৪ ॥

আনন্দ-বাবু একটু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে বালকবৃন্দ! তোমরা কি করিতেছ ?

বালকদের মধ্যে একজন সম্মুখে আসিয়া বলিল,—"আমরা প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসবে মত্ত আছি।"

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কিছু পয়সা লইবে ?"

বালকেরা উত্তর করিল,—"শ্রীকৃষ্ণের বন-বিহারে পয়সা লাগে না। কিশলয়, বেণু, শৃঙ্গ, বেত্র, গো-ধন ও প্রণয়ী-জন—ইহাঁরাই কৃষ্ণলীলার উপকরণ। মাধুর্য্যই একমাত্র কৃষ্ণলীলার ভাব। আমরা ঐশ্বর্য্য জানি না। আমি সুবল, উনি শ্রীদাম, উনি বলদেব, এই বেত্র, ঐ শৃঙ্গ, এই কদম্ব-কানন; আমরা সকলেই কৃষ্ণের প্রণয়ী-জন। আমাদের কি অভাব? আপনারা প্রস্থান করুন, আমাদের সেবার কাল যায়!"

ব্রজ-ভাব অনুভব করিতে করিতে সকলের যোগী-বাবাজীর কুঞ্জে প্রবেশ

আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু সেস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে গিয়া বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—'ব্রজের ভাবের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর, এখানে সকলেই ভাবুক এবং সমস্তই ভাবময়। বালক প্রভৃতি ত' চৈতন্য-বিশিষ্ট; দেখ, বৃক্ষসকলও নম্র-কন্দরে কৃষ্ণ-লীলায় মুগ্ধ হইয়াছে। পক্ষীসকল সময়ে সময়ে 'রাধাকৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতেছে। আহা! তার্কিকগণের পক্ষে বৃন্দাবন একটী অদ্ভুত দর্শন।"

বলিতে বলিতে বাবাজীর ভাবোদয় হইতে লাগিল। 'হা রাধে! হা বৃন্দাবনেশ্বরি!' বলিয়া বাবাজী স্পন্দহীন হইয়া উঠিলেন!

বাবাজীকে তদবস্থ দেখিয়া আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু একটু মত্তভাবে 'হরি হরি' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আনন্দ-বাবু বলিলেন,— কি আশ্চর্য্য!—ব্রাহ্মাচার্য্য-মহাশয় এই সব ব্রজ-বালককে পৌত্তলিক ধর্ম্মের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে চান! আমি হইলে তাঁহাকে লিখিতাম, বৈদ্যরাজ! আপনার রোগ আপনি শান্তি করুন।

একটু পরে সকলেই পরমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে যোগী-বাবাজীর কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।

তর্ক পরিহারপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সঙ্গে বাবুদের ভক্ত্যঙ্গ-যাজন

প্রতিদিন ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ, তত্ত্ব-বিষয়ে বিচার, হরিগুণ-কীর্ত্তন, তীর্থ-পরিক্রমণ, মহাপ্রসাদ-সেবন, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন প্রভৃতি কার্য্য হইতে লাগিল। বাবুদের বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না। কেহ তর্ক আরম্ভ করিলে তাঁহারা বলেন যে, তর্কের কাল অতিবাহিত হইয়াছে, ব্রাহ্মভ্রাতারা সাকার-নিরাকার, ধর্ম্মাধর্ম্ম লইয়া তর্ক করুন, আমরা হরি-রস পানে মুগ্ধ থাকি। যেখানে অবিদ্যাই পরম-সুখ, সেখানে বিদ্যার মুখে শতমুখী প্রদান করি।

এইরূপে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইল।

সপ্তম প্রভা সমাপ্ত।

অষ্টম প্রভা

নরেন-বাবুর প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মাচার্য্যের পত্র

একদিবস প্রাতে নরেন-বাবু একখানি দীর্ঘ পত্রিকা পাঠ করিতে করিতে আমলকী বৃক্ষের তলে বসিলেন। আনন্দ-বাবু ও মল্লিক-মহাশয় ও কয়েকজন বৈষ্ণব সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নরেন-বাবু! ও পত্রখানি কে লিখিয়াছে?"

নরেন-বাবু একটু শুষ্ক-মুখে কহিলেন,—"ব্রাহ্মাচার্য্য-মহাশয়ের প্রত্যুত্তর পত্র আমি অদ্যই পাইলাম।" আনন্দ-বাবুর প্রার্থনা-মতে নরেন-বাবু ঐ পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন,—

ভ্রাতঃ! তোমার পত্রখানি পাঠ করিয়া যারপরনাই অসুখী হইয়াছি; কি জানি, কাহার কুতর্কে পড়িয়া তুমি কত কষ্টে উপার্জ্জিত জ্ঞান-রত্নকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছ। তোমার কি মনে পড়ে না, যে কত পরিশ্রম করিয়া আমি তোমার কুসংস্কার সমুদায় দূর করিয়াছিলাম? আবার কি-জন্য সেইসকল কুসংস্কারকে বরণ করিতেছ? **ব্রাহ্মপ্রধান প্রভু যীশু বলিয়াছেন যে, ধর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্য সকল-কার্য্য হইতে কঠিন।** কুসংস্কারও লোককে শীঘ্র পরিত্যাগ করে না, কেন-না মানব-জাতি সর্ব্বদাই ভ্রম-পরবশ। পবিত্র যীশুরও ভূত-বিশ্বাস ছাড়ে নাই। অতএব যতই শিক্ষা কর, তোমাদেরও ভ্রম দূর হয় নাই। যদিও তোমার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি আমার কর্ত্তব্য যে, তোমাকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করি। অতএব তোমার প্রশ্নগুলির এক একটী করিয়া উত্তর দিতেছি,—বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক অর্থানুসন্ধান করিবে।

পত্রে উল্লিখিত—ভক্তি-বৃত্তি সম্বন্ধে ব্রাহ্মের মত

তুমি লিখিয়াছ যে, মানবের প্রেম-বৃত্তিই ভক্তি। ভক্তি বলিয়া আর একটী বৃত্তি আছে, তাহা স্বীকার কর না। আমার বিবেচনায় ভক্তি একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি। মানব-সকল নিতান্ত বিষয়-পরবশ হওয়ায় সে-বৃত্তির ব্যাখ্যা হইতে পারে না। যখন পরমেশ্বরকে আমরা পিতা বলিয়া সম্বোধন করি, তখন বাহ্যে পিতৃভক্তি-রূপ বৃত্তিটী কার্য্য করে। অন্তরে সেই ভূমা পুরুষের প্রতি কোন অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধের লক্ষণ দেখায়। যখন তাঁহাকে সখা বলি, তখন সামান্য সখ্য রসের উদয় হয়; কিন্তু তাহার ভিতরে একটী পরমপুরুষগত সম্ভ্রম থাকে। ফল কথা, ভক্তি-বৃত্তির পরিচয় নাই। আমরা উদ্ধত হইলে তাঁহাকে চিনিতে পারিব।

ব্রাহ্ম-মতে পরতত্ত্বের সৌন্দর্য্য অস্বীকার

তুমি লিখিয়াছ যে, ব্রাহ্মেরা অনেক সময় পরমেশ্বরের সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করেন। যদি তাঁহার স্বরূপ নাই, তবে সৌন্দর্য্য কোথায় থাকে। নরেন, এইটা কি যুক্তি? ছল করিয়া কৃষ্ণমূর্ত্তি বিশ্বাস করিবার পথ করিতেছ! আমরা যে সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করি, সে কেবল ভাবগত-মুগ্ধতা মাত্র। ভাবচক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, বাস্তবিক ভূমা পুরুষের সৌন্দর্য্য কিরূপে সম্ভব হয়?

নিরাকার-বাদে ভাব অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য

তুমি লিখিয়াছ যে, ভাবকে যতদূর পারা যায় উন্নত করিতে হইলে যুক্তিকে বিদায় দিতে হয়। একথা কাজের কথা নয়; মানব যুক্তির বলে অন্যান্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিলে পুনরায় ক্ষুদ্র জন্তুর সহিত ঐক্য হইয়া পড়ে। ভাব ততদূর বাড়ুক, যতদূর বাড়িলে যুক্তির সহিত বিরোধ না করে। যেখানে যুক্তির সহিত বিরোধ হয়, সে-স্থলে ভাবকে পীড়া বলিয়া জানিবে। ভক্তি করিবার সময় সর্ব্বদা যুক্তির আশ্রয় লইবে। পরমেশ্বরকে ভাবার্পণ করাই যে চরম কার্য্য, তাহা নয়। সংসারে সন্তানাদি উৎপন্ন করিয়া পরের প্রতি কর্ত্তব্য-সাধন করার নাম তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন। বৈরাগী হইয়া

ভাবাশ্রয় করিলে অবশ্য অধঃপতন হইবে। তুমি থিয়োডোর পার্কারের পুস্তকগুলি বিশেষ যত্ন-সহকারে পড়িয়া দেখিবে।

ব্রাহ্ম-মতে নিরাকার একেশ্বরবাদীতাই ভক্তি-বাদ

তুমি বলিয়াছ যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম—যুক্তিবাদ, তাহা নহে। তুমি জান যে, বিলাতে একেশ্বর-বাদ-ধর্ম্ম দুই প্রকার,—Deist অর্থাৎ যুক্তিবাদী ও Theist অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভক্তিবাদী। যুক্তি-বাদীদিগকে Rationalist বলে। তাহারা পরমেশ্বর স্বীকার করে, কিন্তু উপাসনা স্বীকার করে না। ভক্তিবাদীরা উপাসনা করেন। ব্রাহ্মেরা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করেন। **মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্মকে একেশ্বর-বাদ বলা যায় না।** খ্রীষ্টিয়ানেরা **পরমেশ্বর, যীশু ও ধর্ম্মাত্মা**—তিন-জনকে এক করিয়া মানেন। সে-স্থলে তাঁহারা কিরূপে শুদ্ধ একেশ্বরবাদী হইতে পারেন? মুসলমানের যীশু বা ধর্ম্মাত্মা নাই বটে, কিন্তু তাহাদের যে **সয়তান** আছে, সেও পরমেশ্বরের সমকক্ষ। বিশেষতঃ মহম্মদকে কতকটা দেবতারূপে তাহারা স্বীকার করে। প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহারা একেশ্বরবাদী নহে, **একেশ্বরবাদীরা সম্প্রদায় করেন নাই।** তাঁহারা গ্রন্থ-লেখক। **একেশ্বর ব্রাহ্মেরাই কেবল একেশ্বরবাদীর সম্প্রদায় স্থির করিয়াছেন।** এমত অপূর্ব্ব সম্প্রদায় হইতে তোমরা কি-জন্য **পৌত্তলিক-গর্ত্তে** প্রবেশ করিতেছ?—বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে যুক্তিবাদ বলিলে আর কে ভক্তিবাদী হইবে? ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে ভাবের স্বীকার আছে, কিন্তু ভাবকে সীমাবিশিষ্ট না করিলে ক্রমশঃ যুক্তি-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

নরেন-বাবুকে চাকুরীর প্রলোভন প্রদর্শন

নরেন, তুমি ভাবুকদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র কলিকাতায় আসিবে। এখানে 'ফরেষ্ট'-আফিসে একটী কর্ম্ম খালি আছে। আমি সাহেবের নিকট অনুরোধ করায় তিনি তোমাকে ঐ কর্ম্ম দিতে স্বীকার হইয়াছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে চলিয়া না আসিলে কর্ম্ম পাইবে না।

তোমার হৃদয়-ভ্রাতা—

—শ্রী——

ব্রাহ্মাচার্য্যের পত্রখানি তথায় ৪।৫ বার পঠিত হইল। আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু বিশেষরূপে উল্লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিলেন। শেষে স্থির হইল যে, ব্রাহ্মাচার্য্যের সমুদায় কথাই অকর্ম্মণ্য।

যোগী-বাবাজী-কর্ত্তৃক ব্রাহ্ম-মতের ভ্রান্তি-প্রদর্শন এবং সকলের পণ্ডিত-বাবাজীর মণ্ডপে গমন

বাবাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন,—"জীবের ভক্তি-বৃত্তি প্রেম-বৃত্তি হইতে ভিন্ন নহে। আত্মার ধর্ম্মই রাগ। সেই রাগ পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বলা যায়, জড়ীয় বিষয়ে অর্পিত হইলে বিষয়াসক্ত হয়। বৃত্তি দুই নয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছ, তাহাই সত্য। যদি কোন সংশয় থাকে, তবে একবার পণ্ডিত-বাবাজীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ নিবৃত্তি কর।"

ব্রাহ্মাচার্য্য আর যে যে কথা লিখিয়াছেন সে-সকল স্পষ্টই সম্প্রদায়-পক্ষপাত মাত্র, ইহা নরেন-বাবু নিজেই সিদ্ধান্ত করিলেন।

সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নরেন-বাবু, আনন্দ-বাবু, মল্লিক-মহাশয় ও বাবাজী সকলে একত্রে পণ্ডিত-বাবাজীর নিকট গমন করিলেন।

পণ্ডিত-বাবাজীর মণ্ডপে প্রায় পঞ্চাশ জন সাধু-বৈষ্ণব বসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হরিদাস ও প্রেমদাস পণ্ডিত-বাবাজীর নিকটেই ছিলেন। যোগী-বাবাজী ও তৎসঙ্গিগণকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ-ধ্বনি করিয়া 'আসিতে আজ্ঞা হউক' বলিলেন। তাঁহারা সচ্ছন্দে বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ করত তথায় বসিলেন।

প্রেমদাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজী! আপনার সঙ্গীগুলির বেষ বদল হইয়াছে দেখিতেছি।"

যোগী-বাবাজী কহিলেন,—"হাঁ, কৃষ্ণ উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন উহাঁদের কৃষ্ণ-প্রেম সমৃদ্ধ হয়।"

সকল বৈষ্ণব এক-বাক্যে কহিলেন,—"অবশ্য হইবে। আপনকার কৃপা হইলে কি না হয়।"

পণ্ডিত-বাবাজী-কর্ত্তৃক রস-তত্ত্বালোচনায় সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত-রস-পানের উপদেশ

যোগী-বাবাজী সকলে সুখাসীন হইলে পণ্ডিত-বাবাজীকে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন,— বাবাজী! ইহাঁরা কৃষ্ণ-ভক্ত হইয়াছেন এবং তর্ককে একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এক্ষণে আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি যে, ইহাঁরা রস-তত্ত্বের অধিকার পাইয়াছেন। অদ্য আপনকার চরণে আসিয়া তদ্বিষয় বিস্তৃতরূপে শিক্ষা পাইবার আশা করেন।

পণ্ডিত-বাবাজী রসতত্ত্বের নাম শুনিবা মাত্র রসপূর্ণ হইয়া সমস্ত বৈষ্ণববর্গের নিকট অনুমতি গ্রহণ করিলেন। পরে সাষ্টাঙ্গে গৌরাঙ্গ-চরণে প্রণিপাত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র সম্মুখে লইয়া তত্ত্ব-কথা আরম্ভ করিলেন—

"নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং,
শুক-মুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" (ভাঃ ১।১।৩)

শ্রীমদ্ভাগবত-কর্ত্তা কহিতেছেন,—"সমস্ত নিগম-শাস্ত্র কল্পতরু-স্বরূপ, সেই কল্প-বৃক্ষের ফল—শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র। ফলটী পক্ক হইয়াছে। পক্ক ফল সমুদায় যেমত শুকপক্ষী-কর্ত্তৃক নিপাতিত হয়, ভাগবত-রূপ পক্ক ফল শ্রীশুকদেব-কর্ত্তৃক পৃথিবীতে আনীত হইয়াছে। অন্যান্য ফলের সহিত ইহার এই তারতম্য যে, অপর ফলে খোসা ও আঁটী থাকে, তাহা ইহাতে নাই; যেহেতু ইহা সম্পূর্ণ 'রস' মাত্র। জড়াতীত ব্রহ্ম-চিন্তায় বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বে লয় হয়। শুষ্কব্রহ্ম-চিন্তায় লয় পর্য্যন্তই শেষ, কিন্তু "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি শ্রুতি-প্রতিপাদ্য পরম-রসময় শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় যে লয় ভাব উদিত হয়, তাহাই ভাবুক-জীবনের প্রারম্ভ। অতএব হে ভাবুক-সকল! বৈকুণ্ঠ-ভাবরূপ লয় লাভ করিয়া রস-তত্ত্ব সেবাপূর্ব্বক এই ভাগবত-শাস্ত্ররূপ রস-ফলকে অনবরত পান করিতে থাক।

প্রকৃত 'রস' কাহাকে বলে ?

হে রসিক বৈষ্ণবগণ ! রসই পরমার্থ। জগতে বিষয়ী লোক যাহাকে রস বলেন, আমরা তাহাকে 'রস' বলি না। দেখুন, আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা যেমত বৃক্ষ-রসকে 'রস' বলেন না, যেহেতু তাঁহারা সামান্য বৃক্ষ-রস হইতে কোন উৎকৃষ্ট মানসিক রসকে ব্যাখ্যা করেন ; আমরাও তদ্রূপ **জড়দেহ বা জড়ীয় মন-সম্বন্ধের রসকে 'রস' বলিব না, কিন্তু আত্মাতে যে 'রস' স্বভাব-দ্বারা অনুযন্ত্রিত আছে, তাহাকেই আমরা রস বলি।** তুলনা-স্থলে আমরা কখন খর্জ্জুর বা ইক্ষু-রস ও তজ্জাত গুড়, শর্করা, মিছরি প্রভৃতির উল্লেখ করি ; কখন বা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা-ঘটিত রসসকলকে বর্ণন করি, কিন্তু আমরা আত্মাসমূহ ও সমস্ত আত্মার আত্মা যে শ্রীকৃষ্ণ, তন্মধ্যগত রসকেই একমাত্র বিষয় জানিয়া উদ্দেশ করি।

বিশুদ্ধ অবস্থায় মানবগণ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপ। সে অবস্থায় মন নাই। জড়ীয় শরীর নাই। যিনি মুক্তি অন্বেষণ করেন তিনি ঐ অবস্থাকে অন্বেষণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। জীবসকল তদবস্থ হইয়া পরব্রহ্মের সহিত যে প্রকৃতির অতীত ধামে সহবাস করেন, সেই ধামের নাম বৈকুণ্ঠ। যে-স্বরূপে জীবগণ তদবস্থ হন, সেই স্বরূপ প্রাকৃত দ্রব্যের অতীত বিশুদ্ধ-চিন্ময়। সেই অবস্থায় জীবের যে **ব্রহ্ম-সহবাস-রূপ অমিশ্র সুখ-ভাব, তাহাই 'রস'।**

বিষয়-রস ভক্তি-রসের প্রতিফলিত ভাবমাত্র, কিন্তু পৃথক্ নহে

জড়বদ্ধ হইয়া জীব নিজ বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ বদ্ধাবস্থায় জড়সঙ্গ-ক্রমে জড় ধর্ম্মের গ্লানি-সংযুক্ত হইয়া মনোরূপে পরিণত হইয়াছে। তথাপি আত্ম-ধর্ম্মের বিচ্ছেদ হয় নাই। এখন জড়ীয়ভাবে আত্মার শ্রদ্ধা, আশা ও সুখ। স্বরূপের এরূপ অবস্থা হইলে, আত্মধর্ম্ম যে রস, তাহাও

সুখ-দুঃখরূপ বিষয়-সম্ভোগাদি-রূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। বিকার কাহাকে বলি? শুদ্ধ ধর্ম্মের অপকৃতির নাম বিকার। বিকারেও সুতরাং শুদ্ধ ধর্ম্ম অনুভূত হয়। বিষয়-সম্ভোগাদি-কার্য্যে যে রসের অনুভূতি হয়, তাহাও আত্ম-রসের অপকৃতি। আত্মাতে যে রস ছিল, তাহা অল্প পরিমাণে আত্ম-প্রত্যয়দ্বারা অনুভূত হয়। যদিও বিকৃত রসকে তাহা হইতে সহজ-বুদ্ধিতে অনায়াসে ভিন্ন করিয়া লওয়া যায়, তথাপি নামোচ্চারণ-সময়েই ভিন্ন করিয়া বুঝিবার জন্য আত্মগত রসকে ভক্তি-রস বলা হইয়াছে। **'ভক্তি-বৃত্তি' ও 'বিষয়-প্রেম-বৃত্তি' পরস্পর স্বাধীন তত্ত্ব নহে। দ্বিতীয়টী প্রথমটীর প্রতিফলিত ভাব মাত্র।** যুক্তিবাদীরা কিয়ৎপরিমাণে আত্মরসকে উপলব্ধি করত ভ্রমবশতঃই 'ভক্তি-বৃত্তি' ও 'বিষয়-প্রেম-বৃত্তিকে' পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা কিছুমাত্র ভক্তি-রসের পরিচয় পাইয়াছেন এবং উভয় বৃত্তির স্বরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আর সেরূপ বিশ্বাস করেন না।

ভাব ও রসের পার্থক্য— ভাব-সমষ্টির নাম রস

পরব্রহ্ম-রস অখণ্ড হইলেও অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে বিচিত্র। **ভাব ও রসের ভিন্নতা** এই যে—'অনেকগুলি ভাব সমবেত হইলে রসোদয় হয়।' ভাবুক ও রসিক শব্দেরও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন অর্থ জানিবেন। ভাব এক একটী ছবির ন্যায়। রস একখানি চিত্রপট-স্বরূপ যাহাতে অনেকগুলি ছবি থাকে। যে কয়েকটী ভাব সমবেত হইয়া রসকে উদিত করে, সেই সকল ভাবগুলির বিবরণ না করিলে রস-শব্দের ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

ভাব-সমষ্টি মিলিত হইয়া রসতা লাভ করে। সেই ভাব-সকলের মধ্যে যে ভাব প্রধানরূপে কার্য্য করিতে থাকে, তাহার নাম **স্থায়ীভাব**। অপর তিনটী ভাবের মধ্যে একটীর নাম **বিভব**, একটীর নাম **অনুভাব** এবং একটীর নাম **সঞ্চারী-ভাব**। স্থায়ী-ভাবই অন্য ভাবত্রয়ের সাহায্যে স্বাদুত্ব লাভ করিয়া **রস** হইয়া পড়ে।

রসতত্ত্ব সমুদ্র-বিশেষ। তাহার এক বিন্দুর বিন্দুও আমি আস্বাদন করিতে

পারি নাই। আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি; আপনাদিগকে রস-বিষয়ে শিক্ষা দেই, এমত আমার ক্ষমতা নাই। প্রভু গৌরাঙ্গদেব যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই তোতা-পক্ষীর ন্যায় আমি বলিতেছি।

পার্থিব, স্বর্গীয় ও বৈকুণ্ঠ-ভেদে রসের ত্রিবিধ ব্যাখ্যা

আর একপ্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা আমি রসতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। রস তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-রস, স্বর্গীয়-রস এবং পার্থিব-রস। **পার্থিব-রস** মিষ্টাদি ষড়্‌বিধ। সেই রস পার্থিব ইক্ষু-খর্জ্জুরাদিতে পাওয়া যায়। **স্বর্গীয়-রস** মানসিক ভাব-নিচয়ে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই জীব ও জীবের মধ্যে নায়ক-নায়িকাত্ব স্থাপিত হইয়া রসোদ্ভাবিত হয়। **বৈকুণ্ঠ-রস** কেবল আত্মাতেই লক্ষিত হইবে। বদ্ধজীবে সে-রস উদিত হইলেও আত্মা ব্যতীত আর কুত্রাপি তাহার স্থিতি নাই। আত্মাতে রসের প্রাচুর্য্য হইলে মন পর্য্যন্ত তাহার ঢেউ লাগে। ঢেউ মনকে অতিক্রম করত সাধক-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। তখনই পরস্পর রসের পরিচয়। বৈকুণ্ঠ-রসে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র নায়ক। এক বৈকুণ্ঠ-রসই ফলিত হইয়া স্বর্গীয় মানস-রসরূপে পরিণত। পুনশ্চ প্রতিফলিত হইয়া পার্থিব রস হইয়াছে। তজ্জন্য ত্রিবিধ রসেরই বিধান, প্রক্রিয়া ও স্বরূপ একই প্রকার। বৈকুণ্ঠরসই বৈষ্ণবের জীবন। অন্য দুই প্রকার রস বৈকুণ্ঠ-রসোদ্দেশ না হইলে নিতান্ত ঘৃণিত ও অশ্রদ্ধেয়। **নীচ প্রবৃত্তিপরবশ লোকেরাই স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসে মুগ্ধ হন।** বৈষ্ণবগণ বিশেষ সতর্কতা-সহকারে স্বর্গীয় ও পার্থিব-রসকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-রসের আলোচনা করিয়া থাকেন।

পার্থিব-রস

'রস' বলিলেই তাহাতে স্থায়ী-ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ভাবরূপ ভাব-চতুষ্টয় লক্ষিত হইবে। পার্থিব-রসের উদাহরণ দেখুন। মিষ্ট-রসের আবির্ভাব-কালে কয়টী ভাবের স্থিতি আছে। আদৌ মিষ্ট-রসের প্রতি রতিই তাহাতে **স্থায়ীভাব**। সেই রতির 'পাত্রই' তাহার **বিভাব**। পাত্র দ্বিবিধ অর্থাৎ আশ্রয়

ও বিষয়। মিষ্টের প্রতি রতি যাহাতে আছে, তাহাই অর্থাৎ মানব-'রসনাই' সেই রতির **আশ্রয়**। সেই রতি যাহার প্রতি ধাবিত হইতেছে তাহাই অর্থাৎ 'গুড়ই' তাহার **বিষয়**। বিষয়ে যে-সকল প্রলোভন-'গুণ' আছে, সেইসকলই ঐ রতির **উদ্দীপন**। মিষ্টের প্রতি যখন রতির উদয় হয় তখন তাহার যে-কিছু 'লক্ষণ' প্রকাশ হয়, সেই সমুদায়ই ঐ রতির **অনুভাব**। সেই রতি পুষ্টি করিবার জন্য আর যে যে 'হর্ষ' ইত্যাদি ভাব হয়, তাহাই **সঞ্চারী**-ভাব। এইসমস্ত ভাবের সাহায্যে মিষ্ট-রতি যখন 'স্বাদ্যত্ব' লাভ করে, তখনই মিষ্ট-রস হয়।

স্বর্গীয়-রস এবং তাহা বৈকুণ্ঠ-রস অপেক্ষা হেয়

স্বর্গীয়-রসেরও উদাহরণ দেখুন। পার্থিব-রস অপেক্ষা স্বর্গীয়-রস অধিকতর বিস্তীর্ণ ও উদার, যেহেতু ইহাতে জড় অপেক্ষা সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে। 'নায়ক-নায়িকার' রতিই দেখুন, বা 'পিতা-পুত্রের' রতিই দেখুন, বা 'প্রভু-দাসের' রতিই দেখুন, অথবা 'সখাদিগের' রতিই দেখুন, সকল রতিতেই রতি স্থায়ীভাব থাকিয়া অন্যান্য ভাবত্রয়ের সাহায্যে রস হইয়া উঠে।

যেমন পার্থিব-রস হইতে স্বর্গীয়-রস বিস্তীর্ণ ও উদার, তদ্রূপ স্বর্গীয়-রস অপেক্ষা বৈকুণ্ঠ-রস অনন্ত-গুণে বিস্তীর্ণ ও উদার। পার্থিব-রসে কেবল একটীমাত্র সম্বন্ধ অর্থাৎ ভোগ্য-ভোক্তৃ-সম্বন্ধ। স্বর্গীয়-রসে চারিটী সম্বন্ধ অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু স্বর্গীয়-রসে, রসের অন্যায় গতি এবং অনুপযুক্ত বিষয়। তজ্জন্যই স্বর্গীয়-রস নিত্য হইতে পারে না। বৈকুণ্ঠ-রসে সম্বন্ধ পাঁচটী অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। উভয় রসই আত্ম-সম্বন্ধী, পার্থিব-সম্বন্ধী। এজন্য সম্বন্ধ-ভাব উভয় রসেই এক প্রকার। কেবল উভয় রসের মধ্যে ভিন্নতা এই যে, বৈকুণ্ঠ-রসের সমস্ত উপকরণই নিত্য ও অখণ্ড পরব্রহ্ম-ভাবিত। অতএব ঐ রসের নিত্যস্থিতি লক্ষিত হইয়াছে। স্বর্গীয়-রসের সমস্ত উপকরণ অনিত্য, অতএব ঐ রস সিদ্ধ নয়। সুতরাং অল্পকালস্থায়ী, লজ্জাকর এবং তুচ্ছ ফলযুক্ত।

বৈকুণ্ঠ-রস যুক্তির অধীন নহে

সাধারণতঃ ত্রিবিধ রসের সম্বন্ধ দেখাইলাম। এখন কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠ-রস সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারি, তাহাই বলিব।

আমরা সময়ে সময়ে যুক্তি-বাদীদিগের নিকট শুনিতে পাই যে বৈকুণ্ঠ-রস বাস্তবিক নহে, কিন্তু কাল্পনিক। ইহাতে যুক্তি নাই; যেহেতু যুক্তি বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না। যিনি বৈকুণ্ঠ-রসের আস্বাদন না করিয়াছেন, তাঁহাকে সে তত্ত্ব কখনই বুঝাইতে পারিবেন না। অতএব যাঁহাদের সৌভাগ্য উদিত হইয়াছে, তাঁহারা যুক্তিবাদকে এবম্বিধ বিষয়ে স্থান দিবেন না। সাধু-সঙ্গে আস্বাদন করিয়া রস-তত্ত্ব অনুভব করুন।

অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে। কল্য পুনরায় এবিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন পাইব। আপনারা বৈষ্ণব, অতএব এসব বিষয় সকলই জানেন। আমাকে অনুমতি করিয়াছেন বলিয়া আমি বলিতেছি।

বাবাজী নিস্তব্ধ হইলে সভা ভঙ্গ হইল। নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবু অবাক্ হইয়া শ্রুত-বিষয় আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন।

অষ্টম প্রভা সমাপ্ত

নবম প্রভা

পণ্ডিত-বাবাজীর রস-শিক্ষা-সম্বন্ধে বাবুদ্বয়ের সিদ্ধান্ত

যাহা পণ্ডিত-বাবাজীর মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন সেইসকল বিষয় বিশেষরূপ চিন্তা করিতে করিতে নরেন-বাবু ও আনন্দ-বাবুর নিদ্রা হইল না। মল্লিক-মহাশয় অন্য কুটীরে কুম্ভক অভ্যাস করিতেছিলেন, বাবাজী কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে তৎশিক্ষার সাহায্য প্রদান করিতেছিলেন। আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

নরেন-বাবু বলিলেন,—আনন্দ-বাবু! ব্রাহ্মাচার্য্য-মহাশয় বলিয়াছেন যে, ভক্তিবৃত্তি বিষয়-প্রেমবৃত্তি হইতে একটী পৃথক্ বৃত্তি, তাহা আমি আর কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। পণ্ডিত-বাবাজী যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণরূপে মনে লাগে। বদ্ধ হইয়া মানবের যে একটী ভিন্ন বৃত্তি হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। আত্মার যে সাক্ষাৎধর্ম্ম (যাহা মুক্ত অবস্থায় কার্য্য করে) তাহাই বদ্ধাবস্থায় মানস-ধর্ম্মরূপে কার্য্য করিতেছে। সুতরাং আত্মগত অনুরাগই ঈশ্বর-বহির্ম্মুখতা লাভ করিয়া বিষয়ানুরাগ-রূপে কার্য্য করিতেছে। সাংসারিক ব্যবহারে যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার-রস দেখিতেছি, সেই সম্বন্ধগত রসই বৈকুণ্ঠ-রসের বিকার—এরূপ নিশ্চিত হইতেছে।

স্বর্গীয়-প্রেম-সম্বন্ধে নরেন-বাবুর সৎ-সিদ্ধান্ত

যাঁহারা **স্বর্গীয়ভাবে** সংসারে পুণ্যবান্‌রূপে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের চরিত্রকে সকলেই প্রশংসা করেন। যিনি **দাস** হইয়া অকৃত্রিম প্রভু-ভক্তি প্রকাশ করেন—প্রভুর মঙ্গলেই তাঁহার মঙ্গল এরূপ জানেন, যিনি **সখা** হইয়া সখার সুখে সুখী ও সখার দুঃখে দুঃখী হন, এবং যিনি **পুত্র** হইয়া পিতৃ-সেবায় জীবন পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত হন, এবং যিনি **পত্নী** হইয়া পতির সুখবৃদ্ধির জন্য মরণ

পর্য্যন্ত স্বীকার করেন—সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সকলেই স্বর্গীয় আত্মা বলিয়া সম্মান করেন। অতএব সাংসারিক-সম্বন্ধ-ঘটিত রসকে পণ্ডিত-বাবাজী যে **স্বর্গীয়-রস** বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি-সঙ্গত।

আমরা অনেক সম্মানিত গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, কোন স্ত্রী নিতান্ত পতি-ভক্ত হইয়া হৃদয়-নাথের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র পাঠ করিতে গেলে তাঁহার প্রতি কতদূর ভক্তির উদয় হয়! স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহ নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথা থাকিবে? এক আত্মা স্ত্রী ও অপর আত্মা পুরুষ—নিত্য-ভাবে এরূপ আছে, এমত বোধ হয় না; যেহেতু **স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদ মাত্র, আত্মগত নয়।** সে-স্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় 'জন্মান্তর' বা 'স্বর্গবাস' স্বীকার করাও যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ অকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়—এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না। অতএব পণ্ডিত-বাবাজী যে ঐ প্রেমকে অনিত্য বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

বৈকুণ্ঠ-প্রেম সম্বন্ধে নরেন-বাবুর সৎ-সিদ্ধান্ত

বৈকুণ্ঠ-প্রেম যে নিত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রেম জগতের সমস্ত বস্তু অপেক্ষা উপাদেয়—ইহা নিতান্ত দুর্ভাগাগণও স্বীকার করেন। কম্‌টী প্রভৃতি শুষ্ক তার্কিকগণও প্রেমকে সর্ব্বানন্দ ধাম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা যে মধুর-প্রেম অধিক উচ্চতর, তাহা ঐ প্রেমের স্বভাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যদি বৈকুণ্ঠ-প্রেম বলিয়া কোন অতি-চমৎকার-প্রেম না থাকিত, তাহা হইলে প্রেমের নিত্যতা হইত না। সেই প্রেমই আত্মাস্বরূপ জীবের যে চরম উদ্দেশ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি?

আনন্দ-বাবু—"বাবাজী-উপদিষ্ট বৈকুণ্ঠ-প্রেমই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্বর্গীয়-প্রেম কখনই জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কেন-না, তাহার শেষ আছে। পার্থিব প্রেম ত' নয়ই।"

নরেন-বাবু-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মমত-খণ্ডন—(১) ভাব যুক্তির অধীন নহে

—ব্রাহ্মাচার্য্য-মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'ভাব' যদিও উৎকৃষ্ট তথাপি যুক্তির অনুগত হইয়া না থাকিলে ভাব কদর্য্য হইবে। দেখুন দেখি, আচার্য্য মহাশয়ের কতদূর ভ্রম। ভক্তি যদি ভাবরূপিণী হয়, তবে সে কেন 'অন্ধ ও খঞ্জ'-যুক্তির বশীভূত হইবে? 'ভাব' বৈকুণ্ঠ-প্রতি ধাবিত হইলে 'যুক্তি' তাহাকে অবশ্য পার্থিব-জগতে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিবে। যুক্তিকে সে-সময় রাখিতে গেলে কিরূপে বৈকুণ্ঠ-দর্শন সম্ভব হইবে? আনন্দ-বাবু! বৈকুণ্ঠ-বিষয়ে 'যুক্তি', 'যুক্তি' করিয়া নিরস্ত হয়।

(২) পিতৃভক্তি—ভক্তি-বৃত্তি নহে

ব্রাহ্মাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যখন ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করা যায় তখন বাৎসল্য-ভক্তি আসে বটে; কিন্তু তাহার অন্তরে ভূমা-পুরুষের প্রতি কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হয়—যাহাকে ভক্তি-বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আনন্দ-বাবু! আচার্য্য এরূপ অন্ধ-যুক্তি কেন ভালবাসেন, বলিতে পারি না! পিতৃ-ভক্তিরূপ বৃত্তিকেই কেন ভক্তি-বৃত্তি বলি না? পার্থিব-পিতায় নিযুক্ত হইলে ঐ বৃত্তি স্বর্গীয় রসগত বৃত্তি হয়। পরম-পুরুষে নিয়োজিত হইলে উহা বৈকুণ্ঠ-রসের বাৎসল্য-সম্বন্ধগত ভক্তি-বৃত্তি হয়—ইহা বিশ্বাস করিলে সমস্তই চরিতার্থ হয়। আর ভূমাপুরুষ অর্থে—ঐশ্বর্য্যময় ভগবানকে বুঝায়। সম্বন্ধ দৃঢ় করিলে ঐ ঐশ্বর্য্য অবশ্য লুক্কায়িত হইবে এবং মাধুর্য্যের উদয় হইবে।

ব্রাহ্মাচার্য্যের শান্ত-রসমাত্র দর্শনে দুঃখ-প্রকাশ

ফল-কথা, জীবের স্বভাব-সিদ্ধ বৈকুণ্ঠ-রতি হইতে বাৎসল্য, সখ্য প্রভৃতি সম্বন্ধগত বৃত্তি কৃষ্ণে প্রয়োজিত হয়। তাহা যখন আচার্য্য-মহাশয় একটু বোধ করেন, তখন ঐশ্বর্য্য-চিন্তা আসিয়া অন্য কোন অস্ফুট রসকে লক্ষ্য করায়। সে রসটী বাবাজী-উপদিষ্ট বৈকুণ্ঠগত শান্ত-রস মাত্র। আচার্য্য-মহাশয়ের সিদ্ধান্ত

পড়িয়া তাঁহাকে দুর্ভাগা বলিয়া বোধ হইতেছে। বাৎসল্য ও সখ্য-রস অপেক্ষা যখন তাঁহার শান্ত-রস ভাল লাগে, তখন তাঁহার বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বে উন্নতি কিরূপে হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না।

বাবুদ্বয়ের শৃঙ্গার-রসে রুচি

—"আনন্দ-বাবু! যুক্তিবাদীরা যতই ঘৃণা করুক্ না কেন, আমি বৈকুণ্ঠ-রসগত শৃঙ্গার সম্বন্ধে মাধুর্য্যময় ভগবানকে উপাসনা করিতে স্পৃহা করি। আপনকার কি ভাব?"

আনন্দ-বাবু বলিলেন,—"নরেন! তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা কোহিনুর তুল্য মূল্যবান্ ও আদরণীয়; আমিও শৃঙ্গার-রসের পিপাসায় পীড়িত হইতেছি।"

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। নিয়মিতরূপ কার্য্যসকলে দিবসও প্রায় যাপিত হইল।

পণ্ডিত-বাবাজী কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠ-রসতত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ

দিবা অবসান-সময়ে পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সকলেই পণ্ডিত-বাবাজীর মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। হরিদাস-বাবাজী বিনীতভাবে পূর্ব্ব রাত্রের কথা পণ্ডিত-বাবাজীকে স্মরণ করাইয়া দিলে **পণ্ডিত-বাবাজী** কহিতে লাগিলেন,—

প্রভু গৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী 'শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধু' ও 'শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়া বৈকুণ্ঠ-রসকে সম্পূর্ণরূপে জগতে শিক্ষা দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিলেই বিস্তীর্ণরূপে রসতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থ সুদীর্ঘ হইলে মন্দপ্রজ্ঞ পুরুষদিগের পক্ষে গ্রন্থ-তাৎপর্য্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়। গ্রন্থের বাহুল্য-প্রযুক্ত অনেকেই সংক্ষেপে ঐ তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করেন। ঐ তত্ত্বের সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতে আমি সাহস করি না। অতি সংক্ষেপরূপে ঐ তত্ত্বের স্থূল বিষয়গুলি বলিতেছি। অপার রস-সাগর বর্ণন করিতে আমার যে দম্ভ উদিত হয়, তাহা অদোষ-দর্শী বৈষ্ণবগণ অবশ্য ক্ষমা করিবেন। আমি বৈষ্ণব-দাস, বৈষ্ণবগণের অনুমতি প্রতিপালনই আমার জীবনের প্রধান কার্য্য।

বৈকুণ্ঠ-তত্ত্ব ও পরব্রহ্ম সৎ-হেতু সবিশেষ—নির্ব্বিশেষ হইলে নাস্তিত্ব বুঝায়

বৈকুণ্ঠরস নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। উপনিষদ্‌গণ পরব্রহ্মকে স্থলে স্থলে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন। সে-সকল স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জড়-জগতে জলীয় পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু—ইহারা যে জড়ীয় বিশেষ-ধর্ম্মদ্বারা পার্থক্য লাভ করিয়াছে, সেরূপ জড়ীয় 'বিশেষ' বৈকুণ্ঠে নাই। বৈকুণ্ঠে যে 'বিশেষ' নাই, এরূপ কোন বৈদিক-শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই। অস্তিত্ব ও বিশেষ ইহারা যুগপৎ সর্ব্বত্র অবস্থান করে। **যাহা কিছু আছে, তাহার একটী বিশেষ ধর্ম্ম আছে**, যদ্দ্বারা সে-বস্তু অন্য বস্তু হইতে স্বতঃ ভিন্ন হইতে পারে। **'বিশেষ' নাই, তবে বস্তুর অস্তিত্ব নাই বলিলেও হয়।** পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ হইলে সৃষ্ট বস্তু হইতে বা প্রপঞ্চ হইতে কিরূপে পৃথক্ হইতে পারিতেন? যদি সৃষ্ট বস্তু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ বলিতে না পারি, তবে সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগৎ এক হইয়া যায়! আশা, ভরসা, ভয়, তর্ক ও সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান নাস্তিত্বে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

ব্রহ্ম বৈকুণ্ঠের সীমা ও আবরণ

জগৎ হইতে বৈকুণ্ঠকে ভিন্ন করিতে একটী বিশেষের প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠ অখণ্ড তত্ত্ব হইলেও পারমেশ্বরী 'বিশেষ'দ্বারা বিচিত্র। বৈকুণ্ঠ চিন্ময়—প্রকৃতির অতীত। **'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' বলিলে বৈকুণ্ঠের আবরণ-দেশকে বুঝায়**, কেননা, যেখানে জড়ীয় বিশেষ সমাপ্ত হইল সেখানে বৈকুণ্ঠ-বিশেষের আরম্ভের পূর্ব্বেই একটী বিশেষভাব-রূপ **বিভাজক সীমা** লক্ষিত হয়।

নিত্য 'বিশেষ'ই ভগবান্ ও বিভিন্ন জীবে ভেদ-সংস্থাপক

বৈকুণ্ঠে পরমব্রহ্ম ও জীব-নিচয় অবস্থিতি করেন। সেস্থলে 'বিশেষ'দ্বারা ভগবৎ-স্বরূপ নিত্য প্রতিষ্ঠিত ও জীবগণের চিন্ময় সিদ্ধদেহ নিত্য ব্যবস্থিত। 'বিশেষ'ই তথায় এক জীবকে অন্য জীবের সহিত এক হইতে দেয় না, এবং জীবসমূহকে ভগবানে মিলিত করিয়া এক হইতে অবসর দেয় না। 'বিশেষ'দ্বারা পরস্পরের ভিন্নতা, অবস্থান ও সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। বিশেষ'কে ভগবদতিরিক্ত

পদার্থ বলা যায় না। 'বিশেষ'ই ভগবৎ-কৌশলরূপ সুদর্শন চক্র। উহাই ভগবচ্ছক্তির প্রথম বিক্রম।

বিশেষই শক্তির বিক্রম ; উহা ত্রিবিধ, যথা—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী

ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি 'বিশেষ'রূপ বিক্রম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্বপু, জীব-শরীর, এতদুভয়ের অবস্থান, ভাবরূপ চিন্ময় দেশ ইত্যাদি প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তির বিশেষরূপ-বিক্রম ত্রিবিধ। সন্ধিনী-বিক্রম, সম্বিদ্বিক্রম ও হ্লাদিনী-বিক্রম। **সন্ধিনী-বিক্রম** হইতে সমস্ত সত্তা। শরীর-সত্তা, শেষ-সত্তা, "কাল-সত্তা, সঙ্গ-সত্তা, উপকরণ-সত্তা প্রভৃতি সমুদায় সত্তাই সন্ধিনী-নির্ম্মিত। **সম্বিদ্বিক্রম** হইতে সমস্ত 'সম্বন্ধ ও ভাব'। **হ্লাদিনী-বিক্রম** হইতে সমস্ত রস। সত্তা এবং 'সম্বন্ধ ও ভাব'-সকলের শেষ-প্রয়োজন রস। যাঁহারা 'বিশেষ' মানেন না অর্থাৎ **নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহারা অরসিক। 'বিশেষই' রসের জীবন।**

জগৎ ভূতময় ও অপবিত্র—বৈকুণ্ঠ চিন্ময় ও পবিত্র

একটা কথা এই সঙ্গে সঙ্গে শেষ হউক। বৈকুণ্ঠ চিন্ময়, জীব চিন্ময়, ভগবান্ চিন্ময়, সম্বন্ধ চিন্ময়, তত্রস্থ কর্ম্ম চিন্ময় এবং ফলসমূহ চিন্ময়। কি বুঝা গেল? ভূতময় জগৎ যেমত ভূতদ্বারা গঠিত, চিন্ময় ধামও তদ্রূপ চিদ্বস্তুর দ্বারা গঠিত। চিৎ কি?—ভূত-বিশেষ, ভূত-সূক্ষ্ম, কি ভূত-বিপর্য্যয়? তন্মধ্যে কিছুই নয়। চিৎ ভূতাদর্শ। চিৎ যেমত পবিত্র, ভূত তদ্রূপ অপবিত্র।

চিৎ-শব্দের অর্থ সমাধিলব্ধ জ্ঞান, আত্মা ও আত্মার কলেবর

হঠাৎ বলিতে গেলে চিৎকে জ্ঞানের সহিত তুলনা করা হয়। সেই বা কিরূপে হইতে পারে? আমাদের জ্ঞান ভূতমূলক, চিৎ কি সেরূপ?—না। যদি পবিত্র জ্ঞান আত্মা হইতে সমাধিদ্বারা উপলব্ধ হয়, তবে চিদ্গত জ্ঞানের আস্বাদন হইতে পারে। চিৎ বলিতে কেবলই আত্মা বুঝায়—এরূপ নয়। শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ অর্থাৎ কলেবর চিদ্গঠিত। চিন্নামক একটী গঠন-সামগ্রী অচিন্ত্য-শক্তিকর্ত্তৃক

নিত্য প্রকাশিত আছে। সেই দ্রব্যে স্থান, শরীর ও অন্যান্য উপকরণ বৈকুণ্ঠে নিত্যরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। আত্মা বৈকুণ্ঠস্থ তত্ত্ব, এইজন্য তাঁহার সহিত চিৎস্বরূপ জগতে আসিয়াছে। আসিয়া ভূত-নামক দ্রব্যকে প্রতিফলিত করিয়াছে। অতএব চিদ্বস্তুটী ভূত, ভূত-সূক্ষ্ম, ভূত-তন্মাত্র ও ভূত-বিপর্য্যয় যে নির্ব্বিশেষ, এ সমুদায় অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও উপাদেয়।

চিৎ বা চৈতন্য প্রত্যক্ বা পরাগ-ভেদে দ্বিবিধ

চিৎ ও চৈতন্য একই বস্তু। চৈতন্য-শব্দ-সম্বন্ধে একটু জানিতে হইবে। **চৈতন্য দ্বিবিধ। প্রত্যগ্ চৈতন্য** ও **পরাগ্ চৈতন্য**। যখন বৈষ্ণবের প্রেমাবেশ হয়, সে-সময় যাহা উদয় হয়, তাহাই প্রত্যগ্ চৈতন্য অর্থাৎ অন্তরস্থ জ্ঞান। যে-সময় পুনরায় প্রেমাবেশ ভঙ্গ হয়, তখন জড় জগতে দৃষ্টি পড়ে এবং পরাগ্ চৈতন্যের উদয় হয়। পরাগ্ চৈতন্যকে চিৎ বলি না, কিন্তু চিদাভাস বলি।

মুক্তাবস্থায় আমরা চিৎ-স্বরূপ। বদ্ধাবস্থায় আমরা চিদচিচ্চিদাভাস-স্বরূপ। মুক্তাবস্থায় আমাদের বৈকুণ্ঠ-রস সেব্য। বদ্ধাবস্থায় তাহাই আমাদের অনুসন্ধেয়। সেব্যরসই তদাকারে (কিন্তু বিকার-সহকারে) আলোচনীয় হইয়াছে।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের পরিচয়

সমস্ত চিদ্বস্তুই শান্ত-রসময়। সম্বন্ধ-ভেদে রস পঞ্চবিধ। **'শান্ত'-রসই প্রথম রস**। ইহাতে ভগবচ্চরণে বিশ্রাম, মায়িক যাতনার উপরতি, ভগবান্ ব্যতীত আর কিছু ভাল লাগে না—এই কয়েকটী ভাব আছে। ব্রহ্মবাদ-রূপ শুষ্ক নির্ব্বিশেষ-বাদ সমাপ্ত হইলেই ঐ রসের উদয় হয়। সনক, সনাতন, সনন্দ সনৎকুমার প্রথমে নির্ব্বিশেষবাদী ছিলেন, পরে ভগবানে প্রপত্তি স্বীকার করিয়া শান্ত-রসে মগ্ন হন। শান্ত-রসেও অপ্রস্ফুট-রূপে স্থায়ী-ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ভাব লক্ষিত হইবে। শান্ত-রসে স্থায়ী-ভাবটী **চিরকালই রতি-স্বরূপে** অবস্থিতি করে—পুষ্ট হইয়া প্রেমস্বরূপ হয় না।

সৌভাগ্য-ক্রমে রস বৃদ্ধি হইলে **রসের দ্বিতীয় অবস্থা যে দাস্য-রস,** তাহাই উদিত হয়। ইহাতে মমতারূপ একটী সম্বন্ধস্থ গূঢ়ভাব আসিয়া সম্বন্ধ-ভাবকে পুষ্ট করে। স্থায়ী-ভাব যে রতি, তিনি ঐ রসে প্রেম-রূপে পুষ্ট হন। তখন ভগবান্ জীবের একমাত্র প্রভু এবং জীব ভগবানের একমাত্র দাস হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ স্বীকার করেন।

সখ্যই তৃতীয় রস। ইহাতে স্থায়ীভাব যে রতি, তিনি প্রেম-অবস্থা হইতে উন্নত হইয়া প্রণয়তা লাভ করত রস হইয়া পড়েন। এই রসে প্রভু-দাসগত সম্ভ্রম দূর হয় ও বিশ্বাস বলবান্ হইয়া উঠে।

চতুর্থ রস বাৎসল্য। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় অতিক্রম করিয়া স্নেহতা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে বিশ্বাস সমৃদ্ধ হইয়া বল হইয়া পড়ে।

মধুর রসই পঞ্চম রস। ইহাতে স্থায়ী-ভাব যে রতি তিনি প্রেম, প্রণয়, স্নেহ-অবস্থা অতিক্রম করিয়া মান, ভাব, রাগ, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হন। ইহাতে বল এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, পরস্পর এক-চিত্ত, এক-প্রাণ হইয়া পড়ে।

বৈকুণ্ঠের বিবিধ প্রকোষ্ঠ, এবং কোন্ রস কোন্ কোন্ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত

এই পঞ্চধিক রসই বৈকুণ্ঠে আছে। বৈকুণ্ঠের বহিঃপ্রকোষ্ঠ ঐশ্বর্য্যময়। অন্তঃপুর মাধুর্য্যময়। ঐশ্বর্য্যময় অংশে ভগবান্ নারায়ণচন্দ্র। মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠ দ্বিভাগে বিভক্ত অর্থাৎ গোলোক ও বৃন্দাবন।

শান্ত, দাস্য—এই দুইটী রস ঐশ্বর্য্যময় প্রকোষ্ঠে সর্ব্বদা মূর্ত্তিমান্। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস—মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে নিত্য বিরাজমান।

যে-জীবের যে-রসে প্রবৃত্তি, তাহার তাহাতেই বিশ্রাম ও আনন্দ।

নবম প্রভা সমাপ্ত।

দশম প্রভা

রস-বিচার রতিই রস-মূল

স্থায়ী-ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ভাব—এই ভাব-চতুষ্টয়ের যোজনা না হইলে রসের উদয় হয় না।

আদৌ স্থায়ী-ভাবের বিচার করা কর্ত্তব্য। রসোদ্দীপনকার্য্যে যে-ভাব মুখ্যরূপে কার্য্য করে, তাহাকে **স্থায়ী-ভাব** বলি। রতিই স্থায়ী-ভাব, যেহেতু রতিই স্বাদ্যত্ব লাভ করিলে রস হয়। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব—ইহারা সাহায্য করিয়া রতিকে রস করিয়া তুলে। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ভাব—উহারা কখনই স্বয়ং রস হয় না। রসোদ্দীপনের কারণই **বিভাব**। রসোদ্দীপনের কার্য্যই **অনুভাব**। রসোদ্দীপনের সহকারী **সঞ্চারী-ভাব। অতএব রতিই রস-মূল, বিভাব রস-হেতু, অনুভাব রস-কার্য্য এবং সঞ্চারী-ভাব রসের সহকারী**। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ রসের সকল প্রকার রসেই এই কয়েকটী অবস্থার ঐক্য আছে।

রতি-বিচার—(১) তাহার ত্রিবিধ লক্ষণ, যথা—ভাবময়ী, আগ্রহময়ী ও বাসনাময়ী

রতি কি? উত্তর,—স্থায়ী-ভাব। কিছুই বুঝা গেল না! লিপ্সা ও উল্লাসময়ী আনুকূল্যাত্মিকা জ্ঞপ্তির নাম **রতি**। আত্মার প্রথম ক্রিয়াই রতি। আত্মা জ্ঞানময়, অতএব জ্ঞপ্তিই তাহার কার্য্য। জ্ঞপ্তি দ্বিবিধ,—চিন্তাময়ী জ্ঞপ্তি ও রসময়ী জ্ঞপ্তি। চিন্তাময়ী জ্ঞপ্তি পুষ্ট হইলে জ্ঞানাঙ্গের সমুদায় ব্যাপার উদ্ভূত হয়। রসময়ী জ্ঞপ্তির ব্যক্তি হইলে রতি হয়। রতির লক্ষণ এই যে, উহা **আনুকূল্যাত্মিকা** অর্থাৎ ইষ্টসাধিনী **ভাবময়ী,—উল্লাসময়ী** অর্থাৎ ইষ্ট সম্বন্ধে **আগ্রহময়ী,—লিপ্সাময়ী** অর্থাৎ ইষ্ট-**বাসনাময়ী**।

রতি-বিচার - (২) রস চেষ্টার অঙ্কুরের নাম রতি, রুচি নহে

রসের প্রতি আত্মার চেষ্টার প্রথম অঙ্কুরকে রতি বলা যায়। কেহ কেহ রুচিকে তচ্চেষ্টার অঙ্কুর বলেন, তাহাতে যাথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না, কেন-না আত্মার জ্ঞানচেষ্টা ও রসচেষ্টা এতদুভয় চেষ্টার অঙ্কুরকে রুচি বলা যায়। **শুদ্ধরস-চেষ্টার অঙ্কুরের নাম রতি। শুদ্ধজ্ঞান-চেষ্টার অঙ্কুরের নাম বেদনা।** অন্যান্য ভাবগুলি রতিকে আশ্রয় করিয়া রসোদ্দীপন-কার্য্যে অবস্থিতি করিতে পারে বলিয়া **রতির নাম স্থায়ী-ভাব। 'বৈকুণ্ঠ-রসে' আত্ম-রতিই স্থায়ীভাব। 'স্বর্গীয়-রসে' চিত্ত-রতিই স্থায়ী-ভাব। সামান্য আলঙ্কারিকেরা রতিকে তজ্জন্যই চিত্তোল্লাসময়ী বলিয়াছেন। 'পার্থিব-রসে' ইন্দ্রিয়োল্লাসময়ী রতিকে স্থায়া-ভাব বলিতে পারা যায়।**

শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চ সম্বন্ধের কোন সম্বন্ধ, ভাব-সংলগ্ন হইবামাত্র গুপ্ত রতির ব্যক্তি হয়, ক্রমশঃ দীপ্ত হইয়া প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, রতি, রাগ, অনুরাগ, মহাভাব হইয়া উঠে। রতির পুষ্টির সহিত উদ্দিষ্ট রসের পুষ্টি হয়।

বিভাবান্তর্গত বিষয়-আশ্রয়-ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ

বিভাব দুই প্রকার,—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে—আশ্রয় ও বিষয়। যাহাতে রতি আছে, তাহাকে **আশ্রয়** বলি। যাহার প্রতি রতির চেষ্টা তাহাকে **বিষয়** বলি। মূলতত্ত্ব এক হইলেও উদাহরণ-স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রসে কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। ঐশ্বর্য্যগত রসে নারায়ণের উদাহরণ। মাধুর্য্যগত রসে শ্রীকৃষ্ণই উদাহৃত হন। আমরা শৃঙ্গার-রস অবলম্বনপূর্ব্বক উদাহরণ দিব। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-ভক্ত ইহাঁরা 'আলম্বন'। ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের যে রতি, তাহার 'আশ্রয়'—কৃষ্ণ ও 'বিষয়'—ভক্ত। কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের যে রতি, তাহার 'বিষয়'—কৃষ্ণ ও 'আশ্রয়'—ভক্ত।

বিভাবান্তর্গত উদ্দীপন

আশ্রয় ও বিষয়ের যে-সমস্ত গুণগণ আছে, তাহাই **উদ্দীপন**। বিষয়ের যে গুণে রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাই উদ্দীপন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যগর্ভ গুণগণ অনন্ত ও অপার। জীবাত্মা সেই গুণগণে মোহিত হইয়া থাকে। জীব-রতির উদ্দীপন সেইসমস্ত গুণকে বলিতে হইবে। কৃষ্ণচন্দ্রও ভক্ত-জীবের আনুরক্তি প্রভৃতি গুণগণে আকৃষ্ট হন। সেইসমস্ত গুণই কৃষ্ণ-রতির উদ্দীপন। রতির ব্যক্তিকারী সম্বন্ধ-ভাব বিভাবের অনুগত।

শৃঙ্গার রস– স্বকীয়-পারকীয় দ্বিবিধ, উহা সভায় আলোচ্য নহে

শৃঙ্গার-রসে কৃষ্ণ পুরুষ,—সকল ভক্তই স্ত্রী। কৃষ্ণ—পতি এবং ভক্তসমূহ—তদীয় পত্নীগণ। স্বকীয়-পারকীয় সম্বন্ধে ইহাতে যে একটী গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা গূঢ়ভাবে শিক্ষাগুরুর শ্রীচরণে শিক্ষা করিতে হয়। এরূপ সভায় আমি তাহা ব্যক্ত করিলে অনধিকারীর পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল হইতে পারে। উচ্চস্থিত সত্যসমূহ উচ্চপদস্থ না হইলে লভ্য হয় না। যেমত সমস্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রে ক্রমশঃ উচ্চজ্ঞানের উদয় হয়, তদ্রূপ ভক্তিশাস্ত্রেও উচ্চাধিকার-ক্রমে গূঢ়-তত্ত্বের প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাঁর যেই রস, সেই রস ব্যতীত অন্য রসে অধিকার নাই

যিনি শান্ত-ভক্ত, তিনি পরমেশ্বরকে সখা বলিতে কম্পিত হন। যিনি বাৎসল্য-ভক্ত, তিনি তাঁহাকে পতি বলিতে কুণ্ঠিত হন। যিনি স্বকীয় কান্তভাবের সেবক, তিনি মানাদিগত বাম্যভাব বিস্তার করিতে নিতান্ত অপারক। ভক্তের অধিকার-ক্রমে কৃষ্ণ যে কতদূর অধীনতা-ভাব স্বীকার করেন, তাহা শ্রীজয়দেবাদি পরম-রসিকগণই অবগত আছেন। আপনারাও রসিক ভক্ত, অতএব আমি সে-বিষয় আর অধিক বলিব না। রসতত্ত্বের মূলকথা ব্যতীত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদাহরণে আমি প্রবেশ করিব না। আমি বিভাব সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত করিব যে, কৃষ্ণ

পতি এবং উপপতিভাবে আলম্বন হন, এবং ভক্ত স্বকীয়া, পারকীয়া ও সাধারণী ভাবে ত্রিবিধ। 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে সে-সমুদায় তত্ত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবেন।

অনুভাব—(ক) আঙ্গিক ও (খ) সাত্ত্বিক

'অনুভাব' আদৌ দুই প্রকার অর্থাৎ আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক। কেহ কেহ সাত্ত্বিক অনুভাবকে স্বাধীন অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলতঃ তত্ত্ব একই প্রকার।

(ক) আঙ্গিক অনুভাব ত্রিবিধ :—

১। অলঙ্কার, ২। উদ্ভাস্বর, ৩। বাচিক।

অলঙ্কার ত্রিবিধ অর্থাৎ—১। অঙ্গজ, ২। অযত্নজ, ৩। স্বভাবজ।

(১) অঙ্গজ অনুভাব তিন প্রকার :—

১। ভাব, ২। হাব, ৩। হেলা।

(২) অযত্নজ অনুভাব সপ্ত প্রকার :—

১। শোভা, ২। কান্তি, ৩। দীপ্তি, ৪। মাধুর্য্য, ৫। প্রগল্‌ভতা, ৬। ঔদার্য্য, ৭। ধৈর্য্য।

(৩) স্বভাবজ অনুভাব দশ প্রকার :—

১। লীলা, ২। বিলাস, ৩। বিচ্ছিত্তি, ৪। বিভ্রম, ৫। কিলকিঞ্চিত, ৬। মোট্টায়িত, ৭। কুট্টমিত, ৮। বিব্বোক, ৯। ললিত, ১০। বিকৃত।

এই কয় প্রকার আলঙ্কারিক অনুভাব দর্শিত হইল।

(২) উদ্ভাস্বর পঞ্চ প্রকার :—

১। বেশ-ভূষার শৈথিল্য, ২। গাত্র-মোটন, ৩। জৃম্ভা, ৪। ঘ্রাণের ফুল্লত্ব, ৫। নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

(৩) বাচিক অনুভাব দ্বাদশ প্রকার :—

১। আলাপ, ২। বিলাপ, ৩। সংলাপ, ৪। প্রলাপ, ৫। অনুলাপ, ৬। উপলাপ, ৭। সন্দেশ, ৮। অতিদেশ, ৯। অপদেশ, ১০। উপদেশ, ১১। নির্দ্দেশ, ১২। ব্যপদেশ।

এই সমস্ত আঙ্গিক অনুভাব কথিত হইল।

(খ) সাত্ত্বিক অনুভাব

সাত্ত্বিক অনুভাব অষ্টবিধ :—

১। স্তম্ভ, ২। স্বেদ, ৩। রোমাঞ্চ, ৪। স্বরভঙ্গ, ৫। বেপথু, ৬। বৈবর্ণ, ৭। অশ্রু, ৮। প্রলয়।

আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অনুভাবের পার্থক্য-বিচার —

'অঙ্গ' ও 'সত্ত্বেতে' যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা বিচার করিয়া না বুঝিলে পূর্ব্বোক্ত বিভাগটীকে কখনই ভাল বোধ হইবে না। সমস্ত অঙ্গের অধিষ্ঠাতা চিত্ত। চিত্তের বিকৃতিকে সত্ত্ব বলি। তাহাতে যে-সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা অঙ্গে ব্যাপ্ত হইলেও তজ্জন্ম-স্থান বিচারপূর্ব্বক ঐ সকল ভাবকে সাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। পরন্তু আঙ্গিক ভাবসকল প্রতি-অঙ্গে উদিত হইয়া দীপ্ত হয়। সাত্ত্বিক বিকার-সকল সত্ত্বে উদিত হয়। আঙ্গিক বিকারসকল অঙ্গগতভাবে উদিত হয়। বিভাগটী অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বুঝিতে কাল বিলম্ব হয়।

সঞ্চারী-ভাব তেত্রিশটী :—

রস-সম্বন্ধে 'স্থায়ীভাব' ও 'বিভাব' যেমত দুইটী প্রধান পর্ব্ব তদ্রূপ 'অনুভাব'-কেও একটী প্রধান পর্ব্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমত অনুভাব একটী পর্ব্ব, তদ্রূপ সঞ্চারী-ভাবগুলিও একটী পর্ব্ব। তাহারা তেত্রিশটী :—

১। নির্ব্বেদ, ২। বিষাদ, ৩। দৈন্য, ৪। গ্লানি, ৫। শ্রম, ৬। মদ, ৭। গর্ব্ব, ৮। শঙ্কা, ৯। আবেগ, ১০। উন্মাদ,

১১। অপস্মার, ১২। ব্যাধি, ১৩। মোহ, ১৪। মৃতি, ১৫। আলস্য, ১৬। জাড্য, ১৭। ব্রীড়া, ১৮। অবহিত্থ, ১৯। স্মৃতি, ২০। বিতর্ক, ২১। চিন্তা, ২২। মতি, ২৩। ধৃতি, ২৪। হর্ষ, ২৫। ঔৎসুক্য, ২৬। ঔগ্র্য, ২৭। আমর্ষ, ২৮। অসূয়া, ২৯। চাপল্য, ৩০। নিদ্রা, ৩১। সুপ্তি, ৩২। প্রবোধ, ৩৩। দশা।

ব্যভিচারী-ভাব

এই সঞ্চারী-ভাবগুলিকে ব্যভিচারী-ভাবও বলা যায়। স্থায়ীভাব যে রতি, তাহাকে ঐ সকল ভাবে পুষ্ট করে। স্থায়ী-ভাবকে সমুদ্রের সহিত তুলনা করিলে সঞ্চারী-ভাবগুলিকে ঊর্ম্মির সহিত তুলনা করা যায়। ঊর্ম্মিসকল যেরূপ সময়ে সময়ে বেগে উঠিয়া পরে সমুদ্রকে স্ফীত করে, তদ্রূপ সঞ্চারী-ভাবসকল রস-সাধকের রতি-সমুদ্রে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন-ক্রমে রসকে স্ফীত করিয়া থাকে। ইহারা বিশেষরূপে স্থায়ী-ভাবের প্রতি ধাবিত হওয়ায় ইহাদিগকে ব্যভিচারী-ভাব বলিয়া থাকে।

সঞ্চারী-ভাবসমূহ রতির পুষ্টিকারক

সঞ্চারী-ভাবসকল চিত্তস্থ ভাব-বিশেষ। চিত্তে যে তেত্রিশটী ভাব স্বভাবতঃ উদিত হইয়া থাকে, সেইসকল ভাবই শৃঙ্গার-রসে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে উদিত হইলেই শৃঙ্গার-রসের সঞ্চারী-ভাব হয়। ঐ ভাবসকল বিপরীত ভাবাপন্ন। সকল ভাবই একসময়ে কার্য্য করে, এরূপ নয়। যখন যে-প্রকার রসকার্য্য হইতেছে, তদনুযায়ী সঞ্চারী-ভাবের উদয় হয়। কখন নির্ব্বেদ, কখন বা মদ। কখন আলস্য, কখন বা প্রবোধ। কখন বিষাদ, কখন বা হর্ষ। কখন মোহ, কখন বা মতি। এইপ্রকার সঞ্চারী-ভাবের উদয় না হইলে রতি কিরূপে পুষ্ট হইবে?

রতি সম্বন্ধাশ্রিত হইলেই প্রেম হয়

এখন বুঝিয়া দেখুন, স্থায়ীভাব-রূপ রতিই নায়ক-স্বরূপ। সম্বন্ধাত্মক বিভাবই তাহার সিংহাসন। কার্য্যরূপ অনুভাবই তাহার বিক্রম। সঞ্চারী-ভাবসকলই তাহার সৈন্য। রসের যে পঞ্চ প্রকার ভেদ, তাহা কেবল সম্বন্ধ-ভেদক্রমে স্ফুট

হয়। রতিই রস-তত্ত্বের অবিভাজ্য মূলস্বরূপ। রতি একা থাকিলেই রতি। সম্বন্ধ-যোজিত হইলেই প্রেম। রতি সম্বন্ধাশ্রয়-প্রাপ্ত হইবার সময় যে-প্রকার বিভাবকে লাভ করে, তদ্রূপ সম্বন্ধযোগে তদনুযায়ী রসাশ্রিত প্রেমরূপে পর্য্যবসিত হইতে থাকে। সেই রসের যত উন্নতি হয়, ততই সাধক অন্য রস হইতে দূরে পড়িতে থাকেন। **যে রসে যাহার উন্নতি, সেই রসই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ ও শ্রেষ্ঠ।** ইহাই রস-তত্ত্বের স্বরূপ-বিচার।

তটস্থ-বিচারে রসের তারতম্য এবং শান্তরস-বিচার

তটস্থ-বিচারে শান্ত হইতে দাস্য শ্রেষ্ঠ, দাস্য হইতে সখ্য শ্রেষ্ঠ, সখ্য হইতে বাৎসল্য শ্রেষ্ঠ, এবং বাৎসল্য-রস হইতে মধুর রস শ্রেষ্ঠ, তটস্থ বিচারে এইরূপ তারতম্য দেখা যায়। শান্ত-রসে রতি একা অবস্থিতি করে। তাহাতে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী-ভাব অপ্রস্ফুট। সে-স্থলে সাধক মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মগত হইয়া নির্ব্বিশেষ-প্রায় অদৃষ্ট জড়ের ন্যায় লক্ষিত হন। ইহা যদিও মুক্তি-বিশেষ বটে, কিন্তু মুক্তির ফল নয়। অলক্ষিত রতি আকাশ-কুসুমের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। উচ্চতর সাধকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্ম-সাধকেরা তাহারা যতই প্রশংসা করুন না কেন, বৈষ্ণবগণ ঐ অবস্থাকে গর্ভস্থ বলিয়া জানেন।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রস-বিচার

বিভাব সংযোজিত হইবামাত্রেই **দাস্য-রসের** উদয় হইবে। দাস্যই দুই প্রকার অর্থাৎ সিদ্ধ-দাস্য ও উন্নতিগর্ভ দাস্য। সিদ্ধ-দাস্যে—দাস্য-রসই অবধি। উন্নতিগর্ভ দাস্যে—সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অঙ্কুর আছে।

সখ্যও তদ্রূপ দ্বিবিধ। সিদ্ধ-সখ্য ও উন্নতিগর্ভ সখ্য। সিদ্ধ-সখ্যে রতি, প্রেম ও প্রণয় অচলরূপে লক্ষিত হয়। উন্নতিগর্ভ সখ্যে বাৎসল্য বা কান্তভাবের অঙ্কুর আছে।

বাৎসল্য সর্ব্বত্রই সিদ্ধ। বাৎসল্য রসান্তরে পর্য্যবসিত হয় না। সখ্য পুষ্ট

হইলে হয় বাৎসল্য, নয় মধুর রস হইবে। বাৎসল্য একপ্রকার চরম হইলেও, মধুর রসাপেক্ষা ন্যূন। **মধুর**-রসে প্রণয়, মান ও স্নেহ ইত্যাদির ইয়ত্তা নাই। উহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

রসতত্ত্ব শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে আস্বাদনদ্বারা জ্ঞাতব্য

হে বৈষ্ণব মহোদয়গণ! রসতত্ত্ব আমি সংক্ষেপে বলিলাম। কেবল বাক্য-বিবৃতির দ্বারা এসম্বন্ধে অধিক বলা যায় না। রস আস্বাদনের বিষয়। রসকে কেহ শ্রবণ করিয়া জানিতে পারে না। আপনারা যে-কালে ঐ পবিত্র রসের আস্বাদন করেন, তখন যে-সকল অনুভূতির উদয় হয়, তাহা আপনারা জানেন; কখনই বাক্যদ্বারা তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না। যদি আমাদের মধ্যে কেহ রসতত্ত্বের আস্বাদন না করিয়া থাকেন, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে, উপযুক্ত গুরুদেবের আশ্রয় লইয়া রহস্যে রসের আস্বাদন করত তত্তত্ত্বের অনুভব করেন। আমি আর অধিক বলিতে পারি না। বৈষ্ণব-চরণে অশেষ প্রণতিপূর্ব্বক আমি বিরাম গ্রহণ করিলাম।

আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবুর বৈষ্ণবতা লাভ

বৈষ্ণবগণ পণ্ডিত-বাবাজীর অমৃতময় বাক্যে প্রীত হইয়া, 'সাধু, সাধু' ধ্বনি করত নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।

আনন্দ-বাবু ও নরেন-বাবু, বাবাজী-মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করত নিতান্ত রস-পিপাসু হইয়া রস-শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য যোগী-বাবাজীর চরণাশ্রয় করিলেন। তাঁহারা শ্রীগুরুচরণ হইতে যাহা লাভ করিলেন, তাহা অত্যন্ত রহস্য বলিয়া আর প্রকাশিত হইবে না। মল্লিক-মহাশয়ের প্রাক্তন ফল-ক্রমে যোগশাস্ত্রেই বিশেষ ক্ষমতা জন্মিল, কিন্তু রসতত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দশম প্রভা সমাপ্ত।

প্রেম-প্রদীপ সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

নবীন ব্রহ্মবাদের পরিণতি

ব্রহ্মতত্ত্ব" নামক পত্রের প্রবন্ধাংশের সমালোচনা

ব্রহ্মতত্ত্ব-নামক ত্রৈমাসিক পত্রের ৩য় সংখ্যায় এইরূপ লিখিত আছে, দেখিলাম—

আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞান ক্রমশঃই বেদান্ত-মতের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। নব্য ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্দিগের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ধর্ম্ম-বিষয়ে অনেক পরিমাণে প্রাচীন ভাব রক্ষা করিয়া থাকিলেও তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বেদান্ত-মতের বিরোধী। মহাত্মা কেশবচন্দ্র-সম্বন্ধে এই কথা আরও অধিকতর সত্য। যাহাকে আমরা আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বা নবযুগ বলিয়াছি, তাহাতে প্রথম হইতেই জড়শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া পূর্ব্ব-প্রচারিত দ্বৈত-মতে আঘাত করা হইয়াছে। ক্রমশঃ জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া আত্মা ও জড়ের দ্বৈতভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

নব্য-ব্রহ্মবাদ যীশু-প্রচারিত সবিশেষবাদ ও শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত নির্ব্বিশেষবাদের সাঙ্কর্য্যে উৎপন্ন

ইহা পাঠ করিয়া বোধ হয়, লেখক বিশেষ সরলভাবেই উপযুক্ত বাক্য-সকল স্বীকার করেন। নব্য-ব্রহ্মবাদ-ধর্ম্মকে বিশেষরূপে অবগত হইতে হইলে উহার মূলানুসন্ধান প্রয়োজন। **নব্য ব্রহ্মবাদ** বলিয়া যে ধর্ম্ম নব্য-সম্প্রদায়ে গৃহীত, তাহা **যীশু-প্রচারিত সবিশেষবাদ** এবং **শঙ্কর-ব্যক্ত নির্ব্বিশেষ-অদ্বৈতবাদের সংঘর্ষণে উৎপত্তি** লাভ করিয়াছে। সবিশেষবাদ রক্ষা করিতে গেলে নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম হইতে বিরত হইতে হয়। **নির্ব্বিশেষ-বাদের পোষকতা আবশ্যক হইলে বিশেষ-ধর্ম্মের প্রতি আনুরক্তি ন্যূন**

হইয়া পড়ে। নব্য-ব্রহ্মবাদের প্রবর্ত্তয়িতা ও তৎসহচরগণ উভয়ের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এতকাল ব্যস্ত ছিলেন। ঠাকুর মহাশয় * এবং **সেনবংশধর** ** উভয়েই শঙ্করবাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এক্ষণে নব্যতর ব্যক্তিগণ উক্ত সম্প্রদায়ে থাকিয়াও স্বীয় আচার্য্য-অবলম্বিত প্রথা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া তাঁহাদের স্ব-স্ব রুচি-উপযোগী বর্ত্ম উদ্ঘাটনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা শঙ্কর-কিঙ্কর বলিতে গৌরব বোধ করিতেছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মে যীশু-প্রচারিত ধর্ম্মাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন শঙ্করের নির্ব্বিশেষ-বিচারের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু নব্যতর ব্যক্তিগণ সেই বিচার হইতে স্বতন্ত্র

দ্বৈতবাদ ও অভেদবাদ জল ও তৈলের ন্যায় ভিন্ন স্বরূপে গঠিত। তাহাদের সম্মিলনে নবীন মিশ্র-ধর্ম্মের সাম্য অধিক দিন স্থায়ী হইল না। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ-ক্রিয়া সংঘটিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নয়। নব্য ব্রাহ্মগণ মায়াবাদ হইতে দূরে থাকিবার জন্য কতিপয় উপায় উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের অনুসন্ধানে সেই অসামঞ্জস্য-ভাব ক্রমশঃই পরিস্ফুত হইতেছে। বর্ত্তমান নব্য-ব্রাহ্ম এক্ষণে "দ্বৈতবাদী" বলিয়া নিজ পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করেন। তিনি মায়াবাদ-গহ্বরের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিবাদ আর ভাল লাগিতেছে না। **ব্রহ্ম-শব্দের আনুষঙ্গিক ভাব-মালা তাঁহাকে আবরণ** করিয়াছে। এখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ শঙ্কর-মত গ্রহণ করেন নাই, ইহাই তাঁহার অভাব দেখিতেছি। কালে তিনি শঙ্করাচার্য্য-উদ্ভাবিত পারমার্থিক ও ব্যবহারিক ভেদ অঙ্গীকার করিবেন। এখনও সে-সময় আসে নাই। আসিতে অধিক বিলম্বও নাই, বোধ হয়। বর্ত্তমান প্রাকৃত-

---

* দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

** কেশবচন্দ্র সেনের অনুগ-গণ।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গণিতাভিজ্ঞের মতে কোন নৈমিত্তিক ঘটনার দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হইলে সমজাতীয় কার্য্যেরও পরিণতি নিশ্চয় সমভাবে হইবে। সেই প্রকার নব্য ব্রাহ্মগণ ক্রমশঃই প্রাচীন ব্রাহ্মগণের সহিত যে যে বিষয় বিরোধ করিয়া নবীন দলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ঐ নব-সংযোজিত বৈচিত্র্য ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে ও হইবে, একথা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছেন। খৃষ্টান-শাস্ত্রের যে-টুকু অপরিস্ফুট ভক্তিভাব তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম্মে যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ ধর্ম্মাংশ-নিচয়ের বিরুদ্ধ ধর্ম্মবশতঃ স্বভাবতঃ পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে।

দ্বৈতবাদ ও অভেদবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরূপে গঠিত

মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—ভক্তি। জ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করিয়াই ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু নব্য-সম্প্রদায়েরা ভ্রম-বশতঃই নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি প্রভৃতি শব্দের অপব্যহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ক্রমশঃ তাঁহারা ভক্তিকে সাধারণ কাম-ক্রোধাদি জাতীয় ভাব বলিয়া পরিগণিত করিবেন। উহা তাঁহাদেরই ভাল লাগে। কৃত্রিম-ভক্তি ও দ্বৈতবাদ ব্রহ্মে সংযুক্ত করিয়াও স্থায়ী হইল না। ১২৮৮ বঙ্গাব্দে সজ্জনতোষণীর (১৪৩ পৃষ্ঠা) ১ম খণ্ডে ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকার সমালোচনা-স্থলে এরূপ লিখিত আছে যে, ব্রহ্মভক্তি অসম্ভব। **সোনার-পাথরবাটী ও কাঁঠালের আমসত্ত্ব যেরূপ নিরর্থক শব্দ, ব্রহ্মভক্তি ও নিরাকারে ভক্তিও তদ্রূপ নিরর্থক।** অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। জড় ও আত্মার দ্বৈত-ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা অর্থাৎ জড়কে বস্তু জ্ঞান না করা শাঙ্করী বেদান্তের তাৎপর্য্য। এক্ষণে নব্য ব্রাহ্মগণ তাহাই অবিরোধে মুক্তকণ্ঠে ঘোষিত করিতেছেন। এই ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তয়িতার সময় হইতে যে-সকল নিরীহ ব্যক্তি তাঁহার মতানুসরণ করিলেন, সকলেরই উপাসনার এখন ফল হইল—ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন, জড় ও আত্মা দুই পদার্থ নহে। তবে উপাসনা হইল কাহার ও কি জন্য? এই সকল চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বাদ আসিয়া তাঁহাদের চিত্তাকাশকে পূর্ণ করিবে। ঘাত-প্রতিঘাত-ন্যায়-ক্রমে এখনই তাঁহারা ঠিক শঙ্করাচার্য্যের মত ও

শব্দ-সকল ব্যবহার করিবেন না ; কিন্তু কালে ঘূর্ণায়মান-চক্রের ন্যায় একস্থলে আসিয়া গতিহীন হইবেন এবং সেই ক্রান্তিপাত-বিন্দুই শঙ্করাধিষ্ঠিত ক্ষেত্রে অবস্থিত হইবে।

নব্য ব্রাহ্মগণ বর্ত্তমানে অভেদবাদেরই অধিকতর সমর্থক হইলেও শঙ্কর-মতের সম্পূর্ণ গ্রাহক নহেন, তবে ক্রমশঃই সেই আদর্শে অগ্রসর

আমরা বাগ্‌বিতণ্ডা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি না। বাগ্‌বিতণ্ডা সমাপ্ত হইয়া শুদ্ধ-জ্ঞানে পরিণত হয়,—ইহাই আমাদের চেষ্টা। নব্য লেখকদিগের মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। সে উৎপাত এই যে, শাঙ্করী মত কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিয়াই বিদেশীয় অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থ আলোচনা-পূর্ব্বক অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধে একটী অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত হইয়া উঠিতেছে। বিদেশীয় অদ্বৈতবাদ-প্রচারকগণ গম্ভীররূপে গবেষণা না করিয়াই প্রত্যেকেই এক একটী মত স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের পুস্তকে আত্মানাত্ম-বিবেক-বিষয়ে অনেক ভ্রম আছে। ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অনপায়িনী শক্তি জীব এবং জড়বস্তুর তত্ত্ব সুন্দররূপে বিচার না করিয়াই তাঁহারা জড় ও আত্মার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে গিয়া অত্যন্ত অসামঞ্জস্য-বাক্যে নিজ-নিজ মতের পোষকতায় বহুবিধ বৃথা বাগাড়ম্বর করিয়াছেন। দেশীয় যুবকবৃন্দ স্বীয় আচার্য্য শঙ্করের বিচার-প্রণালী আদ্যোপান্ত না বুঝিয়াই বিদেশীয় গ্রন্থার্থ বিচার করিতে বসেন। ফল এই হয় যে, বিদেশীয় বাগাড়ম্বরে আবদ্ধ হইয়া বিচিত্র কথা বলিতে থাকেন, কিন্তু বুঝিতে গেলে তাহাতে বিন্দুমাত্র সার পাওয়া যায় না। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিদেশীয় বাগাড়ম্বর-প্রথা শিক্ষা করত পুনরায় যখন স্বদেশীয় বুধগণের পুস্তক আলোচনা করেন, তখন তাঁহাদের কুরঞ্জিত-চিত্ত আর স্বদেশীয় প্রথার কোন অপূর্ব্বতা দেখিতে পায় না। আধুনিক ব্রহ্মবিজ্ঞান ক্রমশঃই বেদান্ত-মতের নিকটবর্ত্তী হইতেছে,—এই কথাটী তাহার উদাহরণ। **বেদান্ত-মত কি? কেবল-অদ্বৈতবাদ,—না আর কিছু?** এই কথাটী এখনও আমাদের ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ যত্ন করিয়া বুঝেন নাই।

না রামমোহন রায়, না মহর্ষি ঠাকুর, না কেশব বাবু, না নবযুগীয় লেখকগণ ইহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি-শব্দের প্রয়োগ অযৌক্তিক

শঙ্করাচার্য্যই বেদান্তের পুরাতন আচার্য্য। তিনি বেদান্ত-সূত্রে কেবলাদ্বৈতবাদ দেখিতে পান। রামানুজাচার্য্য পরে ঐ সূত্র-সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতার্থ লক্ষ্য করেন। মধ্বাচার্য্য সেই সকল সূত্রেই আবার কেবল-(শুদ্ধ) দ্বৈতবাদ দেখাইয়া দেন। নিম্বার্ক মহাশয় সেই সূত্র হইতেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেন। শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সেই সমস্ত বাদের সামঞ্জস্যরূপ **অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদই সেই সকল সূত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া জগৎকে দেখাইয়াছেন। বিদেশীয় অদ্বৈতবাদ শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের অস্ফুট বিকার মাত্র।** এই সকল বাদ লইয়া বিতর্ক করিতে গেলে মানবের ক্ষুদ্র জীবন অতিবাহিত হইবে, অথচ কোন সিদ্ধান্ত হইবে না। সিদ্ধান্তের পর যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও সুতরাং অনুষ্ঠিত হইবে না। বলিতে কি, নর-জীবন নিরর্থক যাপিত হইবে। অতএব এ সমস্ত বাদ দূরে রাখিয়া সংক্ষেপে বিচার করা ভাল।

বেদান্ত-মত কি?—অচিন্ত্যভেদাভেদই বেদান্তের সার্ব্বদেশিক সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে বিচার এই যে, ব্রহ্ম একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু। সেই বস্তুতে বস্তু-যোগ্য কোন অচিন্ত্য-শক্তি অনপায়িনী ভাবে সর্ব্বদা আছে। সেই শক্তির পরিণাম এই জৈব ও জড়-জগৎ। নিত্য-শক্তির পরিণতি কখনও মিথ্যা নয়। সুতরাং জড়-জগৎ এবং জৈব-জগৎ উভয়েই সত্য। সেই ব্রহ্ম ইচ্ছাময়, তখন কাযে কাযেই তাঁহার ইচ্ছা হইলে ঐ জগৎদ্বয় নিবৃত্তি লাভ করিতে পারে। সুতরাং জড়-জগৎ যে নশ্বর, ইহাতে সন্দেহ নাই। আত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত জড়-শক্তি যে নাই, তাহা নয়। নিত্য থাকিবে, তাহাও নয়। অতএব এই বিচিত্র জগৎ

নরবুদ্ধির অতীত যুগপৎ ভেদাভেদ-প্রকাশ-মাত্র। এই কথাটী আমাদের নব্য-ভ্রাতৃগণ ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখুন, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা। অন্ধকারে হাতড়ানোতে কোন ফল নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে-অভিপ্রায়ে, যে প্রণালীতে এবং যে-কারণে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে দোষ দেখাইবার পূর্ব্বে নিজে নিজে প্রস্তুত হওয়াই উচিত।

(সজ্জনতোষণী ৮।১২)

আধুনিক বাদ

সংবাদপত্রে আলোচিত জনৈক জ্ঞানীর আত্মম্ভরিতার প্রতিবাদ

কোন এক সাম্প্রদায়িক সাময়িক পত্র পাঠ করিতে গিয়া দেখিলাম যে, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ-বর্ত্মে ভ্রমণশীল জনৈক পথিক সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে আত্মহারা হইয়া 'উপাদেয়'-গ্রহণে যোগ্যতা-লাভের পূর্ব্বেই শ্রীধর্ম্ম-সম্বন্ধে "নবীন ব্যবস্থা" করিতে উন্মুখ হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, লেখকের সমুদয় দর্শন-শাস্ত্র ও বেদান্তালোচনা এবং আচার্য্যের অনুগমন ধর্ম্ম একত্রিত হইয়াও জ্ঞানালোচনা সত্ত্বেও (তিনি) ধর্ম্মভাব পরিপুষ্ট করিতে গিয়া আত্মম্ভরিতা আশ্রয় করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানালোচনাদ্বারা আত্মম্ভরিতা-রূপ ধর্ম্মপুষ্ট না করাই ভাল।

বৈষ্ণবগণ সুনীচ, সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইলেও, জ্ঞানী বা আধুনিক-বাদের প্রতিবাদ অবশ্য কর্ত্তব্য

লেখকের চিহ্নিত কুকর্ম্মকারিগণ তাঁহার ন্যায় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অক্ষম;

যেহেতু অনন্ত-জ্ঞানসিন্ধু পতিতপাবন শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রই তাঁহাদের আত্মম্ভরিতা শিক্ষা করার প্রতিপক্ষে—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সুহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন। সজ্জনতোষণীর পবিত্র কলেবরকে এই প্রকার প্রলপিত ও কুলষিত কথার অবতারণা করিয়া আপ্লুত করা অনুচিত হইলেও, ভ্রান্ত আধুনিকবাদী শ্রীবৈষ্ণবের হৃদয়ে অকারণ ক্লেশ দিয়া শুদ্ধভক্তি কণ্টকিত না করেন, এজন্যও কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

প্রতিবাদীর বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আক্রমণসূচক উক্তি

লেখকের পঙ্‌ক্তি কয়েকটী এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"জ্ঞানালোচনা ব্যতীত ধর্ম্মভাব কখনও পরিপুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হয় না এবং আপনাকে কুসংস্কারের আবর্জ্জনা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। প্রেমের প্রবল বন্যায় যখন 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভাসিয়া গিয়াছিল', তখন ধর্ম্মক্ষেত্রে যে আবার জ্ঞানের কোনও আবশ্যকতা আছে তাহা না বুঝিলেও সে-ক্ষেত্রে যাঁহারা নেতা ছিলেন, তাঁহারা আজ ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পারিতেন জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের সেই প্রেম দুর্গতির কি চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা স্বতঃই বলিতেন, জ্ঞানকে উপেক্ষা করা কি কুকর্ম্মই হইয়াছিল।"

প্রতিবাদী লেখকের ন্যায় জ্ঞানীর স্বভাব

লেখক জ্ঞানমার্গীর সেবক। তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত অন্য কথা ভাল লাগে না। বিশুদ্ধ প্রেমকেও জ্ঞান-কঙ্করদ্বারা মিশ্রিত না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। রুচি এমনই পদার্থ যে, পরমজ্ঞান-লভ্য প্রীতিকেও তিনি জ্ঞানের সহিত সাম্য করিতে প্রয়াস পান। যাহা হউক, এস্থলে অল্প কথায় সাধারণ ভাষায় তাঁহাকে জ্ঞান ও ভক্তির সম্বন্ধ জানাইয়া দেওয়া উচিত।

ভক্তি ও জ্ঞানের সম্বন্ধ ও পার্থক্য

শক্তিমান্ ও শক্তি-সম্বন্ধ-জ্ঞানই পরজ্ঞান ; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জ্ঞান অপর-জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অন্য কথায়, ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব যথার্থভাবে অবগতিই জ্ঞান। জ্ঞানের জ্ঞাতৃত্ব ব্যতীত আর কোন ক্রিয়া নাই। এখানেই জ্ঞানের শেষ সীমা। জ্ঞানবাদী আর অধিকদূর যাইবার অধিকারী নহেন। যাঁহার অনন্ত শক্তির একটী মাত্র শক্তি লইয়া জ্ঞানবাদিগণ অহঙ্কার-শৈলের পরমোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিতেছেন, সেই পরমোচ্চ-বিন্দু লাভ করিবামাত্রই লব্ধজ্ঞান হইয়া স্বরূপ উপলব্ধি করত লব্ধ-পরব্রহ্ম-জ্ঞানকে খদ্যোত-ময়ূখ জ্ঞান করিয়া প্রেম-কণা পাইবার জন্য উন্মত্ত হন ; তখনও যদি জ্ঞানবাদী তাঁহার সহিত আপনাকে সমজ্ঞান করিয়া জ্ঞানের সাহায্য অবলম্বন করাইবার পরামর্শ দেন, তাহা হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। জ্ঞানবাদী সম্বন্ধ-জ্ঞানেই আবদ্ধ। তাঁহার উদ্দেশ্য প্রয়োজন-সিদ্ধি নহে। শ্রীধর্ম্মের প্রবেশিকা-পরীক্ষাই জ্ঞানের সুদৃঢ় শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া।

জ্ঞানের চরম-ফল কর্ম্মক্ষয় ও সম্বন্ধ-জ্ঞান পর্য্যন্ত

মানব যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মগর্ত্তে পতিত থাকেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ভোগ-বাসনা প্রবল থাকে। যখন তিনি কর্ম্ম-চক্রে ক্লান্ত হন, তখন কর্ম্মের বিরামই তাঁহার পক্ষে উপাদেয় হইয়া পড়ে। তিনি যে উপাদানে গঠিত, তাহার অনুশীলনই বাড়িয়া যায়। কর্ম্ম-আবরণ উন্মুক্ত হইলে জ্ঞানময় জীব জ্ঞানের চক্রে পড়িয়া থাকেন। জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত দুর্দ্দম কর্ম্ম-চক্র হইতে মুক্তি নাই। **জ্ঞানের চরম ফল—কর্ম্মের বিনাশ। কর্ম্ম-রাহিত্য—জ্ঞানের গৌণ লভ্য বিষয়। জ্ঞানানুশীলন চরমে সম্বন্ধ-জ্ঞান করাইয়া নিরস্ত হয়।** এতদূর্দ্ধে জ্ঞানের চলৎশক্তির আর অধিক গতি নাই।

জ্ঞান উপায়মাত্র, উপেয় নহে ; কিন্তু প্রেমভক্তি উপায় ও উপেয় এমনকি জ্ঞান—প্রেমের অন্তর্ভুক্ত

জ্ঞান কিছু প্রাপ্যবস্তু নহে। ইহার সাহায্যে অভীষ্ট লাভ হয়। জ্ঞান কেবল

উপায় মাত্র, ইহা উপেয় নহে। জ্ঞান লাভ হইয়াছে বলিয়াই যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না ; তবে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। জীবের স্বরূপ জ্ঞানময়, এজন্য জ্ঞান একটী মুখ্য পদার্থ বলিয়া পরিচিত ; কিন্তু জ্ঞান মুখ্য পদার্থ হইলেও উদ্দিষ্ট প্রাপ্য পদার্থ নহে—উদ্দেশ্য জ্ঞান নহে, ইহা অপর বস্তু ; ইহাই ভক্তি বা প্রেম। ভক্তি বা প্রেম উপায় হইলেও তাহাই উপেয়। উপায়-জ্ঞানের সাহায্যে উপেয়-বস্তু লাভ হইলে জ্ঞানী জীব কখনই আর জ্ঞান আলোচনা করিবেন না, তাঁহার জ্ঞানালোচনার প্রয়োজন নাই। সেহেতু আমার লক্ষমুদ্রা আছে বলিলেই 'দুইকড়া', 'চারিকড়া' আছে বলিবার আবশ্যক নাই—উহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। তবে জ্ঞানবাদীর সম্পত্তি সর্ব্বশুদ্ধ এককড়া, তিনি উহার অধিক গণনা করিতে শিখেন নাই। সুতরাং লক্ষপতির সম্পত্তির পরিমাণ করিতে সক্ষম না হইয়া অপগণ্ড শিশুর ন্যায় মধ্যে মধ্যে কুবাক্য বলিয়া ফেলেন।

ক্ষুধার আলোচনারূপ জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিরূপ ভক্ষণের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করা অনেক শ্রেষ্ঠ

জ্ঞানানুশীলন পরিপক্ক হইলে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। জ্ঞানীর অভিজ্ঞতা লাভই—প্রেমানুশীলন। শিশু-জ্ঞানবাদী নিজজ্ঞান-কাচকেই অধিক মূল্যবান জ্ঞান করত প্রেম-চিন্তামণিকেও সমজ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অভিজ্ঞ ভক্তগণ জানিয়াছেন যে, ক্ষুধা-বশযোগ্য মানবের সুখাদ্য ভোজনদ্বারাই ক্ষুন্নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই ক্ষুন্নিবারণ ব্যাপারে যদি অনধিকারী জ্ঞানবাদী আসিয়া বলেন যে, ক্ষুধাটা কি—কেবল তাহার আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। আস্বাদন না করিয়া কেবল আলোচনা করিলেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত আলোচনা ভোজন-প্রবৃত্তি হইতে ন্যূন থাকে, সেইকাল পর্য্যন্তই 'ব্রহ্মজ্ঞান', 'সম্বন্ধজ্ঞান' প্রভৃতি কথায় সময়-ক্ষেপ ভাল লাগে। জ্ঞানানুশীলনই বা আলোচনাই যদি কেবল ধর্ম্ম হয় ও আলোচনায় তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। **স্থপতিগণের উদ্দেশ্য** প্রাসাদ প্রস্তুত-করণ এবং রাজন্যবৃন্দের উদ্দেশ্য উহাতে অবস্থিতিকরণ। **মোদকের উদ্দেশ্য** মিষ্টান্ন রন্ধন করা এবং ক্ষুধিতের উদ্দেশ্য

উহার আস্বাদন করা। জ্ঞানবাদী ও ভক্তের যদি উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-সেবককে ভক্তের সহিত সমীকরণ-প্রয়াস ত্যাগ করিতে অনুরোধ করি।

বুভুক্ষু ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিবেই ; কিন্তু মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর, বিষময় শিক্ষা গ্রহণ করিবে না

ভক্ত বুভুক্ষু, তিনি যে-কোন প্রকারেই হউক না কেন, তাঁহার অভীষ্ট খাদ্য সম্বন্ধে প্রয়োজন-মত জ্ঞান-সংগ্রহ অবশ্যই করিয়াছেন এবং ভোজনকালে 'হরি-দাস মোদক' বা 'রামদাস মোদকের' পূর্ব্বপুরুষ জাতিতে 'নরসুন্দর' ছিল ও শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় মোদকত্বে পরিণমিত হইয়াছে, এই প্রকার বাক্-বিতণ্ডা ভোজনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। ভোজনের পূর্ব্বে তিনি এই আশ্বাস পাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বে মহাজনগণ ঐ খাদ্য লাভ করিয়া অভীষ্ট প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা মায়াবাদ-বিষ ভক্ষণ করিয়া আত্ম-বিনাশ সাধন করেন নাই। কেবল ব্রহ্মজ্ঞান, নির্ব্বিশেষ জ্ঞান, কপিলের প্রকৃতি-জ্ঞান প্রভৃতি শিশু-প্রমাদকারী বিষময় লড্ডু তাঁহাদের গৃহীতব্য বিষয় নহে। আত্মজ্ঞান আত্মানুভূতি শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তি প্রভৃতির সম্বন্ধজ্ঞান তাহাদের আস্বাদনীয় পদার্থের চমৎকারিতা সাধন করে। অমৃতময় ও বিষময় খাদ্যের ভেদীকরণে তাঁহাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। কত ছানা, কত মিষ্ট ও কি-প্রকারে, কাহার দ্বারা, কিরূপভাবে প্রস্তুত হইল, তাহাতেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা নাই—একথা বলিয়া অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা অপগণ্ড জ্ঞানবাদীরই শোভা পায়।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ; সুতরাং জ্ঞানিগণকেও অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিতে সক্ষম, কিন্তু তাহা অমঙ্গলজনক-বিধায় ভক্তিশিক্ষা দান

শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানবাদীকে তাঁহার বিষময় লড্ডু, আমূল প্রস্তুতকরণ-প্রণালী ও তদাস্বাদনে আত্ম-বিনাশ উপদেশ করিবার ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া জ্ঞানবাদী অপেক্ষা অধিক জ্ঞানে

জ্ঞানী বলিয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন না। জ্ঞানবাদীর উপকারের জন্য আচার্য্যবর শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী তদীয় ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন; উহা পাঠ করিয়া নতশীর্ষে গ্রহণ করাই জ্ঞানীর পক্ষে মঙ্গল। ক্ষুদ্দহনই জ্ঞানীর জ্ঞান-চেষ্টা, তাহাই যদি অগ্রাহ্য হইল, তাহা হইলে ধর্ম্ম আর কি হইল?

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তি যিনি উপাদেয় বলিয়া স্বীকার করিলেন, তিনিই পরম-জ্ঞানের অভীষ্ট ফললাভ করিলেন। জ্ঞানময় জীবের যে-কোন-উপায়দ্বারা উপেয়-ভক্তি লাভ করাই উদ্দেশ্য। উপেয় নির্দ্দিষ্ট হইলে পুনরায় উপেয় নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিকৃত-মস্তিষ্কের ন্যায় জ্ঞান-মল মৃক্ষণ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি জ্ঞানের সাহায্য এখনও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভক্তি উদয় হয় নাই বলিতে হইবে।

ভক্তির সহিত ব্রহ্ম-জ্ঞানের তুলনা করিলে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করা হয় মাত্র; কিন্তু ভক্তি উহা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ লাভ হইলে যে প্রাপ্তি হয়, তাহা এত ক্ষুদ্র যে তাহাকে ভক্তি বা প্রেম-কণা সংজ্ঞা দেওয়া তাহার প্রশংসামাত্র। শ্রীপাদ তদীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্যদ্রব্য পাক করিয়া, মুচি হইয়া পাদুকা প্রস্তুত করিয়া, যদি ভক্তির উপাদেয়তা-জ্ঞান না হয়, ভোজন-সুখ উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হয় ও পাদুকার ব্যবহার না হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান সাধন করিয়া, খাদ্যপাক করিয়া এবং চর্ম্মকার-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৃথা পরিশ্রমে পর্য্যবসান করাই জ্ঞানবাদীর উদ্দেশ্য

বলিতে হইবে। চর্ম্মকার-বৃত্তির আমূল বৃত্তান্ত আলোচনা করিলেই কি পাদুকাধারীর অভীষ্ট লাভ হইবে, না পাদুকা পরিধান করিলে অভীষ্ট পাওয়া যাইবে? ভক্তের জ্ঞানালোচনের আবশ্যক কি? ঐ প্রকার বাল-চাপল্যের দিনে ভক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি তো নিজের পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া তাহার অকর্ম্মণ্যতা বুঝিয়া ছাড়িয়াছেন। তবে কেন আবার তাঁহাকে বৎস্যের দলে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছ।

জ্ঞানবাদী, হাক্সলী, চার্ব্বাক্, ডারউইন প্রভৃতি জ্ঞানপন্থিগণ পরস্পর নিন্দাকারী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন

জ্ঞানবাদীই সংস্কার, কুসংস্কার প্রভৃতি অবস্থার দাস। লব্ধ-জ্ঞান হইলে সুসংস্কার বা কুসংস্কারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ ঘটিয়া সিদ্ধান্ত হয়, তখন আর পুনরায় জ্ঞানানুশীলনের প্রয়োজন হয় না। জ্ঞানবাদীর নিজের নিজের সম্প্রদায়ের সভ্যগণের মনোগত ভাবের তালিকা সংগ্রহ করিলে তাঁহারাই পরস্পর একজন অপরকে কু-সংস্কারে আবদ্ধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিবেন। হাক্সলি, চার্ব্বাক্, ডারউইন প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানবাদী আধুনিক বৈদান্তিক জ্ঞানবাদীকে কুসংস্কারাপন্ন হেয় জ্ঞান করিবেন ও নানা আবর্জ্জনা-কূপে বদ্ধ মনে করেন। সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক উন্নতিশীল জ্ঞানবাদী তোমার আবর্জ্জনাগুলি জ্ঞানাতীত ভক্তের পূত-কলেবরে নিষিক্ত করিবার কেন প্রয়াস পাও, জানি না। তোমার আবর্জ্জনার পূতিগন্ধে দিক্‌সকল আপূরিত করিবার প্রয়াসই অজ্ঞান অনুশীলনের পরিচয় মাত্র। যেহেতু তোমার জ্ঞান লব্ধ হয় নাই। যদি তোমার জ্ঞানানুশীলনদ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া তোমারই মতে কোন এক কুসংস্কারের আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছ। তোমার আবর্জ্জনা পরিষ্কারের আর উপায় নাই। তোমার দ্বিহৃদয় বাক্যে নিতান্ত অশ্রদ্ধা উৎপাদন করাইতেছ। সিদ্ধান্ত হইয়া গেলে আর জ্ঞানানুশীলনের আবশ্যকতা থাকে না। কাল-জ্ঞানের জন্য ঘটিকা দেখিয়া জানিতে পারিলে, মধ্যরাত্র হইয়াছে। জ্ঞাত বিষয় পুনরায় জানিতে যাওয়া কি বিকৃত-চিত্তের পরিচয় নহে?

নকল বৈষ্ণব-সাধুকে আসল সাধু মনে করিয়া সাধুর নিন্দা যুক্তিযুক্ত নহে

জ্ঞানের লভ্য, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় বিষয়রূপে যদি ভক্তি বা প্রেম স্বীকৃত হইল, তবে আর তাহাকে কি-নিমিত্ত মলযুক্ত করিবার প্রয়াস হয়? যাত্রাদলের বৈষ্ণব-সজ্জায় সজ্জিত নায়ককে বৈষ্ণব অভিধান করা কতটা জ্ঞানের কার্য্য, জ্ঞানবাদীই তাহা বলিতে পারেন। যাত্রাদলের জ্ঞানবাদী বা ব্রহ্মবাদী সাজিয়া পরিচিত হইলে যাত্রাওয়ালার অন্য সময়ের ব্যবহার বা তাহাতে জ্ঞান-বাদীর বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়াই জ্ঞানবাদের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াই বা কি-প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয়, বুঝা যায় না। জ্ঞানবাদী সাজিয়া অজ্ঞানবাদকে জ্ঞান বলিয়া পরিচয় দিবামাত্রই যে অন্ধ-বিশ্বাসবশে তাঁহাকে লব্ধ-জ্ঞান ঋষি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ তো যথার্থ জ্ঞানবাদী স্বীকার করিবেন না। যে-সকল দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থপর নীচচেতা ব্যক্তিগণ পরম পবিত্র ধর্ম্মের অন্তরালে বকের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই যে তাহাদিগকে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ও লব্ধজ্ঞান মহাপুরুষ ভক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ নহে।

ভক্তিধর্ম্মে জ্ঞানরূপ মায়াবাদ প্রবেশ করাই মল-প্রবেশ এবং তাহার ফলেই অপধর্ম্মের সৃষ্টি

জ্ঞানবাদের অধীনেও যে এইপ্রকার নীচ-হৃদয়গণ আশ্রয় লাভ করেন নাই বা করিবেন না, এরূপ কে আশ্বাস দিতে পারে? এই শ্রেণীর লোকের জন্য মহাজনগণ অদূরদর্শী জ্ঞানপ্রিয় ব্যক্তির নিকট উপহসিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। প্রেমধর্ম্মে জ্ঞানরূপ মল প্রবিষ্ট হইয়াই, দেখিতে পাওয়া যায় যে, নানা উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তিদেবীকে আহত করিয়া নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে প্রবেশ করাইয়া কপট ভক্ত সাজিয়াই ভক্তিতেও মায়াবাদ-বিষ আরোপণ করিবার প্রয়াসও অনেকবার হইয়াছে। এই নবীন জ্ঞানবাদীর চেষ্টা নূতন নহে। ভক্তিকে জ্ঞানাধীন করিতে গিয়াই নিজ অপরিণামদর্শিতার প্রতি লক্ষ্য কম হইয়াছে; তাহাতেই বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি ভক্তি-বিরুদ্ধ অপধর্ম্ম-সকলও

পবিত্র ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া অর্ব্বাচীনগণের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি নাম ত্যাগ করিয়াও আজকাল কতকগুলি ঐ প্রকার জ্ঞানিভক্ত-সম্প্রদায় মায়াবাদমূলে ভক্তি প্রচার করিয়া মূর্খদিগকে হিতাহিত বোধ-রহিত করিতেছে। এইপ্রকার সম্প্রদায়েরও আজকাল বড়ই প্রতিপত্তি দেখা যায়।

ভক্তিমধ্যে জ্ঞান প্রবেশ করায় আউল, বাউল প্রভৃতি অবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি

যাত্রাদলের বৈষ্ণব বা জ্ঞানীর স্বগত চরিত্র হইতেই তত্তদ্ধর্ম্মের আচার্য্যগণের অদূরদর্শিতার আরোপ স্বার্থসিদ্ধির জন্যই স্বার্থপরের মুখেই শোভা পায়। জ্ঞান-কঙ্কর ভক্তি-ক্ষীর-নবনীতের মধ্যে নাই বলিয়াই যে উহা পচিয়া যাইবে, এই ভয়ে কেবল জ্ঞান-কঙ্কর আস্বাদন করিতে হইবে, এরূপ নহে। বিশুদ্ধ ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া তাহাই সেবন করাই কর্ত্তব্য; জ্ঞান-কঙ্করে মিশ্রিত করিলেই ক্ষীর বা নবনীত নিশ্চয়ই বিকৃত হইবে। এই নবীন প্রস্তাবকের কুমত সমর্থন করিয়া সনাতন জৈবধর্ম্মে পরিবর্ত্তন করিতে গেলে বাউলিয়া, কর্ত্তাভজা, নবগোরা, থিয়োসফি, **নবযুগীয় ব্রাহ্ম**, তান্ত্রিক, বৈদিক নামধারী সুবিধাবাদী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইবে। ভক্তি জগতে লোপ পাইবে। জ্ঞানবাদিগণ যতই পোষাক পরিয়া ভক্তের নিকট মনোগত ভাব অব্যক্ত রাখিবার চেষ্টা করুন্ না কেন, তাঁহার হৃদয়ে মায়াবাদ-বীজ ভক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিবেই করিবে।

মায়াবাদ ও জ্ঞানবাদই সকল দোষের আকর

এইজন্যই কলিপাবন অকৃত্রিম দয়াধার শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মায়াবাদীর সঙ্গত্যাগই একমাত্র ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এই জ্ঞানী-দলে কোথাও মায়াবাদ সুপ্ত অবস্থায়, কোথাও মূর্ত্তিমান হলাহলময়। অভক্ত মায়াবাদিগণ বিভিন্ন স্তরে স্থাপিত হইলেও ব্রহ্মবিরোধী, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। পবিত্র ভাস্কর-স্বরূপ প্রেমকে সামান্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ খদ্যোত-ময়ূখে অধিক আলোকিত করিবার প্রয়াসই কুকর্ম্ম। কুকর্ম্মটা অপরিণামদর্শী জ্ঞানবাদীর দ্বারাই সংঘটিত

হইয়াছে। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অনুগ্রহ কম হইলেই সাধারণেই ভক্তির বিশুদ্ধতা অধিক উপলব্ধি করিবে। জ্ঞানকে বাড়াইয়া ভক্ত হইতে গেলেই এই প্রকার কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী।

জ্ঞানবাদীর হেতুতে দোষ অর্থাৎ মলের দ্বারা মলশোধন

'কাকতালীয়'-যোগে যেরূপ কাকেরই কার্য্যকারিতা আরোপ করা হয়, জ্ঞানবাদীর হেতু-নির্ণয় প্রস্তাবও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে। ভক্তির সহ জ্ঞানের মিশ্রতায় নির্ম্মলভক্তি কদর্য্যীকৃত হইল; দোষ-ক্ষালনের জন্য উপায় হইল, জ্ঞান অধিক পরিমাণে ভক্তির সহিত মিশ্রিত করিলে তাহাতে ঐ দোষ থাকিবে না। এসিডদ্বারা কোন অঙ্গ দগ্ধ হইয়া বিকৃত হইল, তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থাপিত হইল যে, সর্ব্বাঙ্গ এসিডদ্বারা পূর্ব্বে বিকৃত হইলে, আর এ দোষ সম্ভব হইত না। জ্ঞানবাদী! যে দুর্গতি তুমি দেখিতেছ, তাহা জ্ঞান-কঙ্কররহিত নির্ম্মল ভক্তির জন্য নহে, তাহা ভক্তির অভাব জন্য। ভগবানে ভক্তি থাকিলে অথবা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইলে কখনই তোমার ভক্ত-সংজ্ঞিত অভক্তগণের মধ্যে এইরূপ বিকৃতি হইত না।

মায়াবাদরূপ জ্ঞানই ভক্তিকে দূষিত করে

ভক্তির অভাব সৃষ্টি করিবার প্রধান উপকরণই অজ্ঞান, যাহাকে তোমরা জ্ঞান আখ্যা দাও। উপযোগিতা হইলেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তোমার অজ্ঞান তিরোহিত হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানের অনুশীলন করিতেছ উহাই অজ্ঞান, যেহেতু বিশুদ্ধ জ্ঞান বা ভক্তি লাভ হইলে আর তুমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে তাহাকে জ্ঞান বলিতে পার না। জ্ঞানানুশীলন-রহিত না হইলে ভক্তি বা প্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান বলিয়া যে ভক্তিবিনাশক বস্তুর ভক্তির সহ সম্মিলনের আয়োজন করিতেছ, উহার সাহায্য গ্রহণ করিলেই উপধর্ম্ম বা অভক্তি-ধর্ম্ম উৎপন্ন হইবে। কে কুকর্ম্ম করিল, তোমার যন্ত্রদ্বারাই বুঝিয়া লও।

—সঃ তোঃ ১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।
গৌঃ পঃ ৮ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩০ পৃঃ

সমালোচনা

ব্রাহ্ম-সমাজে দ্বিজেন্দ্রঠাকুরের বক্তৃতা

"আর্য্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাত, প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত"—মাননীয় শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মদিগের সমাজে এই বক্তৃতাটি করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু ঐ বক্তৃতার এককপি আমাদিগকে সমালোচনার জন্য অর্পণ করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত দ্বিজেন্দ্রঠাকুরের সৌহৃদ্য

দ্বিজেন্দ্রবাবু বিজ্ঞানশাস্ত্রে একজন পণ্ডিত। বাল্যকাল হইতে তিনি আমাদের বড়দাদা। বাল্যকালে আমরা তাঁহার সহিত অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিতাম। তাঁহার স্নেহময় মধুর ব্যবহারে আমরা চিরদিন মুগ্ধ। অতএব বিশেষ আনন্দের সহিত তাঁহার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণবদিগের পদত্রাণ-বাহক। তন্নিবন্ধন আমরা যে-কোন প্রতিবাদ করি, তাহা বড়দাদা অবশ্য সদয় হইয়া বিচার করিবেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কাল্পনিক ইতিহাস রচনা

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বড়দাদা নিজের স্বাভাবিক বিভাবনা শক্তির পরিচালনে আর্য্যদিগের একটী সংক্ষেপ ধর্ম্ম-ইতিহাস লিখিয়া বৌদ্ধ-মতের সহিত তাহার আলোচনা করিয়াছেন। বড়দাদা ঐতিহাসিক নৈপুণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কবিত্ব শক্তির দ্বারা নিজের কার্য্যোদ্ধার করিবার যত্ন পাইয়াছেন। বড়দাদার বাঙ্গালা লেখা আমাদের ভাল লাগে। তিনি চিরদিন কৌতুকময় পরিহাসে পটু। ইতিহাস বর্ণনেও সেই পরিচয়টা সর্ব্বত্র দিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক বক্তৃতার প্রতিবাদযোগ্য কিয়দংশ

তিনি লিখিয়াছেন,—"তেজঃপুঞ্জ আর্য্যধর্ম্মের নিভৃত সূতিকাগারে পঞ্চধা প্রবাহিনী পঞ্চনদীর সমীপবর্ত্তী সুমঙ্গল ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে—যে-সময়ে মনুষ্য-জাতির জ্ঞান-ধর্ম্মের নবোন্মেষ কিছুকাল ধরিয়া বিকাশের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ে ইন্দ্র, মরুৎ, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক প্রতিভাস-সকল ধাত্রীর উপন্যাসের ন্যায় তাঁহাদিগের মনে ব্রহ্মের ভাব অল্পে অল্পে উদ্বোধিত করিতেছিল, তাহার কিয়ৎ শতাব্দীর পরে সে-সকল উপন্যাসে অমৃত-পিপাসু ঋষিদিগের মন তৃপ্তি মানিল না ;—তাঁহারা হোম, যাগ-যজ্ঞাদিকে বাল্য-ক্রীড়া মনে করিয়া অরণ্যের নিভৃত প্রদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার পরে যথোপযুক্ত সময়ে সর্ব্বজগতের আদি কারণ এবং মূলাধার মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের সেই আদিম পিতৃপুরুষদিগের সমক্ষে সাক্ষাৎ পিতা-মাতা ও বন্ধুরূপে দেখা দিলেন। তাহাতে তাঁহারা জানিতে পারিলেন,—"স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা"। * * * "এই সময়ে তাঁহারা ব্রহ্মের ধ্যান, ব্রহ্মের আরাধনা, ব্রহ্মের প্রিয় কার্য্যসাধন এবং ব্রহ্মের আনন্দ-রস পান করিয়া অজেয় ব্রহ্মতেজ উপার্জ্জন করিলেন, আর তাহারই গুণে ব্রাহ্মণ হইলেন। অনতিপরে ব্রহ্মতেজ এবং ক্ষত্রিয়-বীর্য্যের বৈরিতার ভীষণ দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।"

পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ ও চৈতন্যদেবাদি ঈশ্বর-তত্ত্বের প্রতি কটাক্ষ ও নাস্তিক বুদ্ধের প্রশংসা

এইরূপ বলিতে বলিতে বড়দাদা পৌরাণিক ইতিহাসের তিনটী মুখ্য সন্ধির যথাক্রমে পরশুরাম, রামচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের কথা বাহির করিলেন। তাহার পরেই বুদ্ধদেবের কথা ও বুদ্ধদেবের যশ কীর্ত্তন। বুদ্ধদেব যে ঈশ্বর-বিষয় কিছুই বলেন নাই, তাহাও তাঁহার বহু-সংখ্যক গুণগণের অগ্রগণ্য হইল। এইসব কথা বলিতে বলিতে শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোধের পরিচয়ে ছোট হরিদাসের দণ্ডের কথা আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পর ষড়্ দর্শনের কথা। এইসকল কথা বলিয়া আমাদের বড়দাদা তাঁহার ঐতিহাসিক অংশ সমাপ্ত করিলেন।

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রমাণহীন কাল্পনিক বক্তৃতা

আমরা বড়দাদার বক্তৃতা যত পাঠ করি, ততই তাঁহার কবি-কল্পনা-শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই। ইতিহাস ও ভূগোল তাঁহার নিকট সুদূরবর্ত্তী বিষয়। ফলকথা এই যে, বড়দাদার ১০৩ পত্র আয়তন বক্তৃতাটী পড়িয়া আমরা কোন সমূলক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বা ভৌগলিক কোন সিদ্ধান্ত জানিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মমতে জ্ঞানহীন ভক্তি নিষ্ফল

পড়িতে পড়িতে ৮০ পত্রে আমরা দেখিলাম যে, বড়দাদার কবিত্বের ফল ফলিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে,—"বৈষ্ণব-শাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপ ভক্তি একপ্রকার মস্তক-বিহীন হৃৎপিণ্ড।"

দ্বিজেন্দ্রনাথকে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে উপদেশ

বড়দাদা যে-সকল ঐতিহাসিক বিষয়ে বাক্যব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত নই। যেখানে মতবাদ, সেইখানেই বিচিত্র কথার উদয় হয়। সেইসব বিচিত্র কথা লইয়া কাহারও কোন বিবাদ করা উচিত নয়। কিন্তু বড়দাদা একেবারে নির্দ্দয় হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উপর স্বীয় তর্ক-তরবাল চালাইয়াছেন। ইহাতে আমরা দুঃখিত। বড়দাদার প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, তিনি স্বীয় কুসংস্কার-জনিত বিশ্বাসকে একটু দূরে রাখিয়া অপক্ষপাতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম লইয়া বিচার করিবেন।

বিশুদ্ধজ্ঞানই পরিপক্কাবস্থায় ভক্তি এবং প্রাকৃত-জ্ঞানের সহিত ভক্তি সম্বন্ধহীনা

আমাদের কথা এই,—বৈষ্ণব-শাস্ত্র ভক্তিকে জ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন করেন নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি একই বস্তু। জিজ্ঞাসা-অবস্থায় যাহা জ্ঞান, তাহাই আস্বাদন-অবস্থায় ভক্তি। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিবার

সময় শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকী তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাহাতে প্রথমেই এই শ্লোকটী আছে,—

জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! জ্ঞান দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাকৃত জ্ঞান ও অপ্রাকৃত জ্ঞান। জড়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণ যে ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞান লইয়া বিতর্ক করেন, তাহা জড় বাহ্যজ্ঞান। চিজ্জগতে যে অপ্রাকৃত জ্ঞান, তাহা ভগবদ্বিষয়ক অতি গুহ্যজ্ঞান। জড়বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া যিনি আত্ম-নয়ন প্রসারিত করিতে পারেন, তিনিই সেই গুহ্যজ্ঞান (ভক্তি) লাভ করেন।

জ্ঞান দুইপ্রকার এবং তাহার পরিচয় ও লক্ষণ

বদ্ধ-জীব লিঙ্গজগতের জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিয়া জড়-জ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয় তাহাতেই নৈপুণ্য লাভ করত তাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া মনে করে। আমার প্রসন্নতা ব্যতীত চিন্ময়-জ্ঞান লাভ হয় না। আমি তোমার সাধন ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সেই অপ্রাকৃত মদীয় চিন্ময় গুহ্য-জ্ঞান তোমাকে অর্পণ করিতেছি,—তুমি যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ কর। এই অপ্রাকৃত জ্ঞান বিমল ও বিজ্ঞান-সমন্বিত। ইহাতেই পরম রহস্য আছে। তদঙ্গ সাধনদ্বারা আমার কৃপা হইলে সেই রহস্য লাভ হয়। **জ্ঞানের জিজ্ঞাসা-অবস্থার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান। আস্বাদন-অবস্থার নাম রহস্য বা শুদ্ধভক্তি অর্থাৎ প্রেমলক্ষণা ভক্তি।** বৈষ্ণব-গ্রন্থের সর্ব্বত্র শুদ্ধজ্ঞানের প্রশংসা আছে।

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করাই গুরুর কার্য্য

মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাতে এই তিনটী কথা—সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়-সাধন ও প্রয়োজন। ভগবান্ কি তত্ত্ব, জীব কি তত্ত্ব ও সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ড কি তত্ত্ব এবং উক্ত তিন তত্ত্বের পরস্পর কি সম্বন্ধ—ইহা ভাল করিয়া জানার নাম সম্বন্ধ-জ্ঞান।

তিনিই সদ্‌গুরু, যিনি এই সম্বন্ধ-জ্ঞান শিষ্যকে ভাল করিয়া উপদেশ দিয়া প্রয়োজন-সাধনে অভিধেয় দেখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধ-জ্ঞান পাইলে জীবের আর কি কোন প্রকার জ্ঞান-অর্জ্জন করিতে বাকি থাকে? জড় ব্রহ্মাণ্ডে তোমার যতপ্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞান চলিতেছে, তাহা সকলই জানা যায়।

সাংখ্যাদি জ্ঞান প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত জ্ঞানই ভক্তি

বড়দাদা! তুমি যে জ্ঞানকেই জ্ঞান বল, তাহা কি জড়-ব্রহ্মাণ্ড-জ্ঞানের অতিরিক্ত? সমস্ত ভৌতিক জ্ঞান একত্র করিলে যে-জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাকে প্রাকৃত-জ্ঞান বলা যায়। সেই প্রাকৃত-জ্ঞানের অবিকৃত মূল-জ্ঞানকে অপ্রাকৃত-জ্ঞান বলা যায়। বিকৃত অবস্থায় অপ্রাকৃত-জ্ঞানই প্রাকৃত-জ্ঞান। সাংখ্যের ২৪ তত্ত্ব সমস্তই প্রাকৃত। সেই জ্ঞান সমাধিযোগে লুপ্ত হইয়া অবিকৃত জ্ঞানকে উদয় করায়। তজ্‌জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। যতক্ষণ জিজ্ঞাসা আছে ততক্ষণ অবিদ্যার খেলা। অবিদ্যা নিবৃত্তির সহিত বিজ্ঞানরূপ চিজ্‌জ্ঞানের উদয়। এতদূর জ্ঞান লাভ করিয়া আস্বাদনকালে ভক্তির উদয় হয়। অতএব যেই জ্ঞান, সেই ভক্তি।

শুদ্ধজ্ঞান ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; অশুদ্ধ জ্ঞানের নিন্দা

বড়দাদা! তুমি জ্ঞান হইতে ভক্তিকে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পার? তুমি বৈষ্ণব-শাস্ত্র না দেখিয়াই একটী কুসংস্কার-জনিত সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি হয়ত কোন ভাক্ত-বৈষ্ণবের সহিত দুই-একটা কথা কহিয়া "তিতুমীরের গোলা খা ডালার" ন্যায় বৈষ্ণব-তত্ত্ব বুঝিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছ। তোমার ন্যায় ধীর পুরুষ যে এরূপ অবিচারিত বিধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা আমরা জানিতাম না। তবে যে বৈষ্ণব-মহাত্মাগণ স্থানে স্থানে জ্ঞানের নিন্দা করেন, তাহা শুদ্ধজ্ঞান নহে। যে-স্থলে জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা অচিন্ত্য পরমার্থের বিচার করা যায়, সেইস্থানে জ্ঞানের নিন্দা। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া যদি বলা যায়

যে, মানুষ কি পাজি ; তখন মনুষ্যমাত্রকেই বলা হয় না, কেবল চোরকেই পাজি বলা যায়।

ঈশ্বরানুসন্ধানহীন জ্ঞানের নাম জ্ঞানকাণ্ড বা তর্ক ; উহা নিষ্ফল

সেইরূপ কোন কোন মহাত্মা বলিয়াছেন,—

জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড,
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমি মরে, অবশেষে নাহি তরে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

এইস্থলে জ্ঞান শুষ্কতর্ক, তাহাতে ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায় না। সেরূপ জ্ঞানে যাহারা আবদ্ধ, তাহাদের জীবন নিষ্ফল। ভাগবত বলিয়াছেন :—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥

যে-জ্ঞান চরিতার্থ হইয়া ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে কৃত হয়, সে-জ্ঞান অতীব আরাধ্য ; কিন্তু যে-জ্ঞান ভক্তির পরম শ্রেয়-পথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূলজগতের বোধ মাত্র লাভের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা অত্যন্ত হেয়। সেই জ্ঞান-চেষ্টায় যাহারা ক্লেশ স্বীকার করে, তাহারা স্থূল-তুষপেষকদিগের ন্যায় বৃথা ক্লেশ মাত্র পাইয়া থাকে ; কিছুমাত্র লাভ হয় না। তুষ পেষণে দিন যায়, তাহাতে তণ্ডুল লাভ হয় না। ভক্ত্যনুগত জ্ঞান-চেষ্টা ব্যতীত অন্য জ্ঞান-চেষ্টাকে জ্ঞানকাণ্ড বলা যায়।

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিদ্বারা ভগবৎকৃপা লাভ অসম্ভব

বস্তুতঃ বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধ-জ্ঞানের পরিপাক অবস্থা। এরূপ ভক্তি যে কিরূপে মস্তক-বিহীন হৃৎপিণ্ড হইল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিবে না। বড়দাদা ! বিনয়পূর্ব্বক বলি যে, পূর্ব্বসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধ-ভক্তিকে আশ্রয় কর। জ্ঞান ও ভক্তিকে যাঁহারা পৃথক্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা। সে-ভক্তিতে ভগবৎ-কৃপালাভ করা বড়ই কঠিন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের মতে জ্ঞান ভক্তির অভিভাবক এবং উদ্যম তাহার সাহায্যকারী

বড়দাদা! আবার ১০২ পত্রে কি কথা লিখিয়াছ?—"বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রেমেরই সাধনে রত। আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রেমের অতীব উচ্চ মর্য্যাদা, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু প্রেমকে নিয়মে রাখিতে পারে, এরূপ একজন পাকা অভিভাবক তাহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক; আর, তাহার কর্ম্ম-কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারে, এরূপ একজন শক্ত-সমর্থ সুনিপুণ কর্ম্মচারী তাহার পক্ষে তেমনই প্রয়োজনীয়। সে অভিভাবক হচ্ছে—জ্ঞান, আর সে কর্ম্মচারী হচ্ছে—উদ্যমশীলতা। জ্ঞানের অভাবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রেম—উন্মত্ততা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় আক্রান্ত হইয়াছে; আর উদ্যমশীলতার অভাবে প্রেম অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এবং তাহাতে জ্ঞানরূপ অভিভাবক ও কর্ম্মরূপ চাকরের আবশ্যক নাই

বিষয়গুলির যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে কুসংস্কার হৃদয়ে প্রবেশ করে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের গ্রন্থে যাহা পাওয়া যায়, বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ শিক্ষাদ্বারা এবং আচারদ্বারা যাহা প্রচার করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের চরিত্রে যাহা দেখা যায়, তাহা জানিয়া-শুনিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত কেহ করিবেন না।

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তির এই লক্ষণ যাহাদের সাধন-দশায় দেখা যায়, তাহারা অবিলম্বে পরিপক্কাবস্থা লাভ করত প্রেমকে প্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রেমে কি কেবল উন্মত্ততা ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকিতে পারে? বা কোন অভিভাবকের প্রয়োজন থাকে? সাধন-দশায় সাধনভক্তি, সিদ্ধ-দশায় প্রেম। তখন আবার অভিভাবক ও কর্ম্মচারীর বা চিকিৎসকের প্রয়োজন কি? পূর্ণজ্ঞান ও 'অব্যর্থ-কালত্ব'-ধর্ম্মরূপ পরম উদ্যমশীলতার পরিপাকে যে আরও প্রেম উত্থিত হয়, তখন আবার পতনের ভয় কোথা?

জগতে একটীমাত্র ধর্ম্ম ; তাহা কেবলমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্ম ; অন্যধর্ম্ম ছল, তর্ক ও বিবাদে পরিপূর্ণ

বড়দাদা ! তুমি কোন অর্ব্বাচীন ভাক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এ সব কথা লিখিয়াছ। ইহাতে বোধ হয়, তুমি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ কর নাই। বৈষ্ণবশাস্ত্রও তোমার নিকট উপযুক্তরূপে আবির্ভূত হন নাই। দাদা ! **জগতে একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম।** আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাতে বিচিত্র মত, বিতর্ক, পরস্পর অসূয়া ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বলপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। যে-সকল ধর্ম্মে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের পরস্পর যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় হয় নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কৈতব-পূর্ণ, **একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই কৈতব-শূন্য।** কপট-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম দূষিত হইতে পারে না। আবশ্যক হয় ত' একবার পুনরালোচনা করিব।

জগৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মমত এবং বৈষ্ণব-মতের পার্থক্য

বড়দাদার বেদান্ত-বিচারে একটী গূঢ় মূল্যবান্ তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। ব্রাহ্ম-মাত্রেরই এই সিদ্ধান্ত কণ্ঠহার করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা এই,—"অদ্বৈতবাদীর ন্যায় আমরা জগৎকে মিথ্যা বলি না ; আমরা বলি, জগৎ ঈশ্বরের অপূর্ণ-প্রকাশ।" ইহাতে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আর একটু আছে। জগৎ দুই প্রকার অর্থাৎ জৈব জগৎ ও জড় জগৎ। জৈবজগৎ ঈশ্বরের অংশ-প্রকাশ বা অপূর্ণ-প্রকাশ বটে। জড় জগৎ মিথ্যা না হইলেও ঈশ্বরের ছায়া-প্রকাশ অর্থাৎ অংশ-প্রকাশ হইতে অধিক অপূর্ণ ও দূরবর্ত্তী। মিথ্যা কিছুই নয়। জগৎ অর্থাৎ জড়জগৎ নশ্বর। অলমতি বিস্তরেণ।

—সঃ তোঃ (মাঘ, ১৩০৬) ১১শ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা

প্রাকৃতাপ্রকৃত জ্ঞান

ব্রাহ্মসমাজের সত্যেন্দ্র ঠাকুরের বক্তৃতার প্রতিবাদ

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মবিকাশ" শিরোনামে আল্‌বার্ট হলে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। যাহা গত বৈশাখে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়ায় আমাদের হস্তে পড়ে, তাহা পাঠে আমরা যেরূপভাবে উপনীত, অদ্য লেখক বা পাঠকবর্গকে তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি।

ভ্রমর ও লুতাকীটের উপমাদ্বারা বিষয় নির্দ্ধারণ ; লুতাকীট ভ্রমরের সাহায্যকারী

ফুলে মধু জন্মে, ভ্রমর তাহা জগৎকে লক্ষ্য করায় ; আবার বিষও জন্মে, লুতাকীট তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। হয়ত' সংসারে বিষের সংমিশ্রণ ভিন্ন কেবল মধুর স্থান নাই, তাই লুতাকীটেরও জনসমাজে স্থান আছে। নচেৎ কেবল মধু উদ্ধার হয় না (কেন ?)।

অবশ্য লুতাকীটের অপেক্ষা সংসারে ভ্রমরের আদর অধিক, কারণ সাধারণে তাহার নিকটেই মধু প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু ভ্রমরের নিকট লুতাকীটের হতাদর নাই। কারণ লুতাকীটের সাহায্যে ভ্রমরকে কেবল মধু সংগ্রহে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না।

লুতাকীট ভ্রমরের শত্রু নহে

অতএব লুতাকীট ভ্রমরের শত্রু নহে। না হইলেও মধ্যে মধ্যে বিবাদ ঘটে। কারণ মধুরূপ মাদকে ভ্রমরের সময়ে সময়ে যে উন্মত্ততা হয় তাহা ভ্রমর না বুঝিতে পারে। কিন্তু লুতাকীট বুঝে,—বুঝে বলিয়াই, সে সে-মধু আহরণে ভ্রমরকে বাধা দেয়। কিন্তু লুতাকীটের সে অপেক্ষা নহে। কারণ বিষ—ভোগের নহে, ত্যাগের। সাবধানে বিষ-ত্যাগই লুতাকীটের কার্য্য। এজন্য লুতাকীটের বুদ্ধি উন্মত্ত ভাবাপন্ন হয় না।

খাদ্যবস্তু মাত্রেই মিষ্টতা থাকিলেও তাহার বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট অনুভূত নহে—শর্করা ও মিশ্রি এক নহে

বস্তুমাত্রেই মিষ্টতার অংশ আছে। তবে কম আর বেশী। অম্লেও মিষ্টতা আছে। যেখানে সেই মিষ্টতার সারাংশ সহজে আকৃষ্ট হয়, ভ্রমর সেই স্থানেই গতায়াত করে। মিষ্টতারও ইতর বিশেষ আছে, কারণ বস্তু মাত্রই ষড়্‌রসে ভাবিত। তবে যেখানে যে রসের প্রাধান্য, তাহারই নামকরণ হয় মাত্র। এই হিসাবে মিষ্টতারও ভেদ নির্দ্দিষ্ট হয়।

খায় ত' সকলেই, কিন্তু এই মিষ্টতার সূক্ষ্মভেদ নির্দ্দেশের কয়জন মিলে? এইজন্যই অনেক সময় শুভ্রবর্ণ শর্করাকে অনেকে মিশ্রি বলিতে সাহস পান। এবং ধনবানের গৃহে মিশ্রির সরবত না পান করিতে পাইয়াই দ্বারের বহিঃপ্রাঙ্গনে সর্ব্বত শর্করা-বর্জ্জিত শুনিয়াই মিষ্টতা-বর্জ্জিত বক্তৃতা করেন। এ বক্তৃতা নিজেকেই আত্মবঞ্চক করিয়া তুলে।

জ্ঞানরূপ শর্করা মলযুক্ত, সম্বিৎ-রূপ মিশ্রি মল-বর্জ্জিত

শর্করা এবং মিশ্রি এক বস্তু হইলেও একটী মলিনাংশযুক্ত এবং একটী মলিনাংশ-বর্জ্জিত, অর্থাৎ জ্ঞান এবং সম্বিৎ এক বস্তু হইলেও যাহা রজ-তম-মিশ্রিত, তাহাই জ্ঞান এবং যাহা রজ-তম-বর্জ্জিত, তাহাই সম্বিৎ। অতএব বৈষ্ণব জ্ঞানকে দূরে রাখিয়া সম্বিৎকে পূজা করেন বলিয়া অভিভাবকশূন্য নির্দ্দেশ করা উচিত নহে।

জ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহা জড়াতীত নহে

যাহা দ্বারায় জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি, তাহাই জ্ঞান বা সম্বিৎ। সেই জ্ঞেয় চিৎ এবং অচিৎ। অতএব জ্ঞান চিৎবস্তুকে উপলব্ধি করাইতে পারে না। কারণ জ্ঞান রজ-তম অতিক্রম করিতে না পারিলে চিজ্জগৎ উপলব্ধি হয় না। সে জ্ঞান যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহা জড়সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি ব্রহ্মই বল, আর কৃষ্ণই বল, একই কথা। মায়াবাদীর মত জগৎ অলীক বল

সেও একই কথা। কারণ মুখে বলিবে, কিন্তু কাযে যে তুমি সেই তুমি। আত্মপ্রত্যয় তাহাতে হইবে না; কারণ জড়ের সীমা অতীত না হইলে জড়তত্ত্ব নির্ণীত হইবার নহে।

ভক্তির স্বরূপ—জীবের আকৃষ্ট হওয়াই ভক্তি

ঈশ্বর বিভু, জীব অণু। অণুস্বরূপ লৌহময় জীবে অয়স্কান্তরূপ বিভুর যে আকর্ষণ, তাহাই ভক্তি। সে কর্ষণ জীবের নিত্য সহচর হইলেও জীব জড়গুণে অস্মিতার বিরূপে কর্দ্দম-লেপিত লৌহের ন্যায় হওয়ায় অয়স্কান্তের আকর্ষণ হইতে বিচ্যুত হয়। যখন ভক্তি কর্ষণে জীবগত মায়িক সত্ত্ব রজ-তম-বিচ্ছিন্নে পরসত্ত্বে নীত হয়, তখন সত্ত্ব-মার্জ্জিত লৌহের ন্যায় হওয়ায় তদ্গত আপাত জ্ঞানও মায়িক আনন্দ আবরণ-শূন্যে সম্বিৎ হ্লাদিনীরূপে ভোগ্যা হয়।

স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্রয় - সম্বিৎ, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী

বিভু স্বশক্তিতে অধিষ্ঠিত, সেই স্বরূপশক্তির তিন বৃত্তি। সন্ধিনী বৃত্তিতে তিনি সৎস্বরূপ, সম্বিতে তিনি চিৎস্বরূপ, হ্লাদিনীতে তিনি আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার লীলাময় ভাবে হ্লাদিনী বৃত্তিই প্রধানা। এবং সে বিধায় সন্ধিনীর শুদ্ধ-শক্তির বিলাসরূপ প্রেম বৃত্তিতে সম্বিৎ হইতে আনন্দেরই প্রাচুর্য্য ভাব হইলেও সম্বিৎ-শূন্য নহে। যেমন মায়িক প্রকৃতি সর্ব্বকালেই ত্রিগুণা। অতএব কর্ষণরূপ প্রেম যখন তিন বৃত্তিতেই সংঘটিত, তখন কখনও সম্বিৎ-শূন্য হইতে পারে না।

শুদ্ধাভক্তির ক্রমবিকাশেই বৈষ্ণবের প্রিয় প্রেম এবং মায়িক ভক্তিই কাম-ব্রাহ্মগণের প্রিয়

সেই ভক্তিই প্রেমস্বরূপ। তবে যে তাহার গাঢ় অবস্থাকে প্রেমরূপে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহার কারণ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় নিত্য-পূর্ণা প্রেম-স্বরূপা হইলেও রজ-তম আবরণে তাহাকে কলা-স্বরূপ ভক্তি-ভাব ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়। আবরণ-শূন্যে তিনি প্রেমস্বরূপা। যখন শুদ্ধসত্ত্ব রজ-তম আবরণে আবরিত হয়, তখন ঐ আকর্ষণ বিপরীতমুখী হইয়া চিদ্‌বিলাস সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ত্যাগে মায়িক

বিলাসে ক্রিয়া করিতে থাকে, তাহাই মায়িক কামরূপে নির্দ্দেশিত। এই কামেরই বিলাসরূপ কলাবিশেষ মায়িক ভক্তি। বৈষ্ণব প্রেমের বা ভক্তির আদর করেন বটে; কিন্তু যাহা এই মায়িক কামগত, তাহা বৈষ্ণবে বর্জ্জিত। কারণ তাহা পরাভক্তি নহে। পরাভক্তিই বৈষ্ণবের পূজনীয়। অর্থাৎ বৈষ্ণব যেমন রজ-তম-আচ্ছন্ন সম্বিৎ রূপ আপাত জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তেমনই ঐ মায়িক ভক্তিকেও বর্জ্জন করেন। অতএব লেখকের বুঝা উচিত, বৈষ্ণব যে মায়িক জ্ঞানকে বর্জ্জন করেন, তদানুসঙ্গিক সে মায়িক প্রেমকেও বর্জ্জন করেন। বহির্ম্মুখ ত্যাগে যে অন্তর্ম্মুখী সম্বিৎরূপা জ্ঞানকে মাথায় করেন, তদানুসঙ্গিক প্রেমকেও মাথায় করেন। ফলকথা, বৈষ্ণবে শুদ্ধসত্ত্ব-গত সম্বিৎ প্রেমই পূজনীয়, মায়িক জ্ঞান বা প্রেম বর্জ্জনীয়।

জড়ীয় জ্ঞানের দ্বারা কাল্পনিক এবং কিম্ভূত-কিমাকার প্রেম বৈষ্ণবের প্রয়োজনায় নহে

অতএব এখন দেখা হউক, জ্ঞানদ্বারে কাল্পনিক বা করণীয় প্রেম বৈষ্ণবের পূজনীয় হইতে পারে কি না! যদি না হয়, তবে সে প্রেমে যে উন্মত্ততা, তাহা জ্ঞানদ্বারে হউক বা জ্ঞান অভাবে হউক—যখন বৈষ্ণবের পূজনীয় নহে, তখন কিম্ভূত-কিমাকার হউক আর নাই হউক, বৈষ্ণবের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারি না। যদি সম্বন্ধই না থাকে, তবে বৈষ্ণব-নামে সে কলঙ্ক আরোপিত, বিদ্বদ্‌ব্যক্তিদ্বারা না হওয়াই উচিত। লিঙ্গ-শরীরদ্বারা অনুভূত আত্ম বা পরমার্থ-বিষয়-জ্ঞানকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা যায়। এই লিঙ্গ শরীর প্রাকৃত বিধায় এ জ্ঞান মায়িক,—সম্বিৎ নহে। সে জ্ঞান-গত প্রেম, প্রেম নহে—কাম। সেই কামে বৈষ্ণবের কোন ভজন নাই।

সহজিয়া প্রভৃতির অসদাচার শুদ্ধবৈষ্ণবের উপর চাপাইয়া তাঁহার নিন্দা করা বৈষ্ণব-অপরাধ

লেখক সে কাম-নামী প্রেমের যথেচ্ছাচারিতা দেখিয়া, প্রেম-উন্মত্ততার ও উচ্ছৃঙ্খলতার যে দৃষ্ট ছবির উল্লেখ করিয়াছেন,[৭] জানিয়া রাখা হউক, তাহা

বৈষ্ণবের নহে। বৈষ্ণবের প্রেম উচ্ছৃঙ্খল হইবার নহে। কারণ জড় লইয়াই উচ্ছৃঙ্খলতা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম—জড়াতীত। তবে বৈষ্ণব বেশধারী অনেক উপশাখার (যথা কর্ত্তাভজা, সাহজী, বাউল ইত্যাদির) জড়সঙ্গে যে সাধন, তাহাতে তাহার বিচিত্রতা কি? তাই বলিয়া একের বোঝা আরের ঘাড়ে দেওয়া প্রাসঙ্গিক নহে। বৈষ্ণব না চিনিয়া বৈষ্ণব বিচার অপরাধ। বৈষ্ণবের সেই চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক। যাঁহাতে এগুণ বর্ত্তমান, তাঁহার প্রেম কাহার দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলা হইবে? অতএব বৈষ্ণবধর্ম্ম অবসাদ-প্রাপ্ত হইতে পারে না। লেখক ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্মকে বা বহির্ম্মুখ কামসেবী উপশাখাগত সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মনে করিয়া এরূপ ভ্রম বাড়াইয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত, ধানের আগড়া বাদে যাহা, তাহাই তণ্ডুল। সেইরূপ শুদ্ধ-বৈষ্ণবের স্থিতি যথারীতি আছে। তবে তাহা সাধারণে উপলব্ধি করিতে পারে না।

জীবাত্মার যাহা নিত্যস্বভাব, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম

যাহাদ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই ধর্ম্ম। যে ধর্ম্মে ভগবান্ বিষ্ণু রক্ষিত এবং জীব অণুবিধায় অণুরূপে জীবের যাহা নিত্য সহচর, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম অবিদ্যার আবরণ উন্মুক্তে যাহাতে পরিলক্ষিত, তিনিই বৈষ্ণব।

সাকার-বাদ স্থাপন ও নিরাকার-বাদ খণ্ডন

বক্তারই কথা—ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম-বিকাশ। অতএব বৈদিক কাল যাহার মুকুল, পৌরাণিক কাল তাহার ফলস্বরূপ। মুকুলে যাহা অব্যক্ত, ফলে তাহা ব্যক্ত। মুকুলে—ব্রহ্ম নিরাকার-নিষ্ক্রিয়-নির্ব্বিকার, ফলে—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। সক্রিয় মায়ায় নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার হইলেও সবিলাস, ইহাতে এত আক্ষেপ কেন? চক্ষু থাকে উপভোগ কর! না থাকে চক্ষুর জলে প্রার্থনা কর। চক্ষু না পাইয়াই চক্ষুবানের মত কথা কেন? আত্মবঞ্চিত হওয়া কেন? ব্যক্তে মুক্তি সাক্ষাৎ। মাথা আপনিই নত হইয়াছিল, কেহ চিন্তা করিয়া, বহি খুলিয়া, তর্ক করিয়া নত করে নাই। যে সেই প্রাণাধিক মূর্ত্তি সাক্ষাতের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাহার পদে আপনি মাথা নত হইয়াছিল। তাহাতে আর নূতনত্বই বা কি, আর আশ্চর্য্যই বা কি, বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবসাদনই বা কি? বিষ্ণুর চিন্ময়মূর্ত্তি—বৈষ্ণবের নিত্য-সহচর; আগে ছিল না, এখন হইয়াছে, তাহা নহে।

ব্রহ্ম-ভক্তের নিকট জ্যোতিস্বরূপ, নারীপূজার ব্যভিচার বৈষ্ণব-ধর্ম্মে নাই

অংশ-বিষ্ণুর অংশী নারায়ণ যেখানে যেরূপভাবে, সেইভাবেই অবতার। সে অংশের জ্যোতি ভক্তনয়নে আপনি প্রতিভাষিত হয়, ভক্ত তাহাই বলে। বিচার করিয়া, সভা করিয়া, ইতিহাস খুলিবার তখন ত সময় হয় না। সে দরকার অন্ধের। তাই অন্ধের নিকট তাঁহারা তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে নিজেদের অমৃতে অন্ধকে কৃপাপথে লইতে চাহেন। ইহা ভক্তের নিত্য নূতন নহে। তবে নারীপূজা—তান্ত্রিক অনাচার-ব্যভিচারের কথা বৈষ্ণবে কেন? পূর্ণচন্দ্র নিত্যই পূর্ণচন্দ্র। পৃথিবীর আবরণ ভেদে কলাদির সংখ্যা। যে পূর্ণচন্দ্রের স্বরূপ দেখিয়াছে, সে কলাদি হইতে পূর্ণচন্দ্রকে নিত্য পৃথক্ দেখে। এইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনিই বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিত্য নারীপূজা—অনাচার-ব্যভিচার হইতে পৃথক্ দেখেন।

প্রবন্ধলেখক নিজকে শ্রীপূর্ণচন্দ্রগুপ্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রতিবাদী ব্রাহ্মের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

লেখক ভ্রমর; আমি সামান্য লুতাকীট। মধুর মত্ততায় তিনি উপনিষদে কবিত্বই দেখিতেছেন। কল্পনা ভিন্ন কবিত্বের সত্তা নাই। কল্পনা মায়াতীত নহে। যদি উপনিষদের বাক্য মায়াতীত হয়, তবে তাহা কল্পনা নহে। নিত্য সত্যের প্রতিবাক্যই সত্য। কোথাও অমিল নাই। মায়াবরণে কলা দেখায়। নচেৎ পূর্ণচন্দ্র পূর্ণচন্দ্রই আছে। ইতিহাসে তাহার তত্ত্ব পাওয়া যায় না। এইরূপে তাহা ধরিতে পারা যায় না। যাহাতে ধরিতে পারা যায়, তাহা সব পুস্তকগুলিতেই আছে। আচার্য্য অভাবে লোক বুঝিতে অক্ষম। ইতিহাস নিত্য তাহার কলার সংখ্যা করিয়াই দিন কাটায়। এ-কথায় লুতাকীট ভ্রমরের বাদী হইলেও, প্রকৃতপক্ষে বাদী নহে, এই ধারণায় কৃষ্ণচৈতন্যের নিকট লেখকের জন্য কৃপা ভিক্ষা করি। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাঁহার কৃপায় জয়-পরাজয়, বাদ-প্রতিবাদ হইতে দূরে দাঁড়াইতে ভিক্ষা করি। আজও তাহা হয় নাই, তাই লেখকের সহিত এ পরিচয়; অথবা কৃষ্ণচৈতন্যের কি ইচ্ছা, জানি না।

—সঃ তোঃ ২য় বর্ষ, ১১শ খণ্ড

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতাবাদাদি খণ্ডন

[রাজা রামমোহন রায়, তৎ-প্রবর্ত্তিত-ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং তাঁহার পৌত্তলিকতা-বাদাদির বিচার প্রদর্শন এবং খণ্ডন-মূলে জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তদভিন্ন জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কৃত প্রবন্ধ, ভাষণ এবং আলোচনাদি হইতে প্রাসঙ্গিক-উদ্ধৃতাংশসমূহ]

(১)

রামমোহন রায়-প্রচারিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মটী খ্রীষ্টিয়ান্ ও হিন্দুধর্ম্মের জোড় কলম। এরূপ ধর্ম্মে যে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ খ্রীষ্টিয়ান্ ও বিলাতী তার্কিকদের নিকট শান্তরসের উত্তমতা শিক্ষা করিয়া তদুচ্চোচ্চ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত। * * এক্সিয়ম্ ও পষ্টুলেটের জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াই যিনি জিওমেট্রি (জ্যামিতি) শিক্ষা করিতে যান, তাঁহার যেরূপ দুর্গতি, প্রাকৃতাপ্রাকৃত বস্তুর পার্থক্য না বুঝিয়া যিনি রস বিচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্তেরও সেইরূপ দুর্গতি হয়।"

—'সমালোচনা' সসঙ্গিনী সজ্জনতোষণী ৮।৪

(২)

"এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী। জ্ঞানানুশীলনই এই মতের একটী প্রধান কর্ম্ম। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাহার খর্ব্বতা হয়—এই জ্ঞানগত বুদ্ধি তাহাদের সর্ব্বদা ব্যস্ত করে। ঈশ্বরকে আমরা জ্ঞানমার্গে যেরূপ নিরাকার ও সর্ব্বব্যাপী করিয়া প্রস্তুত

করিতেছি, তিনি তাহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। বস্তুত এই মার্গগত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি-ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার। ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড় ভজন। চব্বিশ তত্ত্বের অতীত যে জীবাত্মা, তাহা হইতেও অনন্তগুণে গুণিত যে অপ্রাকৃত সবিশেষ-স্বরূপ-সম্প্রাপ্ত অথচ সর্ব্বব্যাপী নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধগুণের অধিপতি পরম কারুণিক জীববন্ধুস্বরূপ যে ভগবান্ পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই মতবাদীরা কখনই সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। এই মতবাদিগণের ঈশ্বর-আরাধনাও নিতান্ত সদোষ ও অসম্পূর্ণ। প্রার্থনা ও বন্দনা মাত্রই উপাসনা। প্রার্থনা ও বন্দনাতে যে-সকল কথা ব্যবহৃত হয়, তাহাও নিতান্ত প্রাকৃত। জ্ঞানচর্চ্চার ক্রীতদাস হইয়া ইহাঁরা অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহোপাসনায় অত্যন্ত ভীত হন। এমন কি, ব্যতিব্যস্ত হইয়া অন্যান্য লোককে এই পরামর্শ দেন যে, কখনও চিন্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিও না। মূর্ত্তি ভাবিলেই ভূতপূজক হইয়া পড়িবে। এই দুরাগ্রহক্রমে তাঁহারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের বিশেষ অনুভব করিতে অক্ষম হন। ইহাঁরা প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান। গুরুপদাশ্রয় করিলে পাছে কুশিক্ষা হয়, এই ভয়ে সদ্‌গুরুলাভের যত্ন ও তদ্রূপ গুরু পাইলেও তাঁহাকে ভক্তি করেন না। অসদ্‌গুরুগণ কুপথগামী করেন বলিয়া সদ্‌গুরু পর্য্যন্ত ইহাদের পরিত্যাজ্য হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সত্যতত্ত্ব যখন আত্মায় নিহিত আছে, তখন নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহাকে জানিতে পারা যায়, অতএব গুরুপদাশ্রয়ের প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রধানাচার্য্য বরণ করিলেই যথেষ্ট। প্রধান আচার্য্যই ঈশ্বর, গুরু, ত্রাণকর্ত্তা। তিনি আমাদের স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের পাপাশয় ধ্বংস করেন, অন্য মনুষ্য-গুরুর প্রয়োজনাভাব। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন একখানি গ্রন্থসংগ্রহকে ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানেন। কেহ বা ধর্ম্মগ্রন্থ মানিতে গেলে অনেক ভ্রম মানিতে হয়, এই ভয়ে গ্রন্থমাত্রকেই মানেন না।”

—তত্ত্ববিবেক প্রথমানুভবঃ ২৮

(৩)

১৮৬৯ (ইং) সালে দিনাজপুর (পঃ বঙ্গ) শহরে এক বিদ্বৎ-সভায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রদত্ত ভাষণের একাংশ

The **Bhagavat** like all religious works and philosophical performences and writings of great men has suffered from the imprudent conduct of useless readers and stupid critics. The former have done so much injury to the work that they have surpassed the latter in their evil consequence. Men of brilliant thoughts have gone through the work in quest of truth and philosophy, but the prejudice which they had already imbibed from its useless readers and their conduct, prevented them from making a candid investigation. Not to say of other people, the great genius of Raja Ram Mohan Roy, the founder of the sect of Brahmoism, did not think it worth while to study this ornament of the religious library. He crossed the gate of the **Vedanta**, as set up by the **Mayavada** construction of Shankaracharyya, and preferred to chalk his way out to the unitarian form of the Christian faith, converted into an Indian appearance. Ram Mohan Roy was an able man. He could not be satisfied with the theory of illusion contained in the **Mayavada** philosophy of Shankar. His heart was full of love for Nature. He saw through the eye of his mind that he could not believe in his identity with God. He ran out from the bounds of Shankar to those of the **Koran**. There even he was not satisfied. He then studied the pre-eminently beautiful

precepts and history of Jesus, first in the English translations and at last in the original Greek, and took shelter under the holy banners of the Jewish Reformer. But Ram Mohan Roy was also a patriot. He wanted to reform his country in the same way, as he reformed himself. He knew it fully that truth does not belong exclusively to any individual man or to any nation or particular race. It belongs to God, and man whether in the Poles or on the Equator, has a right to claim it as the property of his Father. On these grounds he claimed the truths inculcated by the Western Saviour as also the property of himself and his country-men, and thus he established the Samaja of the Brahmos independently of what was in his own country in the Beautiful **Bhagavat**.* His noble deeds will certainly procure for him a high position in the history of reformers. But then, to speak the truth, he could have done more if he had commenced his work of reformation from the point where the last reformer in India left it. * * Suffice it to say, that the **Bhagavat** did not attract the genius of Ram Mohan Roy. His thought, mighty though it was, unfortunately branched off like the Ranigunj line of the parent Railway, from the barren station of Shankaracharyya, and did not attempt for an extension from the terminus station of the great **Bhagavat**-expounder of Nadia. We do not doubt that the progress of time will correct the error, and by a further extension the branch

* This is gathered from what Ram Mohan Roy told the public in the prefaces to the three dissertations, which he wrote about the precepts of Jesus as compiled by him from the Gospels and in answer to Dr. Marshman, the Serampore Missionary.

line will lose itself somewhere in the main line of progress. We expect such attempts in an able reformer of the followers of Ram Mohan Roy."

—The Bhagavat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.

[শ্রীমদ্ভাগবত, অন্যান্য ধর্ম্মীয় ও দর্শন-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিগণের লেখনীর ন্যায় কিছু অপক্ক পাঠক ও নির্ব্বোধ সমালোচকের অবিবেচনা-প্রসূত আলোচনার স্বীকার হইয়াছেন। ইহার কুপ্রভাব এতদূর যে, ধীশক্তি-সম্পন্ন সত্যানুসন্ধিৎসুগণও সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ-পরীক্ষা হইতে বিরত হইয়াছেন। অধিক কি, বিশেষ প্রতিভাবান্, ব্রহ্মবাদ-প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়, গ্রন্থাগারের যাঁহা উজ্জ্বল-ভূষণস্বরূপ—সেই শ্রীমদ্ভাগবতকে তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তুরূপে নির্ণয়ে অসমর্থ। তিনি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত মায়াবাদের ভিত্তিতে নির্ম্মিত বেদান্তের দ্বার অতিক্রম করিয়া বরং ভারতীয় পোষাকে unitarian খ্রীষ্টিয়-মতবাদাভিমুখেই অগ্রসর হইতে পছন্দ করিলেন। দৃশ্য-প্রকৃতির প্রতি প্রীতির প্রাচুর্য্যের কারণে শ্রীশঙ্করকৃত মায়াবাদ-দর্শনের বিবর্ত্তবাদে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ভগবানের সহিত লীন হইবার বিশ্বাসে স্থির হইতে না পারিয়া শ্রীশঙ্করের সীমানা পরিত্যাগ করিয়া কোরাণাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্তুষ্টিবিধান হইল না দেখিয়া যীশুখৃষ্টের শ্রেষ্ঠতর জীবনীতিহাস ও শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। অবশেষে তিনি এই ইহুদী-সংস্কারকের ছত্র-ছায়ায় আশ্রয় লইলেন। সন্দেহ নাই, রামমোহন রায় একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাই তিনি নিজে যেরূপ ধর্ম্ম-সংস্কারে সংস্কৃত হইলেন, সমগ্র দেশকেও সেইরূপ সংস্কার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি ভালই জানিতেন যে, সত্য কোন বিশেষ জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণের অধীন নহে। পৈতৃক-সম্পত্তিতে অধিকার-প্রাপ্তির ন্যায় আমেরু-বিষুবরেখা সমগ্র মানবের ইহাতে পূর্ণাধিকার বর্ত্তমান। এই ভিত্তিবলে তিনি পাশ্চাত্ত্য পরিত্রাতার পদাঙ্কানুসরণে তদনুসন্ধিত সত্যকে নিজের এবং দেশবাসীর সম্পত্তিরূপে দাবী করিলেন। ফলতঃ তাঁহার স্বদেশের ভাগবত-সমাজ হইতে স্বতন্ত্র একটী ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

তাঁহার এই মহৎ-কার্য্য সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে তাঁহাকে উচ্চাসীন করিবে, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ভারতের শেষ সংস্কারকের (শ্রীমন্মহাপ্রভু) পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে এই সংস্করণের রূপটী লইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইত। যাহা হউক, বলিতে কি, রাজা রামমোহন রায়কে শ্রীমদ্ভাগবত আকর্ষণ করেন নাই। তাঁহার চিন্তাধারা যেন মূল-রেললাইন হইতে রাণীগঞ্জ-লাইনের বিভাগের ন্যায় শঙ্করাচার্য্যের নীরস ষ্টেশন হইতে বিভক্ত হইল, কিন্তু নদীয়ার বিখ্যাত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যাতার শেষ-ষ্টেশন হইতে এক্সটেন্‌শনের কোন উদ্যোগ লয় নাই। সময়ই এই ভ্রমকে সংশোধন করিবে, সন্দেহ নাই—তখন তাহা হইতে এক শাখা পুনরায় প্রগতির মূল-ধারায় যুক্ত হইবে। আমরা রামমোহন রায়ের অনুসারিগণের মধ্যে এমন উদ্যোগযুক্ত একজন সমর্থবান্ সংস্কারককে সর্ব্বদাই আশা করি।]

(৪)

"**লাহিড়ী**—খোদার কি মূর্ত্তি কোরাণে পাওয়া যায় ?

কাজী—কোরাণ বলেন,—'খোদার' মূর্ত্তি নাই। 'শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদকাজীকে বলিয়াছেন যে,—'কোরাণে' কেবল জিসমানি মূর্ত্তি নিষেধ ; শুদ্ধ 'মুজর্‌রদী'-মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময়-মূর্ত্তি 'পয়গম্বর-সাহেব' নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য রসের ভাবসকল অবগুণ্ঠিত ছিল।"

—জৈবধর্ম্ম ৫ম অঃ

(৫)

মোল্লাজী --পরাৎপর বস্তুর চিৎস্বরূপ-শ্রীবিগ্রহের কথা আমাদের কোরাণেও উল্লেখ আছে,—তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু সেই চিৎ-স্বরূপের প্রতিমূর্ত্তি করিতে গেলে জড়স্বরূপ হইয়া পড়ে ; তাহাকে আমরা 'ব্যুৎ' বলি। 'ব্যুৎ'-পূজা করিলে পরাৎপরের পূজা হয় না।—এ সম্বন্ধে আপনার যে বিচার আছে, তাহা বলুন।

গোরাচাঁদ—বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তির পূজাদির ব্যবস্থা আছে। * * * যে-সকল ধর্ম্মে প্রতিমা-পূজা নাই, সে ধর্ম্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী

ব্যক্তি, নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ। অতএব প্রতিমা-পূজা মানব-ধর্ম্মের ভিত্তিমূল। মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূত-চিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়-মূর্ত্তি ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্ত-চিত্ত জড়-জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়-জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-শ্রীমূর্ত্তি এইরূপে মহাজন-কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হইয়া প্রতিমা হইয়াছেন। **সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময়-বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রথমতঃ জড়ময়-বিগ্রহ হইলেও ক্রমশঃ ভাবশোধিত-বুদ্ধিতে চিন্ময় বিগ্রহের উদয় হয়, অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহের প্রতিমা ভজনীয়।** কল্পিত-মূর্ত্তির পূজার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়। * * * মন জড়ের অনুগত, যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই জড়। কেননা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম বলিলে, আকাশের ন্যায় সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্ম-চিন্তা করিতেছি, এ'কথায় কালগত ব্রহ্মের উদয় অবশ্যই হইবে। দেশ, কাল জড়বস্তু। যদি মানস-ধ্যানাদি দেশকালের অতীত হইল না, তবে জড়াতীত বস্তু কোথায় পাওয়া গেল? মৃৎ-জলাদি তিরস্কারপূর্ব্বক দিক্-দেশাদিতে ঈশ্বর কল্পিত হইল। এ সমস্তই ভূত-পূজা। * * সর্ব্বব্যাপী নিরাকার-ঈশ্বর-ধ্যান ও তৎপ্রতি 'নমাজাদিও' শুদ্ধ চিন্ময়-ভাববর্জ্জিত; তাহা হইলে বিড়াল-পূজকাদি হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? —জৈঃ ধঃ ১১শ অঃ

(৬)

"ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই, সত্য; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে-কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না।" —তত্ত্ব-সূত্রম্ ৩৫ সূঃ

(৭)

"শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক-মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন-দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু **নিরাকারবাদ-রূপ: ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা** অথবা **মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই 'পৌত্তলিকতা'** অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ।"

—শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা ৬।১২

(৮)

অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ সেঠার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ **প্রথমশ্রেণীর পৌত্তলিক**। যে-সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হয় নাই, অথচ জীবের ঈশ্বরবিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় অজ্ঞানবশতঃ যে চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর পূজা দেখা যায়, তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকারবিচারে ঐরূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই।

জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন **দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা** উপস্থিত হয়। নিরাকারবাদিমাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্ব্বিশেষ ভাব কখনই ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপ-সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষতাকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপ-সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়বিলক্ষণ বটে, কিন্তু জড়-বিপরীত নয়।

চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য-স্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তিসেবা করত **তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক** মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চোপাসনা' বলিয়া বলা যায়, তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করত তদ্বিপরীত ধর্ম্ম যে গুণশূন্যতা, তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে, তাহা বোধগম্য হয় না।

যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধ্যানই **চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা**। তদ্দ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্যস্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ পরমলাভ হয় না।

যাহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা **পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক**। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষামতে ইহা অপেক্ষা আর মহৎ অপরাধ নাই। যে-সকল জীব পূজার্হ, তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে, আর জীবে ঈশ্বর-বুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয় না। শ্রীরাম-নৃসিংহাদির স্বরূপ-ভজন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয়, তাহা মৎকৃত-'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা' পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন।

উক্ত পাঁচপ্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎস্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকে তাহা নয়, তাহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। * * **পৌত্তলিকমাত্রেই পৌত্তলিকের নিন্দা করেন। অপৌত্তলিক, স্বরূপলব্ধ, ভগবদ্ভক্তের কোন পৌত্তলিকের প্রতি বিদ্বেষ নাই।** তিনি এইমাত্র মনে করেন যে, যে-পর্য্যন্ত স্বরূপ লাভ হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত কল্পনা বই আর কি করিবে? কল্পনা করিতে করিতে সাধুসঙ্গক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া স্বরূপজ্ঞান উদয় হইবে। তখন আর বিবাদ করিবে না।"—শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ৫ম বৃষ্টি, ৩য় ধারা

(৯)

১৫ই জানুয়ারী ১৯২৯ (ইং), বেলা ১১ ঘটিকায় কৃষ্ণনগরস্থ একায়ন মঠে **জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ** সমীপে **অধ্যাপক মিঃ এলবার্ট ই সাদার্স** মহাশয়ের নম্র-প্রশ্নসমূহের সদুত্তর-ধারা।—

অধ্যাপক সাদার্স,—ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৈষ্ণব-দর্শনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি; কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনে ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের ন্যায় **পৌত্তলিকতা** স্বীকৃত হওয়ায় ইহা বৈষ্ণব-দর্শনের একটী কলঙ্কের বিষয় হইয়াছে, মনে হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ,—বৈষ্ণব-দর্শনে কখনই পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই,

বরং বৈষ্ণবেতর-দর্শনে মুখে না হউক, ন্যূনাধিক পৌত্তলিকতাই স্বীকৃত আছে। 'ভগবান্'—এই শব্দে মানবচিন্তায় এবং মানবাতীত চিন্তায় যতপ্রকার চমৎকারিতা আছে, সে-সমুদয়ই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্ত্ব ও সূক্ষ্মত্ব এই উভয়ের সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব্বশক্তিমত্তা—তাঁহার দ্বিতীয় লক্ষণ। 'সর্ব্বশক্তিমত্তা' বলিতে মানব-বুদ্ধিতে যাহা ধারণাযোগ্য, কিম্বা মানবে যাহা সম্ভব, যদি কেবল তাহাই হয়, তাহা হইলে উহাকে 'সর্ব্বশক্তিমত্তা' বলা যায় না। মানব-বুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির অধীন বলিয়া ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। "ভগবান্ সাকার হইতে পারেন না, কিম্বা তিনি নিত্য-সাকার নহেন, সাময়িক সাকার মাত্র, পরিণামে তিনি নিরাকার"— এইরূপ বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হইল। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে তিনি তাঁহার শক্তি বিজ্ঞানজ্ঞ মুক্তজীবের নিকট নিত্যলীলা-মূর্ত্তিময়। কেবল নিরাকার চিন্তা অস্বাভাবিক ও বিশেষচমৎকারিতাশূন্য। ভগবান্ সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশোপূর্ণ, তিনি সৌন্দর্য্যপূর্ণ। অপ্রাকৃত নয়নে সেই সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয়। ভগবান্ বিশুদ্ধ, পূর্ণ ও চিৎস্বরূপ জড়াতীত বস্তু, তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি। পরমেশ্বরের ভৌতিক আকার নাই সত্য, কিন্তু ভূতাতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বময় বিভুর অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ নির্ম্মল-চক্ষে গ্রাহ্য। প্রাকৃত চক্ষের পক্ষে পরমেশ্বর নিরাকার এবং অপ্রাকৃত চক্ষের পক্ষে তিনি চিদাকার বা সাকার। যাঁহারা প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত নিত্যবাস্তবচক্ষে পরমেশ্বরের চিদাকার দর্শন করেন নাই, তাঁহারা যে-মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন বা পূজা করেন, তাহা অবশ্যই পুত্তল এবং সেই পুত্তল-পূজকমাত্রেই পৌত্তলিক। ভগবানের কল্পিত-মূর্ত্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা বলা যাইতে পারে। যেমন, আমি জ্যাকবকে দেখি নাই, মনে মনে জ্যাকবের একটী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অঙ্কন করিলাম। এই অঙ্কিত মূর্ত্তি ঠিক জ্যাকবের মূর্ত্তি হইল না। তারপর জ্যাকব যদি ইহজগতের জীববিশেষ হন—যে জ্যাকবের দেহ মন ও আত্মা পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ জ্যাকবের ফটোগ্রাফ জ্যাকবের জড়শরীরের প্রতিচ্ছায়া বিশেষ হওয়ায় তাহাও জ্যাকবের নিত্যস্বরূপ হইতে

পৃথক্ হইয়া পড়িল। কিন্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ এইরূপ বস্তু নহেন, তাঁহার দেহ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার নাম ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার রূপ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার গুণ ও রূপ পৃথক্ নহে, তাঁহার গুণ ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাঁহার লীলা ও আত্মা পৃথক্ নহে, তাহার লীলা ও রূপ পৃথক্ নহে, তাহার লীলা ও গুণ পৃথক্ নহে। বিশুদ্ধসত্ত্ব বা নির্ম্মল আত্মায় সেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভগবানের যে নিত্যমূর্ত্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব নিজ নির্ম্মল আধারে প্রাপ্ত হন, সেই অপ্রাকৃত শ্রীমূর্ত্তি ভগবৎস্বরূপের উদ্দীপক-তত্ত্বরূপে হৃদয় হইতে জগতে স্থাপন করিলে তাহা কখনই 'পুত্তল'-পদবাচ্য হইল না। যেমন প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিবলে ভগবান্ প্রপঞ্চাতীত থাকেন, তেমনি ভক্তগণের বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশিত ভগবৎস্বরূপ ভক্তগণের দ্বারা জগতে অবতারিত হইয়াও প্রপঞ্চ-ধর্ম্মের অতীতই থাকেন। এইজন্য বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীমূর্ত্তিকে 'অর্চ্চাবতার' বলা হইয়াছে। ভগবৎস্বরূপ দর্শনাধিকারীর পক্ষে ভগবানের মিথ্যা কল্পিত-মূর্ত্তি যেমন অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ নিরাকার ভাবও তদ্রূপ অনর্থকর। এইসকল ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বাস্তব-বস্তু লাভ হইবার পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকে, ইহাকে 'বস্তু হাতড়ানো' বলে। বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীবিগ্রহ ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন ব্যতীত অন্য বস্তু হইতে পারেন না। আংশিক উপমাদ্বারা বলা যাইতে পারে, শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বেরই স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তগণের ভগবৎস্বরূপ-প্রতিভূ যে যথার্থ, তাহা বাস্তব বৈজ্ঞানিক ভগবদ্ভক্তগণ বিশুদ্ধ প্রেমবিজ্ঞানরূপ ফলের দ্বারাই অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ-পদার্থের সহিত বিদ্যুৎ-যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহা কেবল বিদ্যুৎ ফলকোৎপত্তিরূপ ফলের দ্বারাই লক্ষিত হয়। যাহারা তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎ-যন্ত্র দেখিয়া কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে বাস্তববিজ্ঞানরূপ আত্মধর্ম্ম প্রেমভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা ছাড়া আর কি বলিতে পারে? বৈষ্ণব-দর্শনের বিচার অতি সূক্ষ্মতম। তাঁহারা অতীব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জগতে যাঁহারা আপনাদিগকে 'নিরাকারবাদী' বা জড় সাকারবাদী' বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা সকলেই ন্যূনাধিক পৌত্তলিক।

বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, সেইসকল অসভ্যজাতিগণের অন্তর্গত পূজকগণ জোভ, সেঠার্ণ প্রভৃতি গ্রীকদেশীয় গ্রহপূজক ব্যক্তিগণ যেমন স্থূল পৌত্তলিক, জড়কে তুচ্ছজ্ঞানপূর্ব্বক জড়-বিপরীত ভাবকে 'নিরাকার' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়া যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী হন, তাঁহারা তেমনই বা তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম পৌত্তলিক। যাঁহারা বিচার করেন, ঈশ্বরের নিত্য চিদানন্দস্বরূপ নাই, কিন্তু কোন স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, সুতরাং উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের কোন স্বরূপ কল্পনা করা আবশ্যক,—এইরূপ বিচারপরায়ণ Henotheist অথবা বেদোক্ত দেবগণের অন্যতমের উপাসক বা পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় কল্পিত-মূর্ত্তির সেবক বলিয়া পৌত্তলিকশ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তবৃত্তির উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার কোন কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যানাদি সাধনা করেন, সেইসকল যোগী প্রভৃতির আচরণ পৌত্তলিকতার অন্তর্গত। যাহারা জীবকে 'ঈশ্বর' মনে করে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী (Blasphemous) পৌত্তলিক, কারণ মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া কল্পনাই—পৌত্তলিকতা। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি-ব্যক্তিদিগের নিরাকার চিন্তা—অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা। বৈষ্ণব-দর্শনের শ্রীমূর্ত্তিসেবা ও অন্যান্য মানবচিন্তার সাকার-নিরাকারবাদে বিস্তর ভেদ আছে। বৈষ্ণব-দর্শনে পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপের অর্চ্চাবতারের পূজা বিহিত হইয়াছে, আর অন্যান্য মানব-চিন্তাস্রোতে কল্পিত জড়াকাশ-সদৃশ সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকারের কল্পনা, কখনও বা প্রকৃতির কোন চাক্‌চিক্যময় পদার্থের সাকার-কল্পনা, কখনও জড়-বিপরীত ভাবকে পরমেশ্বর-কল্পনা, কখনও ঈশ্বরের বাস্তবস্বরূপ অস্বীকার করিয়া জড়ীয় রূপ কল্পনা, জীবে পরমেশ্বর-বুদ্ধি প্রভৃতি কল্পনারূপ পৌত্তলিকতার তাণ্ডব-নৃত্য রহিয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ সকল পৌত্তলিকতা নিরাস করিয়া ভগবানের অবিচিন্ত্যশক্তি ও পরমকরুণাময় অর্চ্চাবতারের কথা জানাইয়াছেন।

অধ্যাপক সাদার্স,—আমি সত্যসত্যই আপনার নিকট বৈষ্ণবদর্শনের এইসকল গূঢ়তত্ত্ব এবং তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। বৈষ্ণব-দর্শনে ভারতীয় দর্শনের সমস্যাসমূহের এরূপ

সুন্দর সমাধান, সমর্থন ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই।" —সাপ্তাহিক গৌড়ীয় ৮ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা

(১০)

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৩১শে আশ্বিন (১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর) শিলং-শৈলে অবস্থানকালে **প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর** প্রদত্ত দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী **কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায়**, এম্, এ, প্রাজ্ঞ-মহোদয়ের কতিপয় পরিপ্রশ্নের সদুত্তর।—

"**কুমার**—আমাদের গুরুবর্গ বলেন যে, শ্রীমূর্ত্তিপূজা একটা means to an end (কোনও উপেয়-লাভের উপায়মাত্র)।

প্রভুপাদ—ইহাও একটা প্রকাণ্ড Balsphemy ; মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ-সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ—'সত্ত্বগুণের বিকার'!
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য॥"

বিষ্ণুমূর্ত্তি—চিন্ময়ী। বিষ্ণুদেবতা ইতরদেবতার ন্যায় মানব কল্পিত নহেন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনম্" প্রভৃতি বাক্যে যে-সকল কল্পিতমূর্ত্তি বা পুতুল সৃষ্ট হয়, তাহার সহিত শ্রীমূর্ত্তি এক নহে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ Henotheist (পঞ্চোপাসক) নহেন। Henotheist-গণ—পৌত্তলিক। পৌত্তলিকগণ উপায় ও উপেয়ে ভেদ স্থাপন করেন। তাহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাহারা পুতুলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। নির্ব্বিশেষবাদিমাত্রেই জগন্মিথ্যাত্ববাদ কল্পনা করেন, কিন্তু প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্যের সিদ্ধান্তে জগৎ পারমার্থিক সত্য। যে জিনিষ—আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা 'বিষ্ণু' বা 'কৃষ্ণ' হইতে পারে না। বিষ্ণু ও কৃষ্ণে কোন বাস্তব ভেদ নাই।" —সাঃ গৌঃ ৭ম খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা

(১১)

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল, শুক্রবার কলিকাতা, ১ নং উল্টাডিঙ্গি জংশন-রোডস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বসংশয়সচ্ছেত্তা **প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী** এবং কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক খৃষ্টধর্ম্মাচার্য্য **ডঃ পি জোহান্স** মহোদয়ের মধ্যে সংলাপ।—

প্রভুপাদ—* * যাহাদের thought idolised (চিন্তা ব্যুৎপরস্তবৎ জড়ে আসক্ত) হইয়া গিয়াছে, তাহারাই শ্রীমূর্ত্তিকে 'idol' (পুত্তলিকা) দেখে, আমাদের তা'তে কোন অসুবিধা হয় না। শ্রীবিগ্রহ বৈকুণ্ঠ-চিদ্‌বিলাস-ভগবানের নিত্য-রূপেরই প্রাপঞ্চিক জগতে করুণাময় অবতার। তাহা ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ জড়ের আকার বা জড় নিরাকারান্তর্গত ঈশস্বরূপ কল্পনাকারী—পৌত্তলিক নহেন। আর যাহারা প্রাকৃত-বুদ্ধি লইয়া বিচার করে, তাহাদের চিত্তে প্রতিফলিত যাবতীয় জড়াবস্থিত মূর্ত্তিই পুত্তলিকা। যাহারা নির্ব্বিশেষবাদী বা বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করে, তাহারা কাল্পনিক নিরাকারাশ্রিত পৌত্তলিক। আমরা চেতনময় শ্রীমূর্ত্তিকে 'জড়পিণ্ড' না জানিয়া মন্ত্রের দ্বারা—চেতনদ্বারা উপাসনা করি। চেতনের বৃত্তিদ্বারা ভগবানের সঙ্গে Communication (কথাবার্ত্তা, সংযোগ) হয়। যাহাদের চিন্তাস্রোত ও বুদ্ধি অচেতনের দ্বারা বিজড়িত হইয়াছে, যাহারা অচিদ্দর্শন ব্যতীত চেতনের অন্য কোন ব্যবহার জানে না তাহারাই অর্চ্চাবতারকে idol (পুতুল) মনে করে। শ্রীনামদ্বারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, চেতনের দ্বারা চেতনের সেবা হয়।

রেভারেণ্ড বাট্‌লার আমার কথা শুনিয়া বলিলেন,—আপনাদের নবদ্বীপের অনেক বড় বড় লোকের সহিত—বাংলার অনেক পণ্ডিতের সহিত—অনেক প্রাচীন-ব্যক্তির সহিত আমি এ বিষয়ে আলাপ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা কেহই এরূপ intelligently (বুদ্ধিমত্তার সহিত) উত্তর দিতে পারেন নাই। রেভারেণ্ড বাট্‌লার উত্তর শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক জোহান্স—আমিও আপনার কথা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলাম।"

—সাঃ গৌঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪১শ সংখ্যা